আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার অষ্টাদশ গ্রন্থ

নকল পাঞ্জাবী

শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ত

শ্রাবণ, ১৩২৪

PUBLISHED BY

GURUDAS CHATTERJEA

OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.

201, Cornwallis street, Calcutta.

PRINTED BY

RADHASYAM DAS

AT THE VICTORIA PRESS.

2, Goabagan Street, Calcutt

নকল পাঞ্জাবী

প্রথম প্রস্তাব

১

পঞ্চনদ ভূমি পাঞ্জাবের মোহিনী, গঙ্গার শতমুখ-চুম্বিত বঙ্গের অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণকারিণী কি না, জানি না। শান্ত স্নিগ্ধ ঢল ঢল অশ্রুসিক্ত বঙ্গের প্রকৃতি এবং রুদ্র কঠোর বীরগর্ব্বে প্রদীপ্ত পঞ্চনদের পরুষ পুরুষত্ব—উভয়ের দ্বন্দ্বে কে হারে কে জেতে, একটা দেখিবার বিষয় বটে।

বঙ্গের কোল ছাড়িয়া পাঞ্জাবের ক্রোড়ে আসিতে অনেককে দেখিতেছি, কিন্তু পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া বঙ্গের কোলে জুড়াইতে আসিতে অল্পই দেখা যায়। সুতরাং পাঞ্জাবেরই জয়। এই কথায় হয় তো আমার বাঙ্গালী ভায়ারা মনে মনে আমার উপর বিষম চটিবেন। তাঁহারা যে শৈবাল-সঙ্কুল, পঙ্ক-পঙ্কজাধার, মশক-ম্যালেরিয়ার জননী পুষ্করিণী-গুলিকে সরোবর আখ্যা দিয়া, জঙ্গলাকীর্ণ বাঙ্গালাকে কল্পনার স্বপ্নের দেশ গঠন করিয়া বলেন,—"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি"— আমি সে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মাতৃ-

ভূমির কথা বলিতেছি না। আপাততঃ আমি বাঙ্গালা দেশের কথা বলিতেছি, যেখানে পল্লীতে পল্লীতে দ্বেষ-হিংসা, দলাদলির দ্বন্দ্বসমাস, পালাজ্বরের অক্ষয় নিবাস এবং বার মাস প্লীহা যকৃতের চাষ হয়, আমি সেই মাটির বাঙ্গালার কথা বলিতেছি, "সোনার বাঙলা নয়," এবং সেই সম্বন্ধেই বলিয়াছি, পাঞ্জাবের জয়!

এই জয় শেষ জয় কি না, না উহা পরাজয়েরই উদ্দাম বিক্রম—পরীক্ষার বিষয় বটে। তবে সে পরীক্ষা বাহিরের নয়, অন্তরের। অন্তরজয়ীই প্রকৃত জয়ী। দেখা যাক, এই অন্তর-যুদ্ধে কে প্রকৃত জয়ী।

২

পাঞ্জাব আমাদের জয় করিয়াছে—আমরা প্রবাসী পাঞ্জাবী। আজ এক পুরুষ নয়, দুই পুরুষ ধরিয়া আমাদের পাঞ্জাবে বাস। ইরাবতী শিখের গৌরবভূমি লাহোর নগরের আনারকালী গার্ডেনে—আনারকালী টুম্ব্‌র নিকটেই এক প্রস্তরনির্ম্মিত ভবন আমার জন্মভবন—আমার গৃহ। লাহোর আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, লাহোর আমার বাল্যের ক্রীড়া-ভূমি, কৈশোর যৌবনের শিক্ষামন্দির। লাহোর-অধিবাসী আমার প্রতিবেশী, লাহোরের সঙ্গে আমি শত সংস্কারের সহস্র বন্ধনে জড়িত। সুতরাং কেহ যদি আমাকে লাহোরী অর্থাৎ

পাঞ্জাবী বলিয়া ভুল করে, তবে তাহার বুদ্ধি এবং বিচারের দোষ দেওয়া যায় না।

লাহোরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েক জনেরই সঙ্গে আমার পরিচয়। বলিতে লজ্জা নাই, প্রবাসী বাঙ্গালী দেখিয়া বাঙ্গালীর সহিত পরিচয় করিবার এবং আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য আমার প্রাণ তত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না, এবং বোধ হয় তাহাদেরও তদ্রূপ একটা কিছু হয় না। আমার ধরণ ধারণ দেখিয়া আমার অপরিচিত বাঙ্গালীরা আমাকে পাঞ্জাবী এবং পরিচিতেরা আমাকে 'পাঞ্জাবী ভাইয়া' বলিয়া কৌতুকে সম্বোধন করিতেন। কেহ কেহ আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু আমি উহাতে না চটিয়া, তাহাদের বুঝাইয়া দিতাম—"In Rome one must do as the Romans do."

৩

এ হেন পাঞ্জাবপ্রিয় যে আমি, সেই আমি যখন শুনিলাম, লাহোরের এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর মেয়ে একটি খাস্ পাঞ্জাবী বিবাহ করিবার জন্য একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তখন সেই 'আমি'রও বিলক্ষণই ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।

"শুনেছ মা?"

"কি ?"

"মিঃ রায়ের আদুরে নাত্‌নীটি পাঞ্জাবী বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।"

"যা—যা—বিরক্ত করিস্ নে, এখন আমার সময় নেই—পূজোর সময় হয়েছে।"

"ও মামুলী পূজা তো আছেই—একটা নতুন পূজোর কথা শোনোই না—পাঞ্জাবী পূজা—এমন কখনো শুনেছ ?"

"হরনাম্‌কে ডেকে ব'লে দে, গম্‌ওয়ালীকে ব'লে আসুক, কাল অন্ততঃ সের দশেক আটা পিষে দেয়।"

"তা তো দেবে,—তার আগে—এই বাঙ্গালী"—

"হাঁরে, মোহিত এ কয় দিন ধ'রে আসছে না কেন রে ? শরীর ভাল আছে তো ? আজ সন্ধ্যার পর এখানে এসে খাবে, ব'লে আসিস্।—আহা, ছেলে মানুষ, এই বিদেশে একা !—কেন বাছা, দেশে কি আর এমন প্রফেসারি মেলে না ! না, কোথায় বাঙ্গালা আর কোথায় পাঞ্জাব !"

"পূজোর সময় যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল !—মোহিতের জন্যে তো ভারী ভাবনা, এ দিকে সে বেচারী যে যায়—"

"কি, কি হয়েছে ?"

"হবে আবার কি ?—সেই কথাই তো বল্‌ছিলুম।—মিঃ রায়ের নাত্‌নীটি—"

"কি হয়েছে ?—মোহিত কি তাকে পড়ান ছেড়ে দিয়েছে ?"

"সখের পড়া—আদুরে মেয়ে—বিবিয়ানা ঢং—খেয়ালি মেজাজ"—

"তা কি কর্‌বে ? মেয়ের দোষ কি, মেয়েকে যেমন গড়েছে তেমন হয়েছে।"

"তাহলে তোমারও ত তেমন হওয়ার কথা, কিন্তু তুমি তেমন না হ'য়ে এমন হলে কেন ?"

"তোকে পাঞ্জাবী ঢং কে শেখালে ?—যা, বিরক্ত করিস্ নে। হর্‌নাম্‌কে ব'লে দে, আজ কিছু বেশী ক'রে ভাল দই আন্‌তে। মোহিত দই বড়া বড় ভালবাসে, সে দিন যে কয়টা বড়া দিলুম, সবক'টি খেলে, আর ছিল না, তাই দিতে পারলুম না। মনটা কেমন করতে লাগ্‌ল !—বাঙ্গালায় তো আর এমন হয় না।—হাঁরে, তুই না ব'লেছিলি, মোহিতের সঙ্গে মিঃ রায়ের নাত্‌নীর বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে ?"

"তা ব'লেছিলুম, এখন আর বল্‌ছি না।"

"মোহিত মেয়েটিকে কদ্দিন ধ'রে পড়াচ্ছে ?"

"লাহোরে এসেই।"

"হুঁ—মেয়েটি কি পড়ে ?"

"ফিলজফি—ফিলজফি।"

"ফিলজফি !—খুব পণ্ডিত মেয়ে তা হ'লে।"

"পণ্ডিত-পাঞ্জাবী বিয়ে করতে চায়। তা কাশ্মীরী পণ্ডিত হ'লেও কতকটা মানাতো।"

"তুই মেয়েটিকে দেখেছিস্ ?"

"মেয়ে-টি!—না—ধিঙ্গীটি বল—সে দিন ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল—রাইডিং ড্রেস্—রাইডিং ক্যাপ্, চাবুক হাতে—ওকি, হাস্‌ছ যে ?"

"বেশ তো।—পাঞ্জাবী বিয়ের কথা তোকে কে বল্লে ?"

"মোহিত বল্‌লে, আর কে বল্‌বে ?—একেবারে—ক্ষেপে উঠেছে !"

"ওঁদের পরিবারে কে কে আছেন ?"

"কেউ না,—এক বৃদ্ধ মিঃ রায় আর তাঁর আদুরে নাত্‌নীটি।"

"মা নেই ?"

"মা নেই—তাইতো মেয়ে এমন ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে। বাপ অল্প বয়সেই মারা যায়, মাও ছোট মেয়েটিকে রেখে ধর্ম্ম করতে তাঁর পিছু পিছু ছুট্‌লেন—মাগুলো এমনিই হয়—তারপর বুড়ো দাদাই নাত্‌নীর মা বাপ হয়ে এতদিন লালন পালন ক'রে এত বড় ক'রে তুলেছেন।—"

"মিঃ রায়ের সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল, তাঁরা একই

সময় বিলেতে যান। ছেলে বেলা মিঃ রায় আমায় কত কোলে পিটে করেছেন।"

"বল কি! আর ওঁরা এত কাল লাহোরে আছেন, আর আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই!"

"ওঁদের সঙ্গে তো আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক নেই। খুব ছোট বেলায় মিঃ রায়কে আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে দেখেছি।"

"আমাদের পরিচয় পেলে মিঃ রায় তাহ'লে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন। এক দিন বুড়োর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।—কি বল মা, তাতে দোষ কি?"

"না—দোষ কি।—তোর পাঞ্জাবী ঢং তো সেখানে চলবে না।"

"খুব চল্‌বে।—যস্মিন্ দেশে যদাচার।—মা, আমি চল্লুম, মোহিতকে ব'লে আসিগে।"

"কিছু খেয়ে বেরো না।"

"না—না—একেবারে এসে তোমার সঙ্গে বসে খাব।"

৪

পাগড়ীটা বাঁধিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহির হইয়াই দেখি, একখানা খালি এক্কা যাইতেছে। উঠিয়া পড়িলাম। চল্—কলেজ বোর্ডিং।

কলেজের বোর্ডিংয়েই মোহিত থাকে। একা বিদায় দিয়া বোর্ডিংএর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকিলাম। গিয়া দেখি, মোহিত হ্যাট্ কোট্ পরিয়া তৈরী।

"মোহিত বাবু!"

"এস ভাই,—ভাগ্যিস্—আর একটু পরে এলে আর আমার নাগাল পেতে না।"

"নাগাল তো তোমার পাওয়াই ভার। ভদ্রতা রক্ষা আছে, আবার কারুর কারুর মন রাখ্‌তেও যেতে হয়। সে যাক্, আজ একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে কি?"

"সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে।—কার নিমন্ত্রণ? তোমার?"

"না ভাই, আমার নয়, মা'র। তুমি সে দিন ভাল ক'রে খেয়ে আসনি; মা বল্লেন, দই-বড়া ছিল না ব'লে তোমার পেট ভরেনি; আজ তাই দই-বড়ার বিপুল আয়োজন। যাবে তো?"

"সে কি কথা! মা—তোমার মা কি আমার মা নয়?"

"কি জানি ভাই, কিন্তু দেখো, নিমন্ত্রণ রক্ষায় তো মন রক্ষার কোনো গোলযোগ হ'বে না?"

"সেখানে আপনিই গোল বেঁধেছে।—সে তো শুনেছ। পাঞ্জাবী বে' করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে।"

বলিয়াই মোহিত বুকের পকেট হইতে একখানি পত্র

বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। পত্রখানি নারীহস্তের লেখা, কিন্তু পুরুষে ছাঁদ। আমি সকৌতুকে পড়িলাম।—

"প্রিয়তম, তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসা এক, বিবাহ স্বতন্ত্র। আমার দাদামণি একথা বুঝ্‌বেন না। তিনি উৎসাহে আমাদের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইতেছেন। তাঁহার বুঝিবার সময়ও নাই; তা না বুঝুন, তুমি আমি একমত হইয়া যে কাজ করিব, তাহাতেই তিনি সুখী হইবেন, একথা আমি ভাল রকম জানি। সেদিন Inter-marriage সম্বন্ধে আমাদের যে কথা হইয়াছিল, তাহা আমি ভাবিয়া ঠিক্ করিয়াছি যে আমাদের জাতীয় উন্নতির উহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু উপায় বলিয়া তো নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; সেরূপ কাজ না করিলে কি হইবে? তুমি কি বল, যদি তুমি একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে বিবাহ কর, এবং আমি একজন পাঞ্জাবীকে বিবাহ করি, তাহ'লে আমরা অধঃপাতিত এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন দেশকে [illegible]াইতে পারিব কিনা? কি জানি কেন, এ উদ্দেশ্য এত মহৎ হইলেও আমার প্রাণের ভেতর কেমন কষ্ট বোধ হ'চ্ছে! আমরা দু'জনে ব'সে ব'সে কত সুখের ছবি এঁকেছি, কত সুখের স্বপ্ন দেখেছি, সে ছবি মুছে ফেল্‌তে হ'বে! উঃ—ভগবান্ মানবহৃদয়কে এত দুর্ব্বল করেছেন কেন? পুরুষ মানুষদের হৃদয় কি এমনি

দুর্ব্বল? না আমি মেয়েমানুষ ব'লে, আমার এতো যন্ত্রণা হ'চ্ছে? তুমি কি বল? আমার যত কষ্ট হ'চ্ছে, নিশ্চয়ই তোমার তত কষ্ট হ'বে না। আমি জানি যে, তুমি অতি মহৎ, তোমার মত কজন আছে? আমি তোমার হাতেগড়া পুতুল, তুমি আমায় বল দাও, নইলে আমি এ কঠিন কার্য্যে অগ্রসর হতে পারব না—আমি স্বার্থ বলি দিতে পারব না। তোমাকে পাবার যে আকাঙ্ক্ষা, তোমাকে সুখী করবার যে সুখ, তোমাকে ভালবেসে যে আনন্দ, তুমি আমার—একথা মনে করতে যে গর্ব্ব, আমি স্ত্রীলোক তুমি না বল দিলে আমি কেমন ক'রে এসব স্বার্থ বলি দেব? তুমি দাদামণিকে বুঝাইয়ো তোমায় মনে করলে আমার মনে একটা তেজ আসে—জোর আসে। পারব না?—নিশ্চয়ই পারব। যদি আমি তোমার শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে না নিতে পারি, তার মত কাজ না করতে পারি, তাহ'লে আমি তোমার ছাত্রী হবার যোগ্যা নই—স্ত্রী হবার তো নইই। আমার খালি একটা ভয় আছে, পাছে পাঞ্জাবী স্ত্রী তোমায় সুখী করতে না পারে। তা পারবে—পারবে—আমার মন বল্‌ছে—পারবে। তুমি অতি অল্পে তুষ্ট, তোমায় সন্তুষ্ট করা বেশী কথা নয়, নইলে আমি তোমার স্ত্রী হবার স্পর্দ্ধা করেছি কি করে? এস আমরা দুজনে স্বদেশের কল্যাণের মন্দিরে আপনাদের বলি দি।

তা'তে তোমার মঙ্গল হবে—সত্য মঙ্গল হবে। আমি স্থির, এখন তুমিও আমায় টলাতে পারবে না। ইতি—"

আমার চিঠিপড়া শেষ হইতে না হইতেই বাহিরে "মোহিত বাবু আছ," বলিয়া কে ডাকিল। মোহিত উক্ত ডাকে একেবারে চমকিয়া উঠিয়া শশব্যস্তে আমার কানে "মিঃ রায়" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

"এই যে আসুন, আমি এখনই যাচ্ছিলুম, আপনি কেন কষ্ট করে এলেন ?—আপনার যেমন কাণ্ড!"

"আর কাণ্ড!—দাদা, না এসে করি কি ? যে ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছ, স্থির থাকৃতে পারৃছি কই ?"

বলিতে বলিতেই মোহিতের কাঁধে হাত দিয়া মিঃ রায় ঘরে ঢুকিলেন। পরিধানে সাদা থানের ধুতি, সাদা সার্ট, তার উপর সাদা চাদর র‍্যাপারের মতো করিয়া গায় দেওয়া, পায়ে সাদা ক্যান্‌ভাসের জুতা, হাতে একগাছি আধমোটা সাদা আইভরি রঙ্গের লাঠি। মিঃ রায়ের মুখখানিও তাঁহার পোষাকের মতন সাদা ধব্‌ধবে, তাহার উপর কোথায়ও কুটিলতার ছায়া নাই। কপালখানি প্রশস্ত উচ্চ, একেবারে অর্দ্ধমস্তক পরিবৃত্ত টাকের সঙ্গে মিশিয়াছে। সেই টাকের পশ্চাতে পক্ককেশ, দুধের মতন সাদা, তাহাতেও কালোর ছায়া কোথায়ও নাই। চক্ষু দু'টি বৃহৎ, উজ্জ্বল, উহাদের

কোণে কোণে ক্ষণে ক্ষণে একটু যেন রঙ্গ ও ব্যঙ্গের ভাব লুকোচুরি খেলিতেছে। নাসিকাটি পাতলা লম্বা, তাহার নীচে ঠোঁট দু'খানিও পাতলা, তথা হইতে একটা অতি মধুর ব্যঙ্গের হাস্য যেন তাহাকে কোন মতে চাপিয়া রাখিবার যো নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। ঠাকুরদাদার হৃদয়টি যেমন নির্জঞ্জাল, মুখখানিও তেমনি নির্জঞ্জাল—খর ক্ষৌরচর্চ্চিত।

আমি নমস্কার করিলাম। লাঠিটি আস্তে আস্তে দেয়ালের গায় ঠেস্ দিয়া রাখিয়া দুই হাত জোড় করিয়া বৃদ্ধ আমায় প্রতিনমস্কার করিলেন। তারপর চশমার ফাঁক দিয়া আড়নয়নে আমার মুখে চাহিয়া পরিষ্কার উর্দ্দুমিশ্রিত হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপ্‌কো তবিয়ত্‌ আচ্ছা ?"

মোহিত মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাক্ষাৎ পরিচয় নাই নাকি ? ইনি আমার বন্ধু, মিঃ টি, এস, মুখ্‌রাজ।"

মিঃ রায় একটু যেন বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

"মুখ্‌রাজ!—সেকি ? পাঞ্জাবীদের এমন পদবী আছে নাকি ?"

মোহিত হাসিয়া বলিল,—

"না ঠাকুরদা, এটি ওর স্বকপোলকল্পিত। ইনি আমাদেরই মতো বাঙ্গালী। চলিত কথায় ইঁহার নাম হচ্ছে তারিণীশঙ্কর মুখুজ্জ্যে।"

ঠাকুর-দা বালকের মতো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"মথুজ্জ্যে কিনা মুখ্‌রাজ!—হা—হা—হা—তুমি যে আমার নাত্‌নীটিকেও ছাড়িয়ে উঠ্‌লে দাদা? দেখি, দেখি, তোমার মুখখানি ভাল ক'রে দেখি।"

বলিয়াই বুড়ো আমার কৃষ্ণ শ্মশ্রু ঢাকা চিবুকে হাত দিয়া বুড়ো ঠান্‌দিদির মতো মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন, এবং অঙ্গুলি কয়টির অগ্রভাগ দিয়া একটি চুমো খাইলেন। সে কি আনন্দ! বুড়ো একেবারে ভাবে গদগদ। তারপর আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে তাঁহার বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

এই এক আলিঙ্গনে আমাদের মধ্যে বয়সের তারতম্য একেবারে চলিয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল, বুড়ো যেন সত্য সত্যই আমার ঠাকুরদা। আমি বলিলাম—

"আপনি আমাদের চেনেন না। কিন্তু মা আপনাকে জানেন। মার বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল। আপনারা একসঙ্গে বিলেত যান। আমার দাদামশাইয়ের নাম—গৌরী শঙ্কর বাড়ুয্যে।"

"বটে, বটে—তুমি গৌরীর নাতি! সেই ছোট টুক্‌টুকে লক্ষ্মী মেয়েটি তোমার মা? তুমি ভাগ্যবান্‌ বটে, নইলে অমন

লখ্মি মা পেয়েছ! ছেলে বেলা তাকে কত কোলে করেছি, কত আদর করেছি, তার কত আবদার আমায় সইতে হয়েছে!"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ যেন সেই অতীতের অতল জলে ডুবিয়া গেলেন। সেখানে কত মণিমুক্তা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, কে বলিতে পারে? তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যখন পুনরায় আমার পানে চাহিলেন, দেখিলাম, তাঁহার সেই উজ্জ্বল চোখ দু'টি যেন ঘোলাটে। তিনি নারী-সুলভ অভিমান করিয়া বলিলেন,—

"এই লাহোরে তোমরা আছ, আর আমার সঙ্গে পরিচয় করনি?"

এই এক কথায় বৃদ্ধের হৃদয়খানি যেন আমার চোখের সামনে চিত্রের মত প্রতিভাত হইল। আমারও চোখ দু'টি ভিজিল। বলিলাম,—

"দাদামশাই, মা আজই আপনার কথা বল্‌ছিলেন।" বোধ হয়, একেবারে তাঁহাকে 'দাদা মশায়' বলিয়া ডাকাতেই বুড়ো আনন্দে বিভোর হইয়া আমায় আবার তাঁহার সেই অজস্র স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "বল্‌ছিল— বল্‌ছিল! পাগ্‌লী কি বল্‌ছিল, বলতো, ভায়া! বটে, বটে! আমার কথা বল্‌ছিল! কি বল্‌ছিল, ভায়া, কি বল্‌ছিল?"

"বল্‌ছিলেন, ছেলে বেলা আপনি তাঁকে কত কোলে পিঠে করেছেন"—

মিঃ রায় আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন,—

"আয় শালা, কান ম'লে দি আয়! তুমি একদিনও আমার সঙ্গে দেখা করনি!"

"এই তো সবে আজ বলছিলেন, দাদামশায়!"

"কি বল্‌ছিলেন ভাই, কি বল্‌ছিলেন?"

"বল্‌ছিলেন, আজ আপনার নিমন্ত্রণ আমাদের বাড়ীতে।"

"তোমার মাকে সেই ছোট্টটি দেখেছি, এখন কেমনটি হয়েছে, একবার দেখ্‌তে বড় সাধ হচ্ছে। কিন্তু দাদা, তুমি আগে পরিচয় দিতে পারবে না। আমাকে তিনি এতদিন না দেখেও যদি চিন্‌তে পারেন, তবে আমার বড় আনন্দ হবে। মোহিত আর আমি একসঙ্গে যাব।"

বলিতে বলিতে হঠাৎ যেন সে সরল হাসিতে একটু গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল। মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

"না ভায়া, আমার যাওয়া হবে না।"

মোহিত জিজ্ঞাসা করিল,—

"কেন ঠাকুর দা?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—

নকল পাঞ্জাবী

"ছেলেবেলা যাঁকে সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা দেখেছি, আজ গিয়ে তাঁকে তপস্বিনী দেখব! দেখব, তাঁর মাথায় সিন্দূর নেই, হাত খালি! ভাই, আমার সে সোনার প্রতিমাই ভাল, তপস্বিনী দেখে কাজ নেই!"

বলিতে বলিতে দুইটি বড় বড় ফোঁটা বৃদ্ধের কপোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। আমার কঠোর পাঞ্জাবী বুকটাও গলিল। আমি তাঁর হাত ধরিয়া বলিলাম—

"তা হবে না দাদামশাই, তোমায় যখন পেয়েছি, ছাড়বনা, যেতেই হবে।"

চোখের জলে, হাসিতে মিঃ রায়ের মুখ ভরিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"মোহিত, শোনো শোনো, ছোঁড়া কি বলে, শোন। বলে, ছাড়বনা! তোমার মা, এমনি ক'রে আমার হাত ধ'রে ব'লত 'ছাড়ব না'!"

"কথায় ভুলালে হবে না, দাদামশায়, যেতে হবে। যাবেন বলুন?"

"ভায়া, ছাড়্বনার আবদার যেদিন দাদামশায়ের প্রাণে পৌঁছুবেনা, সে দিন জেনো কোন কথাই আর তাঁর কানেও পৌঁছুবে না। স্নেহের আহ্বানে যেদিন তিনি সাড়া দেবেন না, সে দিন জেনো তাঁর কণ্ঠও নিস্তব্ধ হবে। আর স্নেহের নিমন্ত্রণ

যেদিন রক্ষা কর্‌ব না সে দিন জেনো আর এক জায়গায় নিমন্ত্রণে এ হাটের দোকানপাট সব তুলতে হবে। যাব বই কি, ভাই!"

তারপর মোহিতকে বলিলেন,—

"এখন যে জন্য এত তাড়াতাড়ি এসেছি, বলি—"

"এখন বলবার আগে এই চিঠিখানি একবার পড়ুন।"

বলিয়া মোহিত ঠাকুরদার হাতে তাঁহার নাত্‌নীর লেখা চিঠিখানি দিলেন।

চিঠি পড়িয়া ঠাকুরদা মোহিতের দিকে ফিরিয়া একটু গাম্ভীর্য্যের সহিত হাসিয়া বলিলেন—

"এতো জানি। এ হাঙ্গাম তো তুমিই বাঁধিয়েছ।" তার-পর আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভায়া, সব জানেন কি?"

আমি একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলাম—

"আজ্ঞে, এই কিছু কিছু।"

ঠাকুরদা বলিলেন—

"বোঝার উপর শাকের আঁটি! কিছু কিছুর উপর আমি আরো কিছু চাপিয়ে দি। আমার একটি নাত্‌নী আছেন, তার মা বাপ নেই। সে আমার বড় আদরের। তারও ঐ

এক আবদার,—দাও, নইলে ছাড়্‌ব না। যদি আমার তেমন বয়স থাক্‌তো, দাদা, আমি তাকে ছাড়্‌তুম না—পরের হাতে দিতুম না।"

মোহিত বলিল,—

"ঠাকুরদা, আমায় কি পর ভাবেন নাকি?"

"আমি তো ভাবিনি ভাই, আপনার বলেই ভাবি, আরোও আপনার করবার ফিকিরে ছিলুম, কিন্তু তুমিই যে হাঙ্গাম বাঁধিয়ে পর হয়ে যাচ্ছ।"

আমি বলিলাম—

"ঠাকুরদা, ও সব হেঁয়ালির কথা রাখুন এখন। ব্যাপার-খানা কি বলুন দেখি?"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার কি মত জানিনি ভাই, কিন্তু আমার মত, দাদা, তাদের ভাল রকম শিক্ষিত করা। এদিক্‌কার পড়াশুনা একরকম শেষ করিয়ে ফিলজফি শেখাবার জন্যে নাত্‌নীটিকে মোহিত ভায়ার হাতে দিলুম। ফিলজফি আমার বড়ই ভাল লাগে। বোধ করি, আমার নাত্‌নীটিরও খুব ভাল লেগে থাক্‌বে। নইলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককেও ভাল লাগবে কেন?"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—

"তবে আপনার নাত্নীর এইরূপ চিঠি লেখবার মানে ঠাকুর দা ?"

"মানে তো ভাই, ওরি ভেতরে প্রকাশ। তার মনে কোনো কোরকাপ্ নেই। চিঠিতে যা লিখেছে মনেও তাই, নাত্নীটি আমার চিরকালই একটা না একটা খেয়াল, আব্-দার নিয়ে আছেই। সে বার রেস্ (Race) দেখ্তে গেলুম ; ধরে বস্‌ল,—সেও জকি (Jockey) হয়ে রেস্ খেলবে। ঘোড়ায় চড়্তে অবশ্য শিখেছে, কিন্তু এই জকি-বাই বাধা দিতে আমার চুলে আরও একটু রং ধরে গিয়েছে। এখন যে ফ্যাসাদে ফেলেছেন, সেটা কাটিয়ে উঠ্তে পারলে হয়।"

আমি বলিলাম,—

"সে বার তো রেস্ দেখে জকি-বাই উঠল, এবার পাঞ্জাবী-বাই উঠ্লো কি থেকে ?"

ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন,—

"সেটা দাদা, ভায়াকেই জিজ্ঞাসা কর।"

মোহিত বলিল,—

"একদিন কথায় কথায় কথা ওঠে, Natural selection সম্বন্ধে। তাই থেকে inter-marriage question উঠ্লো। আমায় জিজ্ঞাসা কল্লে Intermarriage এর কি ফল। আমি বলিলাম, জাতীয় উন্নতি—নৈতিক, মানসিক সব সম্বন্ধে।

শুনে আর কোনো কথা কইলে না, গুম্ হ'য়ে বসে বসে ভাবতে লাগল।"

ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন—

"আর শ্রীমানেরও কপাল ভাঙ্গিল।—ভায়া তো আমার নাত্‌নীকে ক্ষেপিয়ে চলে এলেন। আমি বেড়িয়ে বাংলায় ফিরে গিয়ে দেখি, চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌ছি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিরে তোর হ'ল কি?' নাত্‌নী বল্লে,—'Intermarriage'. জিজ্ঞাসা করলুম, 'কার সঙ্গে?' সে আর কিছু বল্‌লে না। মনে করলুম, পড়তে পড়তে বা অম্‌নি কি একটা ভাব্‌ছে। আমি খেতে বাড়ীর ভেতর গেলুম। ও রোজ আমায় বসে খাওয়ায়। সে দিন—ও আর আমার কাছে গেল না, আমারও খাওয়াটা ভাল হ'ল না। ফিরে বাইরে এসে দেখি, বাগানের সাম্‌নে বারান্দায় অন্ধকারে চেয়ারে ঠায় বসে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—শুবিনি? বল্‌লে, 'দাদা, তুমি শোওগে, আমার দেরী আছে।' আমি ওকে চিরকালই জানি—হাবড়হাটি কতকগুলো কি ভাব্‌ছে। জিজ্ঞেস্ করলুম, 'কিরে Intermarriage ভাবছিস্ না কি?' একটু চম্‌কে উঠ্‌লো, বল্‌লে 'হাঁ, দাদা। আমি আজই একটা ঠিক্ না ক'রে শোব না।—তুমি শোওগে, বুড়ো মানুষ কেন কষ্ট পাবে?" আমি বলিলাম, তোর হয়েছে কি?"

"আমার যা হয়েছে, তা তুমি বুঝ্‌তে পারবে না। তুমি শোওগে, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

"আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে তো শুতে পাঠিয়ে দিলে। রাত দুপুরে ভায়া, ঘুম ভেঙ্গে দেখি, যে আমাদের সাম্‌নের বারাণ্ডাটায় যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। ভয় হ'ল যে, বুঝি জকি-বাই এখনও মেটেনি। তাই আপনা আপনি ঘোড়দৌড় হচ্ছে। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলুম—'কি, ব্যাপারখানা কি, বল দেখি?'

বল্‌লে,—

'দাদা, মোহিত বাবুর সঙ্গে তুমি সব ঠিক ঠাক করেছ, কিন্তু আমি মোহিত বাবুকে বে করতে পারব না।'

সত্যিই আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

বলিলাম,—

'সে কিরে, দিন ঠিক্ হয়েছে, আমি নিমন্ত্রণ-কার্ড ছাপ্‌তে দিয়েছি যে।'

বল্‌লে,—

'বেশতো, ঐ দিনই আমার বিয়ে দিয়ো।—কিন্তু একজন পাঞ্জাবীর সঙ্গে।'

সেই ঘোর রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ! ভায়া নাতনীটির

মাথার ভিতর থেকে পাঞ্জাবীটা যেন হুহুঙ্কার করে বেরিয়ে এলো! আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—

'পাঞ্জাবী কি রে? পাঞ্জাবী বিয়ে করবি কেন?'

বল্লে,—

'দাদা, আমাদের বাঙ্গালী জাতটা বড় অধম হ'য়ে পড়েছে—এটা মান তো?'

আমি আর কি করি, বল্লুম,—

'হুঁ সুধু অধম? অধম ধমাধম্ সব। তা দিদি, সেটাতো অনেক দিনের জানা কথা, তার জন্যে রাত্রে বারাণ্ডায় এত ছুটাছুটী করতে হবে কেন? আমি খুব মানি।'

'বাস্, তা হ'লে আর কি,—সবই তো বুঝেছ।'

আমি বলিলাম,—

'ছাই বুঝেছি। তোর কথা গুলো সব খুলে বল্।'

নাত্‌নী বল্লে,—

'আমিই বা ছাই আর কি বেশী বুঝেছি। মোহিত বাবু আমায় যেটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেইটুকুই বুঝেছি।

ভাল, সেই ছাইটাই কি বুঝেছ দিদি শুনি?"

বল্লে, 'বুঝেছি যে, পতিত জাতির শারীরিক ও মানসিক উন্নতি করতে গেলে প্রথম দরকার intermarriage. আমি ঠিক করেছি দাদা, আমি একটি পাঞ্জাবী বে

করব, আর মোহিত বাবুর সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী মেয়ের বে দেব।'

আমি বল্লুম,—

'যা করবি, যা দিবি, কাল সকালে যা হয় হবে, এখন তো ঘুমুবি চল।'

'না দাদা, যতক্ষণ না পাঞ্জাবী বিয়ে কর্‌ছি, ততক্ষণ ঘুম হবে না।'

'কি সর্ব্বনাশ! দিদি, আজ ঘুমুবি চল্, আমি তিন দিনের ভেতর তোকে বেড়ে দেড়ে ধেড়ে পাঞ্জাবী বর এনে দেব। কি করি, প্রতিজ্ঞা করলুম, কিন্তু বল্লুম যে, পাঞ্জাবী পাত্র এনে দেব, গ'ড়ে পিঠে ঠিক্‌ঠাক্ করে নেওয়া তোমার হাত।'

তা'তে নাত্‌নী বল্লে,—

'শুধু পাঞ্জাবী পাত্র হ'লে চল্‌বে না, একটি পাত্রীও চাই, মোহিত বাবুর নইলে উপায় কি হবে?—আমরা দুই জনেই জাতীয় উন্নতির আদর্শ হব।'

আমি কি করি, তখন তারই গোড়ে গোড় দিলুম। খুব উৎসাহিত হয়ে বল্লুম,—

'হাঁ—হাঁ—পাঞ্জাবী নইলে কি আর বিয়ে? আমি সব যোগাড় করব।'

নাত্‌নী বল্‌লে,—

'দাদা, বড় ঘুম পেয়েছে, শোবে চল।'

এই পর্য্যন্ত তো, ভায়া, হয়ে আছে, এখন উপায় কি করি, বল?

আমি বলিলাম,—

"উপায় তো অম্‌নি হাল্‌ফিল্‌ ঠাওরানো যায় না, জানেন তো ইংরেজদের বড় বড় Question ডিনারএ (dinner) সেটেল্‌ (settle) হয়। সন্ধ্যার পর যা হয় একটা ঠিক্‌ করা যাবে। তখন মাও থাক্‌বেন।"

ঠাকুর-দা এবং মোহিত, আমার প্রস্তাবে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "বহুত আচ্ছা।"

৫

বাড়ী ফিরিতে আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে। আসিয়াই দেখি, মা উদ্বিগ্ন হইয়া পথের পানে চাহিয়া আছেন। আমি বাড়ী ঢুকিয়াই মাকে বলিলাম,—

"মা, মা, আমি আজ একটি সোনার খনি পেয়েছি।"

মা আমার এই হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন,—কি একটা কাণ্ড হইয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—

"সোনার খনি আবার তুই কোথায় পেলি ?"

"মোহিতের ঘরে।"

মা হাসিয়া বলিলেন,—

"সোনার খনি পাবার যায়গাই বটে! কথাটা খুলে বল্।—একে বেলা হয়েছে, তোর খাওয়া দাওয়া হয়নি, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি,—সোনার খনি আবার কিরে ?"

"দাদা মশাই গো,—দাদা মশাই !"

মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—

"কে দাদা মশাই রে ?"

"তোমার এক বাপ—ছেলেবেলা যার কোলে পিঠে উঠেছ, বল্‌ছিলে।"

"ওঃ—মিঃ রায়!—তাই ভাল,—তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?"

"আ—লা—প ?—মা, অমন মানুষ কি হয়! তোমার নাম শুনে আর সেই সব ছেলেবেলাকার কথা মনে ক'রে বুড়োর চোখ্ ছল ছল করতে লাগল। আমাকে কচি ছেলেটির মতো তার বুকের উপর টেনে নিলে।"

"তুই তাঁকে আজ নিমন্ত্রণ ক'রে এলি নি কেন ?—সেই ছোট বেলায় দেখেছি, এখন দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়!"

"কেন, তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাব কেন ?—খামকা!"

"তোর মতি গতি ধরণ ধারণ আমি বুঝতে পারি নে।— এই সোনার খনি, হীরের খনি, কত কি বল্‌লি, আর খাওয়ার বেলায় বুঝি সে কেউ নয়?—এখন খা দা, বিকেল বেলা গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে আসিস্। তোকে অত ক'রে আদর করেছে!—"

"কি হিংসুটে মা তুমি! আমাকে কখন কি একটু আদর করেছে, অমনি তোমার মনে বিষ হয়েছে; আর তুমি যে ছেলেবেলা তাঁর অত আদর খেয়েছ, আব্‌দার ক'রে হাত ধরতে আর ব'লতে—'ছাড়ব না'!—দেখ মা, বুড়ো যখন তোমার কথা বল্‌তে লাগল, আমার মনে সত্যি মা একটু বিষ হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি ঐ বুড়ো হতুম, আর আমার ছোট্ট মা-টি অমনি ক'রে আব্‌দার কর্‌তো—ছাড়ব না!"

আমি বেশ দেখ্‌লুম, মা'র চোখ দুটি একটু চকচকে হ'য়ে উঠ্‌লো, কিন্তু মনের ভাব চেপে বল্‌লেন,—

"নে—নে—শীগ্‌গীর খেয়ে নে। তার পর তাঁকে গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"তোমার পূজো সারা হয়েছে?"

মা বলিলেন,—

"না। একটু জপ বাকী আছে।"

"তবে তাড়াতাড়ি উঠেছ কেন?"

"তোর আস্‌তে দেরী হচ্ছে ব'লে স্থির হ'য়ে জপ করতে পারলুম না।"

মায়ের এক ছেলে হওয়া কি বিপদ! ছেলের দ্বারা এঁদের ধর্ম্ম কর্ম্মেও বিঘ্ন হয়। ছেলেই ইষ্টি, ইহকাল পরকাল—সব। আমি বলিলাম,—

"তা হবে না, তুমি জপ সেরে নাও। আমি যা বলেছি, তা করব—তোমার সঙ্গে ব'সে খাব।"

মা বলিলেন,—

"ওমা! সে কি হয়! আমার এখন কত দেরী হবে। খাবি, দাবি, একটু জিরুবি তো, তা হ'লে তুই কখন্ তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাবি?"

আমি বলিলাম,—

"মা, নিমন্ত্রণ তাঁকে আমি ক'রে এসেছি।"

তার পর মা'র জপ সারা হইল, আমরা দুজনে আহারে বসিয়া গেলাম। বুড়ো ছেলে মায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতেছে—এটা বাঙ্গালার দৃশ্য, না পাঞ্জাবের দৃশ্য, না সমগ্র পৃথিবীর দৃশ্য—কি করিয়া বলিব? আমি প্রবাসী, আমার কথা আলাহিদা, আমি সকল নিয়মের বাহিরে।

খাইতে খাইতে মাকে বলিলাম,—

"মা, একটা বড় অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি।"

শুনিয়া মার হাতের গ্রাস হাতে রইল, আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—

"কি করেছিস্? কোথায়ও মারামারি করেছিস্ না কি?"

"না মা, না—সে ভয় নেই। আমি পথে বেরুলেই তুমি বুঝি ভাব, আমি মারামারি করি।"

"তা বাছা, সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার মনে একটু ভয় আছে বৈ কি, তোমার ছেলেমানুষী স্বভাবটি তো এখনো যায় নি? আমার সঙ্গেই কত খুনসুড়ি কর!—কি করেছিস্, বল দেখি?"

"সে ক'রে ফেলেছি, আর তোমায় ব'লে কি হবে?"

"না—না—বল্, বল্—নইলে আমার ভাল খাওয়া হবে না।"

"দাদা মশাই তাঁর কথা তোমায় আগে বল্‌তে বারণ ক'রেছিলেন। এত দিন না দেখেও তুমি তাঁকে চিন্‌তে পার কি না।"

মা ফোঁস্ ক'রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলিলেন,—

"বাছা, সে মুখ কি ভোলবার? আমার বাবার মুখের সঙ্গে সে মুখ যে মনে গাঁথা হ'য়ে আছে। লক্ষ লোকের মাঝ-

খানে থাক্‌লেও আমি তাঁকে চিন্‌তে পারতুম।—তা তুই বল্‌লি কেন?"

"বেশ, তুমিই যে কথায় কথায় আমার পেটের কথা সব বের ক'রে নিলে!"

"শোনো, ছেলের কথা! আপনি ছুটে এসে বল্‌লেন—সোনার খনি, হীরের খনি—কত কি!"

"তা মা, আমি তোমার কাছে কোনো কথা লুকুতে পারি না। আচ্ছা, পারি না কেন মা?"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"বাছা, কেন তা জানি নি, কিন্তু আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার এমনি শিশুর মতো সরল মনটি বরাবর থাকে।"

"কেন মা, না থাক্‌বে কেন?"

মা একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

"যখন বে করবি, তখন কি আমি পর হব না?"

"মা, যদি তোমায় পর করতে হয়, এমন বিয়ে আমি করব না।"

তার পর কথায় কথায় দাদামহাশয়ের নাত্‌নীর কথা, তার পাঞ্জাবী বর-বাই, মোহিতের মনভঙ্গ—ইত্যাদি সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তার পর মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"মা, তোমার বউ এসে যদি এমনি পাঞ্জাবী বে করবার জন্মে ক্ষেপে ওঠে ?"

মা হাসিয়া বলিলেন,—

"দূর মূর্খ !—হাঁ রে, মোহিতের খুব দুঃখ হয়েছে, না ?"

"তা হবে না, মা ?"

মা বলিলেন,—

"কেন, কিসের দুঃখ ? মেয়ে যা ধরবে তাই ? এখন যদি ধ'রে বসে, একটা ভূত বে করবে, তাই অমনি ভূত এনে দিতে হবে না কি ?"

"হুঃ—তুমি তো জাননা মা, সে কি রকম আব্দেরে এক্ গুঁয়ে মেয়ে ! তার এক একটা বাই নিবৃত্তি করতে দাদা-মশাইয়ের মাথায় এক পোঁচ ক'রে কলি ফেরে।"

মা হাসিয়া বলিলেন,—

"সে আবার কি ?"

"পাকা চুলে আরো পাকা রং ধরে গো।"

"আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে. আগে তোর দাদা মশাই খেতে আসুন।"

আমি বুঝিলাম, মোহিত সৌভাগ্যবান্। আমার মায়ের সহানুভূতি সে পাইয়াছে।

৬

"মুখ্‌রাজ!"

মা তখন খাবারের আয়োজন করিতেছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলাম। এমন সময় বাহির বাটী হইতে ডাক আসিল,—"মুখ্‌রাজ!"

এই নামে আমাকে অনেকে ডাকে, কিন্তু এ ডাক শুনিয়া মা যেন একটু সচকিত হইয়া উঠিলেন, স্বর যেন দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কে বল দেখি?"

মা একটু হাসিলেন। সে হাসিটি যেন চোখের জলে একটু সরস। মায়ের গলাটাও একটু ভিজা ভিজা। বলিলেন, "ও গলা কি ভোলবার! কতদিন আগে ঐ স্বর আমার বাপের বাড়ীর দরজায় আসিয়া আগে 'মা' বলিয়া ডাকিত, সে-ও এমনি স্নেহমাখা। তুই আর দেরী করিস্‌নে, যা, ঠাঁই ঠুঁই করি, তুই তোর দাদামশাইকে ও মোহিতকে ডেকে নিয়ে আয়।"

আমি ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই ঠাকুরদা বলিলেন,—

"কি হে! কোন উত্তর দিলেনা, মনে করেছিলে বুঝি

বুড়ো ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে চলে যাবে? এ তেমন পাত্তোর পাওনি।—যাক্, আমার কথা সব বলেছ নাকি?—এঁ্যা—সব মাটি ক'রে দিয়েছ! আমি রাস্তায় কত কথা মনে করতে করতে আস্‌ছি—"

আমি বলিলাম,—

"ঠাকুরদা, আপনাকে কিন্তু ঠাকুরদা বল্‌তে আমার ইচ্ছে করে না।"

"কেন বল দেখি?"

"ঠাকুরদা বল্‌তে মনে হয় যেন সেই তেরকেলে বুড়োটি! সত্যযুগের না হোক, অন্ততঃ ত্রেতার বটে!"

"ওরে শালা! আমি কি কাল্‌কের খোকাটি না কি?"

"তা হোক, ঠাকুরদা, তোমার কথা মাকে ব'লেছি বটে। মার কাছে আমি কিছুই লুকুতে পারি না। বলায় কিন্তু কোনো লোকসান হয়নি, ঠাকুরদা। মা তোমার আওয়াজ শুনেই চকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন,—'ও গলা কি ভোল্‌বার!"

"বটে বটে! চল্—শীগ্‌গীর চল্।"

"দাঁড়াও ঠাকুরদা, ঠাঁই হয়েছে কিনা দেখে আসি।"

"শালা, তুই তো কাল এসেছিস্! আমি এসেছি তোর অনেক আগে। আমার মাকে আমি জানিনে, তুই আমায় চিনিয়ে দিবি? মায়ের কাছে আমার ঠাঁই সব সময় পাতা!"

কথা কহিতে কহিতে আমরা বাড়ীর ভিতর আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, মা ঠাঁই করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুরদা ঘরে ঢুকিবামাত্রই মা গলায় আঁচল দিয়া তাঁর পায়ের ধূলিগ্রহণ করিলেন। ঠাকুরদা মার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন,—

"তুমি কেমন মা!—আমি যে পথে পথে মা মা করে কেঁদে বেড়াচ্ছি, তা একবার মনে কর্‌তে নেই?"

মা মৃদু মৃদু হাসিয়া ঠাকুরদাকে বলিলেন,—

"বসুন—মোহিত, বস—খোকা!—"

"দেখেছেন ঠাকুরদা, মায়ের আক্কেল,—আমি এখনো খোকা।"

মোহিত হাসিল, মা হাসিলেন, কেবল ঠাকুরদা না হাসিয়া বলিলেন,—

"ভায়া এত তাড়া কচ্ছ কেন? বড় তো হবেই। যতদিন খোকা হ'য়ে মায়ের কাছে আব্‌দারের দাবীটা রাখ্‌তে পার, ততদিন ভাল নয় কি? আমার যদি মা থাক্‌তেন, আর এই বয়সে আমায় খোকা ব'লে ডাক্‌তেন, লোকে হাস্‌তো বটে, কিন্তু আমি গিয়ে মায়ের আঁচল ধরতুম!—শালা! ও তো বল্‌লে, খোকা; আমি যে বল্‌ব, আমার খুকীর খোকা! ভায়া, মাকে এখন থেকে বিশেষ করে

আগ্লাও। আমি যখন এসেছি, মা নিয়ে দুজনে ঝগড়া হবে।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু মায়ের মুখে দেখিলাম, কি অপূর্ব্ব শ্রী! উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহে তাঁহার মুখমণ্ডল যেন পদ্মের মতন ফুটে উঠেছে! মা হাসিয়া—সে হাসি কি মধুর!—বলিলেন,—

"বাবা, খোকার সঙ্গে তোমার মা নিয়ে ঝগড়া আমি বেঁচে থাক্তে তো আর মিট্বে না! এখন খাবার জুড়িয়ে যায়, খেতে বস।"

আমরা আহারে বসিয়া গেলাম। মা পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

আহার করিতে করিতে ঠাকুরদা বলিলেন—

"মা, তুমি বোধ হয় সব কথা শুনেছ!—আর যে কয়টা দিন আছে, কোনো রকমে কাটিয়ে দেব—ভেবেছিলুম, কিন্তু ভগবান্ দেখ্ছি, কিছুতেই ছাড়ছেন না। লোকে দেখ্ছে—হাস্ছি, খেল্ছি, বেশ সুখে আছি!—মা, নাম যশ অর্থ মানুষ যা পায়, সবই পেয়েছি। মানুষ না বুঝে চায়, পেয়ে কিন্তু পরে হায় হায় করে! যখন মা, চেয়েছিলুম, তখন বুঝতে পারিনি যে, চেয়েছি কতগুলি জঞ্জাল। যে ভার বয়সে হেলায় ব'য়ে নিয়ে বেড়াতুম, এখন সে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তুমিই বল দেখি, মা, আর কি এ বয়সে সংসারের বোঝা ব'য়ে বেড়াতে পারি? ভগবান্ সব বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়েছেন, একটি মাত্র রেখেছেন, এ বন্ধনটি এখন আর কারুর গলায় বেঁধে দিতে পারলে, আমি কর্ত্তব্য দায় থেকে নিষ্কৃতি পাই। সব ঠিকঠাক হয়েওছিল, কিন্তু আমার কপাল দোষে সব ওলট্-পালট্ হ'য়ে গেল। কেবল কপালের উপর সব দোষ চাপিয়ে ঠিক্ খালাস হ'তে পারছি কই? মনে হয়, আমিও অনেক ভুল ক'রেছি, একেবারে নির্দ্দোষী নই।"

মা বলিলেন,—

"বাবা, ভুল ভ্রান্তি সবারই হয়। কেবল হায় হায় ক'রলে তো আর তার উপায় হবে না? ভুল হয়েছে যখন বুঝেছেন, এখনো দিন আছে, এখনো উপায় হ'তে পারে শোধ্রাবার।"

ঠাকুরদা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "উপায় যে কি হ'তে পারে, এখনো তো ঠিক করতে পারিনি, মা!"

মা বলিলেন,—

"এমন কিছুই নেই, আর উপায় হয় না। এখন আমার এই দশা হ'ল, খোকা কচি ছেলে। কি হবে, কেমন ক'রে মানুষ ক'রে তুলব ভেবে আকুল হ'য়েছিলুম। খাবার পরবার

ভাবনা ছিল না, অবিশ্যি সে একটা প্রধান ভরসা, কিন্তু সেই ভরসাই আমার ভয়ের কারণ হ'ল। কে ঠকিয়ে নেবে, টাকার জন্যে কত লোক শত্রু হবে—কত যে ভেবেছি, তা তো তুমি বুঝতে পাচ্ছ। কিন্তু বাবা, দেখ, জগদম্বার কৃপায় খোকাকে তো এক রকম মানুষ ক'রে তুলেছি।"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"শুধু মানুষ কেন মা, মানুষের মতো মানুষ করেছ।"

মা বলিলেন,—

"বাবা তুমি জ্ঞানী, অনেক দেখেছ, আমি আর তোমাকে কি বলব! একটা বিপদ এলেই মানুষ আঁকু পাঁকু ক'রে হাল ছেড়ে দেয়।—"

ঠিক্ সেই সময়ে মোহিতের দইয়ের বড়ার পাত্রও প্রায় শূন্য হইল। একটি মাত্র ছিল, মোহিত সেটি নিয়ে নাড়া চাড়া করছে। আমি বলিলাম,—

"মোহিত, একেবারে হাল ছাড়তে হবে না। আমার মায়ের ভাণ্ডার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ফুরোবার নয়।"

মা 'তাই তো, তাই তো' বলে আবার পাত্র পূর্ণ করিয়া মোহিতকে বড়া দিলেন, ঠাকুরদাকেও দিলেন, কিন্তু আমাকে দিলেন না।

"মা!"

বলিতে না বলিতেই মা বলিলেন, "তুই আর থাম্‌নে, অসুখ করবে।" ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন,—

"ভায়া, তোমার কাছে হার মানলুম। হাঁ মা, খোকার অসুখ করবে, আর আমাদের শরীরগুলো বুঝি মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়নি! এগুলোর আর বুঝি সুখ অসুখ নেই।— তা যাক্ এখন তোমার কথায় মা, আমার ভরসা হচ্ছে। কি উপায় করি, বল দেখি?—হাঁ হে মোহিত, তুমি কিছু ঠাও-রিয়েছ? না তুমি খালি গোল বাঁধিয়ে নিশ্চিন্ত, তার পর যা পারে, বুড়ো শালা করুক, আর মরুক।"

মোহিত বলিল,—

"এর আর উপায় কি ঠাওরাব, ঠাকুরদা, তার যদি এতই মন হ'য়ে থাকে, পাঞ্জাবী বিয়ে করবে, তা'তে আমার বাধা দেবার দরকার কি?"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"হা কপাল! 'মন হ'য়ে থাকে'—মন হ'লে ত বুঝতুম? এ যে খেয়াল! মন তো মোহিত; কিন্তু এতো তা নয়, এ যে দেশের হিত! তিনি নিঃস্বার্থ হ'য়ে দেশের হিতে আপনাকে বলি দিচ্ছেন। তুমি নিঃস্বার্থ হ'য়ে তার সহিত আপনাকে বলি দিচ্ছো—তোমরা যে সকলেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে! একটা কিছু বিহিত কর।"

মোহিত বলিল,—

"তা কি করব ঠাকুরদা, ছেলেবেলা থেকে কখন কোনো ইচ্ছায় কোনো বাধা তো পায়নি? এখন বড় হয়েছে।"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"শুন্‌ছ মা, ঢিলটা কোন্‌দিকে আস্‌ছে, বুঝতে পাচ্ছ?"

মা হাসিয়া বলিলেন,—

"তা পাচ্ছি, বাবা, কিন্তু ও ছেলেমানুষ, ও আর কি বিহিত করবে?"

ঠাকুরদা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—

"তা বটে মা, তা বটে! কিন্তু মা, আন্তর্জাতিক বিবাহের কথাটা তার কাছে না তুল্‌লে আর এত অন্তর্যাতনাটা তো হতো না? সে থাক, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি কি ঠাওরাও?"

মা বলিলেন,—

"বাবা, তোমায় আমি কি পরামর্শ দেব? তবে ছেলে যখন আগুন নিয়ে খেলা করবার জন্যে পাগল হয়, তখন তার হাতটা ধ'রে আগুনের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বুলিয়ে দিতে হয় যে, তার তাত্‌ কত!"

মায়ের কথার মর্ম্ম আমি বুঝিলাম।

"ঠাকুরদা, হয়েছে! মা বল্‌ছেন যে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়ের মিল হতে পারে না—এইটে আপনার নাত্‌নীকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে। পাঞ্জাবীদের আচার ব্যবহার ধরণ ধারণের সঙ্গে আমরা ঠিক মিশ খেতে পারব না। এইটে যদি আপনার নাত্‌নী বুঝ্‌তে পারে তা হলে আর এ বাই থাক্‌বে না।"

ঠাকুরদা টাকে বামহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

"উপায় তো বল্‌লে ভায়া, কিন্তু জোট্‌পাট্‌ সব হয় কেমন ক'রে?"

আমি চিরদিনই কৌতুকপ্রিয়, আমার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা মতলব গজাইয়া উঠিল। বলিলাম,—

"ঠাকুরদা, আমার একটি বন্ধু আছেন,—খাস পাঞ্জাবী, একেবারে আহেলা বিলাত, আপনাদের বাঙ্গালায় যাকে বলে 'পাড়াগেঁয়ে ভূত'। সেই পাড়াগেঁয়ে পাঞ্জাবী ভূতটির শরণাপন্ন হতে হবে।"

ঠাকুরদা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন,—

"তার পর? বলে যাও।"

"তার পর আর কি, ঠাকুরদা, তাকে দেখ্‌লে, পাঞ্জাবী বিয়ে তো দূরের কথা, আপনার নাত্‌নী একেবারে পাঞ্জাব থেকে ছুটে পালাবেন।"

মোহিতের মুখে চাহিয়া দেখিলাম, একটু আতঙ্কের ছায়া। তার কানে কানে বলিলাম,—

"ভয় নাই, ভায়া! সে খুব বিশ্বাসী, আমায় যদি বিশ্বাস করতে পার তো তাকেও পার।"

ঠাকুরদার মুখে চাহিলাম, দেখিলাম তাঁর চক্ষে এবং অধরে সেই রঙ্গ এবং রহস্যের হাসিটি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—

"আচ্ছা ভায়া! এ অকূল পাথারে তুমিই কাণ্ডারী।"

আমি বলিলাম,—

"স্বীকার। জাহাজ আমি ঠিক চালাব, কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। সেই পাঞ্জাবীকে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব, আপনি প্রস্তুত থাকবেন, আপনার নাত্‌নীর সঙ্গে পাঞ্জাবী ফ্যাসানে কোর্টশিপ হবে। আপনার নাত্‌নীকে প্রস্তুত করে রাখ্‌বেন।"

ঠাকুরদা উৎসুক হইয়া বলিলেন,—

"কবে ভায়া, কবে?"

আমি বলিলাম,—

"পরশু।—মোহিত্ত থাক্‌বে কি?"

ঠাকুরদা মোহিতের মুখ নড়িবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন,—

"নিশ্চয়! যে জোট পাকিয়েছে, তাকেই তো খুলতে হবে!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"ঠাকুরদা, আমার বন্ধুকে তো পাঠাব, কিন্তু আপনার নাত্‌নীর সম্বন্ধে একটু হ'দিস্ তাঁকে না দিয়ে দিলে হবে কেন?—আচ্ছা, এমনটা হ'ল কেমন ক'রে?"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"ভায়া, শোনো, আগাগোড়া সব বলি।—ছেলে পাঞ্জাবে চাকরী করতো। আমার স্ত্রী মারা গেল, চাকরী থেকে অবসর নিলুম। আমার নিতান্ত নিরুপায় নিঃসহায় অবস্থা দেখে ছেলে জেদ্ ক'রে পাঞ্জাবে আন্‌লে। আজ প্রায় বিশ বছরের কথা। বৌমার যত্ন আমি কখনো ভুলব না। আমার কন্যাসন্তান নাই, সে আমার সে অভাব পূরণ করেছিল; কিন্তু সুখ আমার অদৃষ্টে সয় না! এই যে আমি এত স্ফূর্ত্তিতে থাকি, দেখছ, সেটা কেবল জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি ব'লে। আমার এ স্ফূর্ত্তি দুঃখের সঙ্গে ঝগড়া। দুঃখ যত আমার বুক চেপে ধরে, আমি এই স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা উড়িয়ে ভাসিয়ে দিই। বৌমার কাছে পাঞ্জাবে এসে দিনকতক বেশ রইলুম। আমার ছেলের চেয়েও বৌমা আমায় বেশী স্নেহ করতেন। কিন্তু তোমায় ব'লেছি তো, সুখ আমার সয় না।

বছর দুই বেশ কাটল, তার পর ছেলেটিকে একদিন হারালুম। বৌমা তখন আসন্নপ্রসবা; বোধ হয় গুরু শোকে সময়ের পূর্ব্বে একটি কন্যাসন্তান হলো। তিনি সেটিকে আমার কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চোখ্ বুজলেন। তার পর যে কষ্টে পাঞ্জাবী দাই রেখে নাত্নীকে মানুষ করেছি, সে আর তোমায় কি বলব! পাঞ্জাবীর মাই দুধ খেয়ে নাত্নীটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হতে লাগল, আর স্বভাবটা হ'লো পুরুষ মানুষের মতো তেজী। একে এই, তারপর পুরুষ মানুষের সাহচর্য্য, পালন! অন্য মেয়ে যখন পুতুল খেলা করে, এ তখন মার্ব্বেল খেলে, লাটিম ঘুরোয়। আমিই একমাত্র সঙ্গী, মেয়েলি অভ্যাস হবে কোথা থেকে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ঘুড়ি লাটাই, ব্যাট্বল হলো। তারপর ঘোড়ায় চড়তে শিখ্তে চাইলে, শেখালুম। মাষ্টার রেখে দিলুম, মেয়েটার যেমন সাহস তেম্নি বুদ্ধি, তর্ তর্ ক'রে শিখ্তে লাগল। আবার ভগবানের এমনি মার, যতই বড় হতে লাগল চোখ্ দুটো হ'ল বাপের মতো, গলার স্বর হ'ল মায়ের মতো। আমি এতে আমার ছেলে বৌ দু'জনকেই দেখ্তে পাই। যখন কথা কয়, মনে হয়, আমার বৌমা কথা কচ্ছেন; যখন আমার মুখের উপর ডাগর ডাগর চোখ দু'টি তুলে চায়, আমার সেই ছেলেকে মনে পড়ে। ছেলেবেলা মেয়েদের মতন ক'রে কাপড় প'রত

না; ঝুঁটি বেঁধে, মালকোঁচা মেরে যখন খেলত, আমার মনে হ'ত যে সে ব্রজের রাখাল। ক্রমে আরো বড় হল, যখন বার বছর বয়স, তোমাদের মনে আছে কি না জানিনা, এখানে একজন লেডি বেলুনিষ্ট এসেছিল, সে মাগী টিকেট করে বেলুন ওড়া দেখাত—পঁচিশ টাকা বেশী দিলে সঙ্গে নিয়ে একবার উড়াতো। আমি একদিন নাত্‌নীকে নিয়ে দেখ্‌তে গেলুম। উঃ—সে কি উৎসাহ! যেখানে গ্যাস্ পোরা হচ্ছে সেখানে যাচ্ছে, একবার আমার কাছে ছুটে আস্‌ছে; এটা কি, ওটা কি,—সে মাগীকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে ব্যস্ত ক'রে তুলেছে। মাগী কিন্তু ব্যাজার নয়, হাস্‌ছে আর তার কথার জবাব দিচ্ছে। আমার একজন বহুদিনের বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, গল্পে গল্পে একটু অন্যমনস্ক হলুম, ওযে কোথায় কি কর্‌ছে, খানিকক্ষণ খোঁজ রাখ্‌তে পারিনি। হঠাৎ মনে হ'ল,—গেল কোথায়! তাড়াতাড়ি উঠে চারদিক খুঁজে দেখি, কিন্তু কোথায়ও দেখ্‌তে পাইনি! আমি তো মহা ব্যাকুল হ'য়ে ভাবছি, এমন সময় আকাশ থেকে আওয়াজ এল—'দাদামণি, তুমি ভেবো না, আমি একটু বেড়িয়ে আস্‌ছি।' উপর দিকে চেয়ে দেখি, বেলুনের কাব্ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। আমি ধপ্ ক'রে একখানা চেয়ারে ব'সে পড়লুম। খানিকক্ষণ আমার আর

কোনো চৈতন্য ছিল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলুন অদৃশ্য হ'য়ে গেল, আমার মনে হল, আমার এ সংসারের সঙ্গে যে একটু বন্ধন ছিল, তা-ও ঘুচল। বন্ধু আমায় ধ'রে গাড়ী ক'রে বাড়ী নিয়ে এলেন। প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু কি রকমে যে কেটে গেল, তা আজও ভাবতে গেলে আমার কি রকম হ'য়ে যায়! তারপর 'দাদা, দাদা' ব'লে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে, 'কি মজা! কি আমোদ!' তার পর আমার মাথার দিকে চেয়ে বল্‌লে, 'দাদা, তুমি চুলে খড়ি মেখেছ কেন?' আমি তাড়াতাড়ি উঠে আয়নায় মুখ দেখি দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টার ভেতর আমার মাথার অর্দ্ধেকের উপর চুল পেকে গেল, তার পর হুহু ক'রে টাক পড়তে সুরু করল। নাত্‌নী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যখন দেখ্‌লে, খড়ি নয়, তখন আমার কোলের উপর ব'সে চুপ্‌ ক'রে মুখ নীচু ক'রে খানিকক্ষণ কি ভাব্‌লে, তার পর আমার গালে হাত বুলিয়ে বল্‌লে, ঠিক্ যেমন ওর মা আমায় আদর করতো, ভোলাতো, তেম্‌নি ক'রে বল্‌লে, 'দাদা, তোমাকে না ব'লে আমি আর কখনো কোনো কাজ করব না।' সেই থেকে দেখ্‌লুম যে, ওর সে বালক ভাব ঘুচে যেন প্রবীণা গিন্নী হ'য়ে পড়ল। সেই ওর মার মতন যত্ন ক'রে ব'সে থেকে আমায় খাওয়ায়, আমার কোনো বিষয়ে মন

খারাপ বা রাগ হ'লে আদর ক'রে ভোলায়। কি শক্তি ওর আছে, জানিনে, কিন্তু যখন আমার গলা জড়িয়ে গালে হাত বুলুতে বুলুতে কোনো আবদার করে, আমি 'না' বল্‌তে পারি না। তবে যেখানে বিপদের আশঙ্কা, সেইখানে আমাকে একটু শক্ত হতে হয়। তোমাকে তো 'জকি' বাইয়ের কথা ব'লেছি!"—

আমি বলিলাম,—

"হাঁ ঠাকুরদা, সে সব তো শুনেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন, এ পাঞ্জাবী খেয়াল কেটে যাবে। যার হৃদয় আছে, তাকে শোধরানো শক্ত কথা নয়।"

৭

পরশু আসিল। সারাটা দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা সমাগত হইল। ফাল্গুনের শেষ, সুতরাং পুরোপুরিই বসন্ত। তবে বাংলার বসন্তে আর পাঞ্জাবের বসন্তে ঢের তফাৎ।

কোকিলের কুহু কুহু, ফুর্‌ফুরে হাওয়া, ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না, যুই বেলার মিঠে মিঠে গন্ধ, ফিন্‌ফিনে বাসন্তী শাড়ী, এলোচুল শুধু একটি ফিতে দিয়ে বাঁধা, সব শেষে টুক্‌টুকে ঠোঁট —বাংলার বসন্তের ইহাই মোট কথা। দিনে রাতে, প্রভাতে

সন্ধ্যায়, আলোকে আঁধারে বাংলার বসন্ত অন্তরে বাহিরে বিরাজিত।

পাঞ্জাবে তা নয়। দিবসে গরম হাওয়া, রাত্রে শো শো হাওয়া। প্রভাতে শান্তস্নিগ্ধ, দুপুরে দরজা জান্‌লা সব বন্ধ। ফুল—ফুল ফোটে বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে—কখন শুকাইয়া যাইবে। বসন্ত হেথায় অভিসার নয়, সংগ্রাম—কোমলে কঠোরে।

প্রাচীন লাহোর বাদশাহী আমলের দিল্লীর একখানি ছোটখাট স্মৃতি। বর্ত্তমান লাহোর সে স্মৃতিকে কতকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বাংলো, বাগান, আলো, রাস্তা, আফিস, কলেজ, চার্চ্চ—এ সব দেখিয়া মনে হয়, একদিন লাহোর শুধু নামেই লাহোর থাকিবে। সে দিন পাঞ্জাবী আর পাঞ্জাবী থাকিবে না; নকলে আসলে মিলিয়া এমন একটা কিছু দাঁড়াইবে, যে খাস্ পাঞ্জাবের খাস্ পাঞ্জাবী প্রদর্শনীর জিনিষ বলিয়া গণ্য হইবে। সে শুভ দিন প্রায় সমাগত, সুতরাং আমরা সে শুভ দিনের সুযোগ গ্রহণ না করিব কেন?

শুভ মুহূর্ত্তে 'ওয়া গুরুজীকা ফতে' বলিয়া পাঞ্জাবী বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইবার পূর্ব্বে বন্ধুকে অনেক তালিম দিলাম। কোর্টশিপ্ জিনিষটা তাহার জীবনের

ইতিহাসে নূতন, আরও নূতন উহার অভিনয়। যে যাহা নয়, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে—ঠিকঠাক্। চোর সাধু সাজিতেছে, কুটিল সরলতার অভিনয় করিতেছে, জঘন্যচরিত্র মহাপুরুষের অভিনয় করিতেছে। নকল আসলের নকল করিতেছে—সংসারের নিত্য লীলা। নিত্য লীলা—মন্দ ভালোর নকল করিতেছে। কিন্তু ভালোর মন্দের অভিনয় সংসারে কদাচ কখন চোখে পড়ে। যেখানে পড়ে, সেইখানেই অভিনয়ের কারিকুরি মার প্যাঁচ সহজেই ধরা যায়। উহাতে চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়, কেননা উহা নকলের নকলত্ব পসাইয়া দেয়।

আমি সব্যসাচী, আমার বন্ধুকে বেশ করিয়াই তালিম দিলাম। আয়না আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিলাম। আয়নায় মুখ দেখিয়া সে নিজেই হাসিয়া আকুল। বন্ধুর হাসি দেখিয়া বুঝিলাম—ঠিক্ হইয়াছে। বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। লাহোরের প্রাচীন রাস্তা। রাস্তার দুইপাশে বহুকালের জীর্ণ মলিন পাথরের বাড়ী জ্যোৎস্নায় আরও কুৎসিৎ দেখাইতেছিল। শুনা যায়, জ্যোৎস্না রজনীতে এই সব জীর্ণ মলিন ভগ্ন অট্টালিকা এক অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়। কিন্তু সে কাব্যের কথা, সুতরাং কথার কথা, কবিতায় আর বাস্তবে ঢের তফাৎ।

নকল পাঞ্জাবী

পাঞ্জাবীদের বেহায়া বেসুরা চীৎকার, একার ঝক ঝক ছড় ছড় শব্দ, ফেরিওয়ালার বীভৎস আওয়াজ,—একটা তুমুল বেসুরা হৈ চৈ গোলমাল! রাস্তার দু'ধারে ছোট খাট দোকান মলিন ধূলিপূর্ণ, কেরোসিনের মিটমেটে আলোয় চোরের মত মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতেছে। সে আলো হইতে অনর্গল ধূম উঠিতেছে, যেন আপনাকে ঢাকিতে পারিলে বাঁচে। একটা বিশ্রী গন্ধ খাবারের দোকানগুলি হইতে কেরোসিনের ধূয়ার গন্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত রাস্তাটাকে একটা বিশ্রী কাণ্ডকারখানার আড্ডা করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু পাঞ্জাবী ভায়া মহা আনন্দে চলিয়াছেন। লোলুপ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে সেই সব ধূলিমলিন হরেক রকম বিদ্‌খুটে লাড্ডুমণ্ডিত খাবারের দোকানগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছে। কণ্ঠে মৃদু মৃদু গান—

"আও আও নগরীয়া হামারী
চল্‌বো কাঁয়সে ডগর্ নেহি জানী।"

তারপর ফাঁকা যায়গা। বর্ত্তমান লাহোর। চাঁদ হেথায় হাসিতেছে, চাঁদের আলোতে সকল হাসিতেছে। ছোট বড় বাংলো—ফাঁক ফাঁক রাস্তার দুপাশে রেলিং ঘেরা বাগান, বাগানে লতা পাতা গাছ সাজানো গোছানো। মাঝে মাঝে

বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত কোন কোন বাংলোয় পিয়ানো অরগান্ বাজিতেছে, আলোকে, সুরে কল্পনায় গৃহের ছবি আরও মনোরম হইয়া শোভা পাইতেছে।

কিছু দূর এমনি গমনের পর বন্ধু তেমনি এক বাংলোর সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া পড়িল। দুই পাশে দুইটি গেট। একটি গেট হইতে ভিতরে একটি কাঁকরবিছানো রাস্তা একটি নাতিবৃহৎ অণ্ডাকৃতি লন্ বেষ্টন করিয়া অপর গেটে আসিয়া মিশিয়াছে। সবুজ লন্, সুন্দর ছাঁটা। লনের পশ্চাতেই বাংলো বাড়ী বৈদ্যুতিক আলোতে ঝল মল।

পাঞ্জাবী হাসিতে হাসিতে লন্ পার হইয়া ফুলের টবে সাজানো আলো-ঝলমল বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—

"বাবু!"

ঠাকুরদা নাত্‌নী এবং মোহিত সহ তেমনি আলোকিত হল ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। ডাক শুনিয়াই বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহার নাত্‌নীর পাত্রকে সাদরে কক্ষের ভিতর লইয়া গেলেন এবং মোহিত এবং নাত্‌নীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন, "ইনিই পাঞ্জাবী পাত্র, বহু অনুসন্ধানে খুঁজিয়া অনেক সাধ্যসাধনায় বাঙ্গালী মেয়ে বিবাহ করিতে রাজি করিয়াছি।"

তারপর নাত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"দিদি, তুমি এর সঙ্গে পরিচয় কর।"

পাঞ্জাবী দেখিতে শুনিতে নিতান্ত মন্দ ছিলনা। 'দিদি' স্মিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে দেখিতে ইংরেজি কেতা অনুসারে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল। কিন্তু পাঞ্জাবীর সে দিকে হুঁস্ নাই। সে মুগ্ধ হইয়া দিদিকেই দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে বলিল,—

"ইয়ে আস্‌লি রং কি নক্‌লি?"

ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

"নেহি বাবু, নেহি। আস্‌লি রং, হাম্ পানিমে ধোকে দেখ্‌লানে সক্‌তা।"

পাঞ্জাবী বলিল,—

"হক্।"

দিদি সেক্‌হ্যাণ্ড না করায় অপ্রতিভ হইয়া হাত তো গুটাইয়া লইয়াছেই, আবার তাহার মুখের রং আসল কি ফলানো জিজ্ঞাসা করায় যে কি আগুন লাগিয়াছে, তাহা তাহার গণ্ডের রক্তিম আভা দেখিয়াই বুঝা গেল। চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল।

পাঞ্জাবী বলিল,—

"হক্! মেরা পছন্দ। রুপিয়া দেও।"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"রুপেয়া ?—হাঁ—ও তো জরুর দেগা, সাদিকা পিছে।"

পাঞ্জাবী শির সঞ্চালন করিয়া বলিল,—

"নেহি, আধা আভি চাহি।"

নাত্‌নী জিজ্ঞাসা করিল,—

"কিসের টাকা, দাদামণি ?"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"সে কথা তোমার শুনে দরকার কি, দিদিমণি ?"

"বল না—বল না ?"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"এঁকে দশ হাজার টাকা দিতে হবে, তবে বাঙ্গালী বিয়ে করবেন।"

নাত্‌নী বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

"দাদা, দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা অসভ্য জংলী—"

বলিয়াই জিভ্‌ কাটিল।

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"দিদি, টাকার কথা ছেড়ে দাও। যার সঙ্গে চিরকাল ঘর-ঘরকন্না করতে হবে, তার পরিচয় আগে নাও,—নাম কি জিজ্ঞেস কর না ?"

নাত্‌নী জিজ্ঞাসা করিল,—

"আপ্ কা নাম ?"

পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিল,—

"হামারা নাম—পিয়ারী শঙ্কর ।—তোমরা নাম ক্যা ?"

এই অসম্মানসূচক সম্ভাষণে সে মুখ লাল করিয়া ঘাড় হেঁট্ করিয়া বসিয়া রহিল।

নাত্নী সুন্দরী বটে! যেরূপ ভাবে চেয়ারে ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল, মনে হইল, যেন সিংহাসনে মহামহিমান্বিতা রাজরাজেশ্বরী!

পাঞ্জাবী বন্ধু কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়াই বলিল, "ক্যা তোমারা নাম ?"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"বল না, দিদি, নাম বল—নাম বল। এখনি হয়তো চটে চ'লে যাবে!"

ঠাকুরদাই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন,—

"ইস্‌কা নাম মিস্ বেলা রায়।"

পাঞ্জাবী হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। বলিল,—

"হা—হা—হা—বড়া মজাদার নাম—হক্ হক্!—বিল্লী রায়—বিল্লী রায়—"

পাত্রী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। মোহিত এতক্ষণ অদূরে বসিয়া পাঞ্জাবীর কীর্ত্তি দেখিতেছিল। পাঞ্জাবীর এই কথায়

রুমাল মুখে গুঁজিয়া খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতে লাগিল। তাহাতে পাত্রী আরও যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরদা বলিলেন,—

"দিদি, বস।"

নাত্নী বসিল। পাঞ্জাবী আবার বলিতে লাগিল,—

"মিস্ বিল্লী রায়—এ বড়া মজাদার নাম—হক্!—কৈঁউ? কুল্ মছলি খাঁতে হো!"

পাঞ্জাবী হাসিতে লাগিল। পাঞ্জাবী শুনিতে না পায়, এরূপ অস্ফুটস্বরে নাত্নী বলিল,—

"তোমারা মুণ্ডো খাতে হো।" কিন্তু পাঞ্জাবীর তীক্ষ্ণ চক্ষু কর্ণের কাছে কিছুই এড়াইল না। ঠাকুরদা যেন বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়া সেই সময় নাত্নীর পাশে বসিলেন, এবং তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

"দিদি, রেগো না, রেগো না; হাতছাড়া হ'লে আর এমন সুপাত্র পাওয়া যাবে না। একে যেমন ক'রে হোক পোষ মানাতে হবে, ওকে খুসী ক'রে দাও, তা হ'লেই বস্।"

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া নাত্নী নীচুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"টাকা কি তুমি দিয়েছ না কি?"

"না দিইনি, কিন্তু অর্দ্ধেক এখনি দিতে হবে।"

নাত্নী বলিল,—

"হ্যাঁ—টাকা দিতে হবে, না ওর পিণ্ডি দিতে হবে!"

ঠাকুরদা যেন তাহা সাম্লাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"দিদি, তোমার একখানা গান গেয়ে ওঁকে খুসী ক'রে দাওনা?"

পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিল,—

"হা–হা—হা—গান্—গান্—ক্যা? অংরেজি বোল্তা কেয়া বাংলা বোল্তা? হাম ভি থোড়া থোড়া বাংলা জান্তা, অংরেজি ভি জান্তা। অংরেজি মে গান্ কো বোল্তা—কামান্।"

নাত্নী হতাশভাবে পাত্রের মুখের পানে চাহিল। ঠাকুরদা উৎসাহিত করিতে লাগিলেন,—

"গাও, দিদি, গাও।"

"হা—হা—হা—গৌ গৌ—হামারা বহুৎ গৌ হাঁয়—হক্!"

নাত্নী তেমনি চুপি চুপি বলিল,—

"হাঁয় তো তুই তাদের দল ছেড়ে এখানে মরতে এলি কেন রে মড়া?"

পাঞ্জাবী বলিল,—

"হাম্ মরা নেঁই—হাম্ জিতা—নাম পিয়ারী শঙ্কর—হক্—আচ্ছা, তোমারা যো খুসী, ওসি বোলো, বিবি।"

নাত্নী একটু চটিয়া বলিল,—

"দেখ্লে দাদামণি, দেখ্লে, আমায় বল্লে কিনা বিবি?"

ঠাকুরদা একটু মুচ্কি হাসিয়া নাত্নীর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—

"দিদি, তুমি বিবির মতো ফুট্ফুটে কিনা, তাই বল্ছে।"

পাঞ্জাবী বলিল,—

"হাঁ—হাঁ—হাঁ—বাইজীকো মাফিক্—ফট্ ফট্—হক্!"

"দাদামণি, শোনো, ওকে যদি টাকা দাও, আমি কুরুক্ষেত্র করব।"

পাঞ্জাবী বলিল,—

"কা বোল্তা?"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"আপ্কো দেখ্কে বহুৎ খোস্ হো গিয়া—ওহি বাৎ বোল্তা।—দিদি, লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস কর না?"

"আমার দায় পড়েছে! তোমার গরজ হয়, তুমি কর।"

পাঞ্জাবী বলিল,—

"ক্যা ?"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"মিস্ বেলা বোল্‌তা হায়—"

পাঞ্জাবী বাধা দিয়া ধম্‌কাইয়া বলিল,—

"হক্ নাম বলো—বিল্লি—মিস্ বিল্লি—কেয়া, মছ্‌লি খানে মাংতা হায় ?"

এই পরিহাস করিয়া পাঞ্জাবী বন্ধু এক গাল হাসিয়া ফেলিল।

ঠাকুরদা সকল দিক সাম্‌লাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপ্‌কো পড়াশুনা কেত্‌নে তক্ ?"

"পর্‌শুন ক্যা ?"

ঠাকুরদা পর্‌শুন্ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—

"আপ্‌কো বিদ্যা ? যেস্‌কো লার্‌নিং বোল্‌তা ?"

"হাঁ—হাঁ—হাঁ—হক্!—(Knowledge) নোলেজ্—বহুৎ হায়—হক্! খেত্‌কা কাম্ জান্‌তা—গৌ পাল্‌তা—নৌ টান্‌তা—হক্!"

"ওমা, মুখপোড়া বলে কি, দাদামণি ?—বলে নৌ টান্‌তা! মিন্‌সে নৌকার মাঝি নাকি ? তাড়াও, তাড়াও, দাদামণি, এখনি তাড়াও।"

"হাঁ—হাঁ—তালাও ভি হামারা হাঁয়—দো চারঠো হায়—

হক্—হুঁয়া, বহুৎ মছলি হাঁয়, তোম্ খুব্ খাগ্গা!—হক্। তোম্ বিল্লি হায়—হক্!"

"দাদামণি, তুমি কি একটা খুনোখুনি করবে? কি রকম হক্ হক্ কর্‌ছে, বল দেখি।—আমি মোহিত বাবুর কাছে গিয়ে একটা কথা কইব।"

ঠাকুরদা টাকশুদ্ধ মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন,—

"মোহিত তো কাছেই আছে, যখন ইচ্ছে কইতে পারবে, এখন এ যদি দেখ্‌লে চটে যায়!"

"ওর চটার কপালে আগুন! চোটে থাকে, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবে!"

পাঞ্জাবী বলিল,—

"নেই—ভাত হাম্ নেহি খাবে। কুল্ ডাল রোটী খাবে। (সুর করিয়া)

মোটি মোটি ডাল্ রোটি
ছোটি ছোটি চানা
তাজ্জব কি কারখানা।"

বেলা অবাক্ হইয়া পাঞ্জাবীর মুখ চাহিয়াছিল, তাহার গান শেষ হইলে বলিল,—

"ওমা কি হবে! ডাল্ রুটির নামে মিন্‌সের মুখ দিয়ে লাল পোড়্‌লো গা! রাম রাম, কি ঘেন্না! দাদামণি, তোমার

পায় পড়ি, আমার হাত ছাড়— মোহিত বাবুর সঙ্গে একটা কথা কই।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“আর কি কথা? সেই পাঞ্জাবী মেয়ের কথা তো? আমি তো এখনো খুঁজে পাইনি, আচ্ছা, এঁকেই জিজ্ঞেস করি না কেন?—বাবু পিয়ারী শঙ্কর, আপ্ কোই এসি লেড়কী কো জান্‌তা, বাঙ্গালীকো সাদী করে গা?”

পাঞ্জাবী টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া হাঁক ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—

“কাঁহে নেই—আল্‌বাৎ হোনে সক্‌তা—রুপেয়া সে সব্ হোনে সক্‌তা। রুপেয়া দেও, লেড়কী দেগা। হামারা ভি তিনঠো হাঁয়—”

“ও দাদামণি, শোনো, শোনো, বলে, তিন্‌ঠো লেড়কী আছে!”

“হাঁ—আছে তো বাইজী—হক্—হামারা পয়লা জরুকা—”

“ও দাদামণি, আবার পয়লা জরু, কি বলে? তুমি কি আমায় হাত পা বেঁধে জলে ডোবাবে? ওকে বিদেয় কর, বিদেয় কর।”

“হাঁ—হাঁ—বিদ্যে কো বাৎ তো বহুৎ হুয়া—আউর ফিন্ বিদে বিদে, ক্যা করতা?”

ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "নেহি বাবু, আপ্‌কে বিস্তাকা বাৎ শুন্‌কে মিস্‌ বেলা কা বহুৎ তাজ্জব লাগা—সোই বোল্‌তা।"

"আচ্ছা—আচ্ছা—হক্‌। হাঁ—লেড়কী—হামারা পয়লা জরুকা একঠো, দোস্‌রা জরুকা দোঠো—"

"ও আমার কপাল! মিন্‌সে কি গাঁশুদ্ধ বে করেছে না কি? তবু আবার বে করবার জন্যে এসেছে! ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার -"

পাঞ্জাবী বলিল,—

"নেঁই—ঝুট্‌ নেঁই - হক্‌" বলিয়াই পাঞ্জাবী আঙ্গুল গণিতে গণিতে বলিল,—

"একঠো ছয় বরষ্‌ উমর, একঠো তিন বরষ্‌, আউর একঠো দো। ছয় বরষ্‌কা ছয় হাজার রুপেয়া, তিনি বরষ্‌কা আস্তে লেগা তিন হাজার, আউর দো বরষ্‌কো আস্তে দো হাজার।"

"দাদামণি, তোমরা দরদস্তুর করতে থাক—"

"হাঁ—হাঁ—হাঁ—হক্‌—এই সি দস্তুর—এই সি দস্তুর। যেৎনা বরষ্‌ উমর ওৎনা হাজার রুপেয়া।"

"দাদামণি, আমায় ছেড়ে দাও! মোহিত বাবু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

দাদা যেন একটু রাগ করিয়াই বলিলেন,—

"তুই তো বড় মজার লোক দেখ্‌ছি! আমি সাধ্যসাধনা ক'রে আনলুম, এখন তুমি চল্‌লে? তা হবে না, আজ ওঁকে এখানে খাওয়াতে দাওয়াতে হবে, তোমাকেই যত্ন আয়ত্তি করতে হবে।"

"আর খাবে কি, দাদামণি, আমাকেই খেতে এসেছে! মোহিত বাবু! তুমি উঠ্‌বে কি না, বল?"

পাঞ্জাবী ঘাড় দোলাইয়া বলিল,—

"উঠ্—হামরা ভি উঠ্ হায়—খুব ছুট্‌তা—হক্।"

"আমার মাথামোড় খুড়তে ইচ্ছে হচ্ছে! কথা বোঝে না, একে এনেছে বিয়ে দিতে?"

"সে কি দিদি, আমার দোষ? তুমিই তো পাঞ্জাবী পাঞ্জাবী কর্‌লে? আপনি ক্ষেপেছ, মোহিতটাকেও ক্ষেপিয়েছ! ও এখন আবদার নিয়েছে, পাঞ্জাবী মেয়ে না হলে বিয়েই করবে না।"

শুনিয়া বেলা ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"কি বল দিদি, ঐ ছ' বছরেরটাই নেয়া যাক্?—মোহিত, কি বল?"

মোহিত গম্ভীর হইয়া বলিল,—

"আমি আর কি বলব? আমি এত দিন যে আশা পোষণ করেছিলুম, তা তো নির্ম্মূল হয়েছে! যার জন্যে আমি সব করতে পারি, তাকে সন্তুষ্ট করা আর কি বেশী কাজ! সে যেন আমার মুখ চাইলে না, কিন্তু আমি তো তা পারব না। সে যাতে সুখী হয়, তাই করবো।"

বলিয়া মোহিত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিল। বেলার চোখ দুটিতে যেন একটু ছল্‌ছলে ভাব দেখা গেল। কিন্তু কেবল মাত্র বলিল,—

"মোহিত বাবু, তুমি কি ক্ষেপেছ?—দাদামণি, তুমিও ক্ষেপেছ! আমি অন্যায় বায়না নিয়েছি বলে, তোমাদের তাই করতে হবে? আমি যদি এখন বলি, আমায় বিষ এনে দাও, আমি খাব—"

"নেঁই বিল্লি বিবি, নেঁহি—বিস্‌ নেঁই—ওহি ছয় হাজার মে হো যাগা।—হক্‌।"

"মোহিত বাবু, তুমি বুঝতে পারছনা? মিন্সের আক্কেল নেই, কি শোনে কি বলে—মাথামুণ্ডু—"

"ক্যা?"

"ওই শোন, থেকে থেকে ক্যা ক্যা করছে, আর হক্‌ হক্‌ করছে।"

ঠাকুরদা টাকে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—

"কি করবে দিদি, তোমার যেমন খেয়াল!"

"দাদামণি, তোমার পায় ধরছি, আর তোমার কথার অবাধ্য হব না, তুমি ও মিন্‌সেকে তাড়াও।—ছিঃ—বল্‌ছে বিল্লি—বিল্লি—বিল্লি—আমার নামের উপর ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে!"

বলিয়া মিস্ বেলা অতি সকরুণ নেত্রে মোহিত বাবুর মুখপানে চাহিয়া সহসা উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—

"মোহিত বাবু, দাদামণি পাগল হয়েছে।—তুমি আমায় রক্ষা কর।"

মোহিত বলিল,—

"বেলা, আমি রক্ষা করবার কে? যদি সে অধিকার আমায় দিতে, আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতুম—তোমার পায় কাঁটাটি ফুট্‌তে দিতুম না। কিন্তু এখন আমি কে, বেলা? এখন যে তোমায় রক্ষা করবে, সে ওই।"

বেলা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মোহিতকে বলিল,—

"আমায় ক্ষমা কর!"

মোহিত তেমনি একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

"আমি ক্ষমা করবার কে?"

"তুমি কে!—তুমি সব। আমি যদি একটা ভুল বুঝে থাকি, তুমি কেন আমায় শাসন করলে না, ধম্‌কালে না?

মোহিত বাবু, আমার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে, আর তুমি চুপ্ করে বসে আছ? দাদা আমার দুঃখ বুঝ্ছে না, উনি এতো দুঃখ পেয়েছেন, আর দুঃখ ধরবার স্থান ওঁর হৃদয়ে নেই, তাই উনি হেসে খেলে নেচে কুঁদে বেড়ান, আমি কি বুঝি নি? কিন্তু তুমিও কি বুঝবে না?"

"বোঝাবুঝি তো ফুরিয়েছে, বেলা।"

"কেন ফুরিয়েছে?—কিছু ফুরোয় নি! তুমি আর একবার বল, তুমি যা বল্বে, আমি তাই করব।"

"আমি আর বল্বার কে? যে বল্বে, সে তো তোমার সাম্নে উপস্থিত, আমি তোমার কে?"

"অভিমান করেছ? আমায় তিরস্কার কর, পদাঘাত কর, কিন্তু আমায় ভাসিয়ে দিয়ো না। তুমি আমার কে! আচ্ছা, আজ তুমি এ কথা বল্লে, কিন্তু এই বুঝে কি থাকৃতে পারবে? ভাল, তাই ধরলুম, তুমি অভিমানে পাষাণ হয়েছ!—তুমি আমার কে?—ভাল তাই—তুমি আমার কেউ নও, কিন্তু আমি কি তোমার কেউ নই? আমি ছেলেবেলা থেকে মা জানিনি, বাপ জানিনি, জানি কেবল দাদামণিকে আর তোমাকে! আমার একটা খেয়ালের কথায় রাগ ক'রে আমায় ভাসিয়ে দিচ্ছ! কিন্তু এ খেয়ালের প্রশ্রয় কে দিয়েছিল, কারা দিয়েছিল? আজ তুমি বলছ, তুমি আমার কে? ভাল, তুমি আমার কেউ নও!

কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কেউ নও, আমিও কি তোমার কেউ নই? যাকে হাতে ক'রে গড়ে তুলেছ, একদিনে তার সঙ্গে সম্বন্ধ উঠিয়ে দিলে কি এমনি করেই উঠে যায়—বল—বল—আমি তোমার মুখে শুন্‌তে চাই।—বল—আমি তোমার কেউ নই!—আর তোমায় বিরক্ত করব না—দাদামণিকে বিরক্ত করব না—আমি চ'লে যাব—আর কাউকে মুখ দেখাব না।"

মোহিত অধোবদনে বসিয়া রহিল। ঠাকুরদা অধোবদনে চক্ষের জল মুছিতেছেন।

পালাতো এক রকম শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিয়া এখান থেকে বিদায় নিতে পারলে হয়। পাঞ্জাবী বন্ধুর যা কাজ, সেতো তা সম্পন্ন করিয়াছে।

ঠাকুরদা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—

"দিদি, রোস্‌—এটাকে আমি যে রকমে পারি, বিদায় করি।"

পাঞ্জাবীকে বলিলেন,—

"মিস্ বেলা আপ্‌কো পছন্দ নেহি করতা।"

পাঞ্জাবী চটিয়া উঠিয়া বলিল,—

"তব্ মৌক্‌ৎ কাঁহে হাম্‌কো বোলায়া? রূপেয়া লেকে তব্ উঠে গা।"

বেলা বলিল,—

"দাও, দাও,—ঠাকুরদা, যা চায়, দাও, দিয়ে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর বিদেয় কর।"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"দেখিস্ দিদি, পাঞ্জাবী খেয়াল ছাড়বি তো?"

বেলা বলিল,—

"দাদামণি, যে নমুনা দেখিয়েছ, পাঞ্জাবী কি, পাঞ্জাব শুদ্ধ ছাড়তে রাজি আছি।"

ঠাকুরদা পাঞ্জাবীকে বলিলেন,—

"আচ্ছা, রূপেয়া আপ্‌কো পিছে ভেজে গা—কেৎনা মাঙ্‌তে হো?"

"হামারা সাথ সাদী নেহি দেগা?—আচ্ছা, গান শোনাও, নেহি তো হাম নেহি উঠে গা—নেহি চলে গা—আলবাৎ সাদি করেগা—"

বেলা তাড়াতাড়ি বলিল,—

"দাদা, যদি মিন্‌সে গান শুনালেই বিদেয় হয়, তা আমি এখুনি গাচ্ছি—"

বলিয়াই বেলা কক্ষের অপর পার্শ্বে টেবিল হারমনিয়মে গিয়া বসিল।

এই অবসরে ঠাকুরদা মৃদু হাসিয়া সকৃতজ্ঞ নয়নে আমার

দিকে চাহিলেন। আমিও তেমনি হাসিয়া তাঁহার চাহনির প্রত্যুত্তর দিলাম।

হারমনিয়ম বাজিয়া উঠিল। বেলা মোহিতের দিকে এক-বার চাহিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিল—

নারী হ'লে বুঝ্‌তে নারীর মন,
অনাদরে কত সহে, বুকে বাজে কি বেদন!
কাতর প্রাণে মুখের পানে চায়,
নীরবে ধারা ব'য়ে যায়,
নীরবে আঁখি বলে, রাখ রাখ পায়।
সয় ব'লে কি সওয়াতে হয়, হায়!
ভালবাসার এত খোয়ার
আগে কি জানি এমন!

দ্বিতীয় প্রস্তাব

১

গভীর রাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—

"শোনেওয়ালা জাগ্‌তে রহো!"

কে এ? কাকে জাগায়? কেন জাগায়? এ ধ্বনি তো শুনিতে পাই প্রতিরাত্রেই উঠে, কিন্তু জাগে কয় জন?

"শোনেওয়ালা জাগ্‌তে রহো!"

আমি তো জাগিয়াছি, তবে আবার কেন বলে?—

"শোনেওয়ালা জাগ্‌তে রহো!"

সে কি জাগরণ? মানুষ নিত্য ঘুমোয়, নিত্য জাগে, এ কি সে জাগরণের কথা বলিতেছে না? এ বুঝি বলিতে চায়—শোনেওয়ালা জাগ্‌তে রহো—মোহ-নিদ্রায় আর ঘুমাইয়ো না, কাল-চোর সর্ব্বত্রই ফিরিতেছে!—

"শোনেওয়ালা জাগ্‌তে রহো!"

এমনিতর কতকগুলো চিন্তা আমার মাথার ভেতর উলটি পালটি খাইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ চিন্তা করিবার বয়সও আমার নয়, আর চিন্তাটাও বড় আরামপ্রদ নয়। আমি মায়ের

ছেলে, মা'র কোল জুড়িয়া থাকিব, চিরদিন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইব, আবার ঘুম পাইবে মায়ের কোলে আসিয়া শুইব, তা তোমার কাল-চোরই আসুক আর খাঁটি চোরই আসুক, আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু বেটার কি সর্ব্বনেশে হাঁক গো! ঐ, আবার হাঁকে—

"শোনেওয়ালা জাগ্‌তে রহো!"

আমি একলম্ফে শয্যা হইতে উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া পাহারাওয়ালাটার গলার উপরও সপ্তমে স্বর চড়াইয়া হাঁকিলাম—

"ঘুম্‌নেওয়ালা নিদ্ যাও।"

পাহারাওয়ালা আমার হাঁকের টানে একেবারে আমার বারান্দার কাছে আসিয়া মস্ত এক সেলাম ঠুকিয়া বলিল,—

"বাবু সাব, নিদ্ যাই তো রুটি ক্যায়সে মিলে?"

এতো বড় বিপদ দেখিতেছি! ঘুমাইলে বলে—জাগ্‌তে রহো, আর ঘুমাইতে বলিলে বলে—রুটি ক্যায়সে মিলে? তবে কি যত জাগাজাগি সব পেটের জন্য? আমাদের সকল কাজই কি এই পেটের জন্য? জীবনের কি আর কোনো উদ্দেশ্য নাই? কেবল 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'?"

এক সঙ্গে এত চিন্তা আমার কোনো কালে অভ্যাস নাই। মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখি, রাত্রিও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে—বলে, ঝি ঝি ডাকিতেছে।

কা'কে ডাকিতেছে? আমাকেই ডাকিতেছে নাকি? কেন ডাকিতেছে? আমাকে ওর কি দরকার? নাঃ—আজ মা যেরূপ জোর ক'রে ক্ষীরের পিঠে খাইয়েছেন, বুঝি সেই জন্তই পেট গরম হয়েছে, তাই এমন আবোল তাবোল নানা কথা মনে উঠ্ছে, তার উপর আবার নিষ্কর্ম্মা জীবন। আচ্ছা, একটা কিছু করলে হয় না? একটা হৈ চৈ—যা হয় একটা কিছু? কিন্তু এই নিস্নুতি রাত, সব চুপ্ চাপ্ নিস্তব্ধ, সমস্ত লাহোর ঘুমাইতেছে, পথের আলোগুলোও যেন ঝিমাইতেছে! এমন নীরব নিশীথে হৈ চৈয়ের চিন্তা মনে বড় স্থান পায় না। চারদিক্কার জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা যেন ঘেঁকে এসে আমার বুকের উপর ব'সছে! ওঃ—দিনের বেলা কি হড়হড়ানি, ঘড়ঘড়ানি, কি চেঁচামিচি, খোঁচাখুচি হৈ চৈ! আর এখন সব অঘোরে ঘুমুচ্চে। যেন এ জগৎ সে জগৎ নয়! এ কোন্ স্বপ্নরাজ্যের মাঝখানে আমি সজাগ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি? মানবজীবন কি বিচিত্র! জীবন বিচিত্র, মন আরো বিচিত্র! —আর মনে মনে কি বৈচিত্র্য! ঘৃণা হিংসা আশা তৃষা ভালবাসা—এ সব কি? কোথা থেকে আসে, কেন আসে? আসে তো আসে তার জন্যে আমার এত মাথা ব্যথা কেন? নাঃ—কালরাত্রে ওট্মিল (Oat meal) ব্যবস্থা করব। খেলে পেট ঠাণ্ডা থাক্‌বে, শরীরে বলও হবে, সুনিদ্রা হবে—এমন

হাবড়হাটি ভাবতে হবে না। একি বিপদ! ঝিম্ ঝিম্ কচ্চেই। এরাও ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে, আর আমারও মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে! হাঁ—কি ভাব্ছিলুম? আশা তৃষা ভালবাসা। এ সব না হ'লে কি মানবজীবন ব্যর্থ? আমি তো মা'র কোলে বেশ সুখে আছি—সত্য, একটা ভালবাসা চাই; হয় আমার মায়ের মতন ভালবাসা, নয় মোহিতের উপর বেলার যেমন ভালবাসা। আচ্ছা, ও ভালবাসা কি রকম? অনেক দিন হ'য়ে গেল সেখানে যেতে কি খবর করতে পারিনি। আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে, নির্ব্বোধ বালিকাকে যে রকম ক'রে ঠকিয়েছি!—যদি চিন্তে পারে? পারলেই বা, মন্দতো কিছু করিনি! ভালই হয়েছে। কিন্তু ও ভালবাসাটা কি রকম? মা ছেলেকে ভালবাসে,—একে বলে বাৎসল্য, বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে—তাকে বলে সখ্য, আর স্বামী স্ত্রী, প্রণয় প্রণয়ীতে যে ভালবাসা—সেটাকে বলে দাম্পত্য।—বাবা! নামটা খুব ঘোরালো বটে! কিন্তু তার দামটা কি? আমি তো কিছুই বুঝি না, আমার বোঝবার দরকারও নাই, আমি মার কোলেই থাকব। আবার!—ঐ ডাকে—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! তোরা কে রে বাবু?—আমাকে কি ঘুমুতে দিবি নি নাকি?—মৎলবটা কি?—হাঁ, ভালবাসাটা কি রকম! নায়ক নায়িকাতে দেখা হ'ল, আর এ বল্লে—

'আমি তোমার', ও বল্লে—'আমিও তোমার।' একথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি? খামাকা বল্লে, 'আমি তোমার' আর অমনি তোমার হ'য়ে গেল? কে বাবু, তোমার সাত-পুরুষের কুটুম? রক্তের টান নেই, আজন্ম দেখা শুনা নেই, চোখাচোখি হ'ল আর অমনি মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে বুলি আও-ড়াতে সুরু কর্‌ল—প্রাণনাথ, প্রাণপ্রেয়সী! এ সব কি সত্যি না মিছে? এ কি সব অভিনয় করে? নাটক, থিয়েটার? হাঁ, আলোচনা করবার মতো কথা বটে! মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কা'র ভালবাসা বড়?—মায়ের ভালবাসা না বৌয়ের? মোহিতের বিয়ে হওয়া অবধি মা আমাকে ভারি পেড়াপিড়ি কর্‌ছেন্—বে কর, বে কর। কেন? কি দরকার? খামাকা সুস্থ প্রাণকে ব্যস্ত করা কেন? মায়ে ছেলেতে একটা বোঝাবুঝি হ'য়ে গেছে, আবার নূতন এক-জনকে এনে তার সঙ্গে নতুন করে বোঝাপড়া কর! সে কি মায়ের মতন ভালবাস্‌তে পারবে? তাও কি কখনো হয়! কাল মাকে জিজ্ঞাসা করব, মা কি বলে। যেমন পেড়াপিড়ি কচ্ছে তেমনি এক কথায় চুপ করিয়ে দেব। আর কখ্‌খনো বিয়ের কথা মুখে আন্‌বে না।—আবার ডাকে, ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্—কর্‌গে তোরা ঝিম্ ঝিম্—আমি শুইগে। কে একজন ঝিম্ ঝিম্ শুনে পাগল হ'য়ে গিয়েছিল, দিন রাত লাঠি হাতে

ঘুরে বেড়াতো আর ব'ল্‌তো "তুত্তোর—ঝিম্ ঝিম্—ঝিঝির বংশ নির্ব্বংশ করব।" গতিক বড় ভাল নয়! মুখ্‌রাজ্, স'রে পড়। তোমার ঐ মা-ই ভাল, আর হৈ চৈ ভাল।—এখন শোওগে, যাও।

২

"খোকা! খোকা!"

আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি, বেলা হইয়া গিয়াছে—রৌদ্র উঠিয়াছে! মা তাই ব্যস্ত হইয়া ডাকিতেছেন,—

"খোকা! খোকা!"

"কি মা!"

"ওঠ্ না, কত বেলা হয়েছে দেখ দেখি! আর কত ঘুমুবি? এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছিস্ যে? অসুখ করেনি তো?"

"অসুখ করতে যাবে কেন?"

"তবে ওঠ্ শীগ্‌গীর। কখন চা খাবি? দু'বার গরম জল ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল! কাল রাত্তিরে বুঝি ঘুম হয় নি?"

আমি দেখিলাম, এইবার মায়ের জেরা আরম্ভ হইল। এক একটি প্রশ্নে আমার মনের সব কথাগুলি একটি একটি করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইবে। আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলিলাম,—

"মা! তুমি আর রোজ রোজ অমন ক'রে পিঠে পোলাও রেঁধো না।"

যাঃ—এই কথায় সবই তো বলিয়া ফেলা হইল!—বদ্‌হজম, মাথাগরম, অনিদ্রা, হাবড়হাটি ভাবনা।

মা বলিলেন,—

"রাত্রে বুঝি ভাল ঘুম হয়নি তোর? কেবল এলোমেলো ভেবেছিস?"

ইনি কেমন করিয়া যে আমার মনের সকল কথা জানিতে পারেন, আমি বুঝিতে পারি না। আচ্ছা, ঐ দাম্পত্য—সে-ও কি এমনি মনের কথা বুঝ্‌তে পারে? মার কাছে আমার কোনো কথা লুকুতে ভয় করে। মনে হয়, দুটো উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ সকরুণ চক্ষু যেন আমার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতেছে। কোন কথা লুকাইয়াছি, দেখিয়াছি, মা কেবল হাসিয়াছে। অমনি অপ্রতিভ হইয়াছি। তার পর সত্য মনের ভাব বলিয়াছি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিলাম, হাতমুখ ধুইয়া চা ও মোহনভোগ খাইতে খাইতে বলিলাম,—

"তুমি কেমন বাপের মেয়ে,—কেমন ঠিক্ ঠিক্ বল, বুঝব।"

মা হাসিয়া বলিলেন,—

"কেন, কি হয়েছে?"

"আচ্ছা মা, ঠিক্ ক'রে বল দেখি, মায়ের ভালবাসা বেশী কি বৌয়ের ভালবাসা বেশী ?"

কি দুষ্টু মেয়ে ! বলিলেন,—

"তুই বে কর না, তা হ'লেই বুঝ্‌তে পারবি ।"

আমি আর কথাটি কহিলাম না, চুপ্ করিয়া গেলাম । মনে মনে স্থির করিলাম, ক্লাবে এ কথা তুলিব, দেখি, আমার বন্ধুবর্গই বা কি বলে । মোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাইব না । বৌ হয়ে ইস্তক ওটা সত্যি সত্যিই ব'য়ে গেছে !

৩

সন্ধ্যার পর ক্লাবে গেলাম । তাইতো, ক্লাবের কথা তো এতক্ষণ বলাই হয়নি । এইখানে তবে একটু পরিচয় দি ।

অনেক রিডিং ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব আছে । স ; এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া ক্লাব করে । আমাদের নিরুদ্দেশ্য ক্লাব, সুতরাং ইহার নামকরণ হইয়াছে—ক্লাবিং ক্লাব (clubbing club) ক্লাবিং কথাটার মানে লাঠালাঠি । সে অর্থেও যদি কেহ গ্রহণ করেন, আপত্তি নাই । ডিস্‌কাসন্ (discussion), ডিবেট (debate) তো হয়ই, তার উপর একটা কথা বলে না ?—হাত থাক্‌তে মুখোমুখি কেন ? যে অর্থেই নিন, আমা-

দের club এর নাম ক্লাবিং ক্লাব। সাত বন্ধু একত্রিত হইবার জন্য ক্লাব।

এক্ষণে বলা যাক, ক্লাবে কি কি আছে। উহাতে গীত বাদ্যের সরঞ্জাম, ছোটখাটো ভোজের এবং সাহেবি ধরণে খেলার বন্দোবস্ত আছে, তা ছাড়া লাইব্রেরী আছে। কেবল একটা জিনিষ নাই, সেইটে হইলেই একটি ছোটখাটো বিলাতি ক্লাব হইত। তবে ভরসা আছে, একদিন তা হবে। যেমন নরের সঙ্গে নারীর, তেমনি গীতের সঙ্গে নৃত্যের যোগ স্বাভাবিক। এই যোগ হইতে নৃত্যটি আমরা বিয়োগ করিয়া দিয়াছি।

ঘর এবং বাহির—বাঙ্গালায় দুইটা আলাহিদা চিজ্। পাঞ্জাবে মাত্র একটি সূক্ষ্ম পর্দার ব্যবধান। বিদেশে ঘোমটা থাকে না, থাকিলে অচেনা পথ চলা মুস্কিল। আমরা প্রবাসী, আমাদের ঘোমটা নাই।

ব্যবধান,—নম্রতার, মধুর সস্মিত লজ্জার, আর সসম্ভ্রম আত্মমর্য্যাদার, ফুর্‌ফুরে শান্তিপুরের সূক্ষ্ম সূতোর বোনা, ফুর-ফুরে দারোয়ান নয়। ঘোমটার তলে খেম্‌টা—ওটা বাঙ্গালার বাঙ্গালীর বোল, লাহোরের প্রবাসী বাঙ্গালীর নয়। এ কথাটা বলিয়া রাখা ভাল, এবং জানিয়া রাখা ভাল।

এই ক্লাবে ছয়টি ষড়রিপুর মতন আমার ছয়জন সঙ্গী

নিয়ত বিরাজ করিতেন। ক্লাবে ঢুকিয়াই দেখি, ষড়রিপুর একটি বাদে পাঁচটি বন্ধু রিপু বৈদ্যুতিক আলোর নীচে সমুপস্থিত।

দুই জন টেবিলের দুই দিকে দুই খানি চেয়ারে বসিয়া অতি মনোযোগ সহকারে যুদ্ধতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও যুদ্ধ করিতেছে। টেবিলের উপরিস্থিত দেশলাইয়ের বাক্স, সিগার কেস্, এবং সোডার গ্লাস সাহায্যে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইতেছে। একজন বলিল, "ধর দেশলাইর বাক্স জর্ম্মাণ, এই সিগার কেস্ ফরাসী, আর এই ভারডুন্।" বলিয়া সোডার গ্লাস দেখাইয়া দিল। দিয়া বলিল, "এখন এই দেশলাইয়ের বাক্স সিগার কেস্‌কে হটাইয়া দিয়া সোডার গ্লাস অধিকার করবে।"

কি আশ্চর্য্য! বন্ধু আমার এমন সমঝদার এবং যুদ্ধ-তত্ত্ববিদ্ হইয়াও একবার ভাবিতেছেন না যে দেশলাইয়ের বাক্স সোডার গ্লাসে পড়িলে কি দশাটা হইবে! কিন্তু তিনি বলিয়াই যাইতে লাগিলেন,—

"এখন, সিগার-কেস্‌কে হটাইতে না পারিলে দেশলাই কিছুতেই সোডার উপর গিয়ে পড়তে পারবে না।"

শুনিয়াই শ্রোতা বন্ধু বলিয়া উঠিল,—

"কেন? সোডার গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে এলেই হ'ল।"

যুদ্ধবিদ্ হুঙ্কার করিয়া বলিল,—

"মূর্খ! একি সত্য সোডার গ্লাস? ওটা একটা পাহাড়, তার উপর দুর্গ।"

"বটে বটে!"

বলিয়া শ্রোতা সব বুঝিয়া ফেলিল।

ওদিকে দুইজন ফরাসে বসিয়া। গভীর চিন্তা করিতে করিতে একজন চেঁচাইয়া উঠিল,—

"এই কিস্তি।"

বলিয়াই সোৎসাহে ফরসির নলের পরিবর্ত্তে একখানা হাতপাখার বাঁট মুখে গুঁজিয়া ফরসি টানিতে লাগিল। দ্বিতীয় সতরঞ্চ ভায়া। তখন আরও মস্‌গুল,—"এই স্বস্তি।"

বলিয়াই পার্শ্বস্থ ডিবা হইতে পানের পরিবর্ত্তে একটি বোড়ে তুলিয়া লইয়া গালে পূরিল।

ওদিকে আর একজন এক কোণে বসিয়া এস্‌রাজে ছড়ি টানিতেছেন—ক্যাঁ কোঁ, ক্যাঁ কোঁ—বউ আমারে ক্যাঁ কোঁ—সুতো কেটে ক্যাঁ কিনে দেছে ক্যাঁ—কোঁ—ক্যাঁ কোঁ,ক্যাঁ কোঁ—তার পর অনেক কষ্টে বাহির হইল—"বাজ্‌না", তৎক্ষণাৎ এস্‌রাজ ভায়া মহা উল্লাসে বেহদ্দ বেসুরা গলায় যোগ দিল—'উঁহুঁ, বল আমারে সুতো কেটে, কিনে দেছে ক্যাঁ কোঁ'—ঘন ঘন মাথা চালিতে চলিতে—'কিনে দেছে ক্যাঁ কোঁ—কিনে, দেছে ক্যাঁ কোঁ—বউ আমারে—ক্যাঁ—কোঁ'—

হুত্তোর বউ! বউ এখানেও এসে জুটেছে!—দাঁড়াও!

যুদ্ধের টেবিলে গিয়া 'ভারডুন্ দখল' বলিয়া গ্লাস শুদ্ধ সোডা এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ ফরাসে গিয়া সতরঞ্চের ছক্ উল্টাইয়া দিলাম। দিবা মাত্র দুই বন্ধু একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল। যিনি পাখার বাঁট টানিতেছিলেন, তিনি ঘন ঘন টানিতে লাগিলেন। যিনি পানের বোড়ে চিবাইতেছিলেন, তিনি সহসা 'থু থু' করিয়া মুখের বোড়েটা ফেলিয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন। তার পর এস্রাজ ভায়ার কাছে গিয়া তাহার কান ধরিয়া শ্মশ্রুতে সঘন অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে আমিও গাহিতে লাগিলাম, 'বউ আমারে দাড়ি ছেঁটে—ক্যাঁ কোঁ, ক্যাঁ কোঁ'—

এস্রাজ হাসিয়া উঠিল।

আমার ষড়রিপুর একটি রিপু অনুপস্থিত। যদিও ইহার অনুপস্থিতিতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, তবুও ইনি আসিয়া একখানি সোফায় শয়ন করিয়া কেবল কবিতা পড়েন—বেশীর ভাগ Shakespear—এবং জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখেন। আমাদের এত তর্ক বিতর্ক হয়, তিনি সে সকলে যোগ তো দেনই না, বরং চেঁচামিচির মাত্রা একটু বেশী উঠিলে দুই কান বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পড়িতে থাকেন। তবু, নিত্য নিয়মিতরূপে যাকে একবার দেখা যায়, তাকে না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"ব্যারিষ্টার কোথা ?'

আমার এই সেক্সপিয়ার বন্ধুটি একটি ব্যারিষ্টার। পাঞ্জাব লোয়ার কোর্টে প্রাকৃটিস্ করেন আর ভেরেণ্ডা ভাজেন। মক্কেল ইহার আক্কেলের মতো একেবারে অশরীরী।

তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"ব্যারিষ্টারকে দেখ্‌ছি না কেন ?"

আমার প্রশ্নে সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। তাহা দেখিয়া আমারও মনে একটু আশঙ্কার সঞ্চার হইল, বুঝি কোনো অশুভ সংবাদ আছে। একটু উষ্ণভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কি, জবাব দিচ্ছ না কেন ? তার কিছু অসুখ করেছে না কি ?"

এস্‌রাজ ভায়া বলিল,—

"না, সে বড় ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে !"

আমি আরও উতলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কি রকম, কি রকম ? ফ্যাঁসাদ কি ?"

আবার তেমনি মুখ চাওয়া চাওয়ি। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—

"তোমাদের ভাব বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। সে তো নিরীহ লোক, কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে ?"

তখন ১নং সতরঞ্চ বলিল,—

"সে প্রেমে পড়িয়াছে!"

শুনিয়া আমি যারপরনাই বিস্মিত হইলাম, বলিলাম,—

"বল কি! প্রেমে পড়েছে! কোথায়? কি কচ্ছে এখন?"

যুদ্ধবিদ্ বলিল,—

"করবে আর কি! খালি বিড় বিড় কচ্ছে, আর মাঝে মাঝে সাপের মতন ফোঁস্ ফোঁস্ কচ্ছে।"

আমি মুখে কেবল 'ঠিক্ হইয়াছে!' বলিয়াই তিলেক বিলম্ব না করিয়া সটাং ব্যারিষ্টার বন্ধুর বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই দেখি, বন্ধুর বসিবার ঘরের দরজা বন্ধ। ঠক্ ঠক্ করিয়া দুই তিনবার শব্দ করিলাম। 'ব্যারিষ্টার, ব্যারিষ্টার' বলিয়া হাঁকিলাম, কিন্তু কোনই সাড়া শব্দ পাইলাম না। শেষে জোর করিয়া দরজা ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, বন্ধু অৰ্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি সোফার উপর পড়িয়া আছেন। সেই সোফাতে, মেজেতে এবং সাম্নের টেবিলের উপর বই, ছেঁড়া কাগজ, এবং চুরুটের ছাই ছড়ানো। আমি এই সব দেখিলাম, কিন্তু বন্ধু আমায় দেখিলেন না। তিনি যেমন চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, তেমনই রহিলেন। সোফার উপরের

একখণ্ড ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা রয়েছে—

সহসা হৃদয় মাঝারে আমার
প্রেমচন্দ্র উদয় হলো।
দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে—

এই পর্য্যন্ত। আমি টেবিল হইতে কলমটা তাড়াতাড়ি কালিতে ডুবাইয়া শেষ লাইনটা সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম।—

দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে
কাশিতে কাশিতে বেঘোরে ম'লো।

লিখিয়াই একটা বিদ্‌ঘুটে হাসি পাইল। কবিতার চরণ মিলাইতে পারি, এত বাহাদুর আমি! এ কথা তো আমি পূর্ব্বে জানিতাম না! পীরিত দেখ্‌ছি, বিষম ছোঁয়াচে রোগ! ব্যারিষ্টার তাহার সংস্পর্শে আসিয়াই কবি হইয়াছেন আর আমি এই সংস্পর্শের সংস্পর্শে আসিতে না আসিতেই কবি হইয়া উঠিলাম! আমার হাসিতে বন্ধুর চমক হইল। তিনি অতি কাতর চক্ষে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—

"ওঃ মুখ্‌রাজ!"

"হাঁ—এতক্ষণ চিন্‌তে পারনি নাকি?"

"আর ভাই, আমার দফা রফা!"

বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্যারিষ্টার তাহার

টুপিটা হাতড়াইয়া মুখের উপর ঢাকা দিল। সে টপ্ হ্যাট (Top hat) ঢাকা মুখের শোভা, যিনি 'রামলীলা' কখনো দেখেন নাই, তিনি কল্পনাও করিতে পারিবেন না। আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। বন্ধু থিয়েটারী ভৌলে সে হ্যাটের ভিতর হইতে হাঁড়িচাঁচার গলায় বলিয়া উঠিল,—

"He jests at scars that never felt a wound."

বলিয়াই বাংলায় অনুবাদ করিলেন—

ঘা নাই যার দেহ 'পরে,
অস্ত্রচিহ্ন ঠাট্টা করে।
ঘুঁটের পোড়নে হাসে গোবর যেমন
বন্ধ্যা কি জানিবে বল প্রসববেদন !

শুধু অনুবাদ নয়, অনুবাদের উপর শেষ দুই লাইন ফাউ। আমি বলিলাম—একটু গম্ভীর ভাবেই বলিলাম,—

"সে তো হ'লো। এখন ব্যাপার কি বল দেখি ?"

"ব্যাপার ?" বন্ধু বলিলেন, "ব্যাপার !—Grievous hurt amounting to homicide !—সাংঘাতিক আঘাত ! —মাথায় নয়, পিঠে নয়, পেটে নয়, বুকে নয়, মুখে নয়, হৃদ্-পিণ্ডের উপর !"

বলিয়া বন্ধু আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিল,—

"ভাইরে! আমি মরেছি, মরেছি! তার রূপের অন্ধ-কূপে প'ড়ে আমি মরেছি! এখন আমায় বাঁচাও!" বলিয়াই আবার ফোঁস করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, আর বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল,—

"Oh. Romes, Romes, wherefore
art thou Romes!
Deny thy father and refuse thy name,
And I'll no longer be a barrister!—

এখানে Romes অর্থে মিস্ গ্যাঙ্গুলী! হায়! হায়! Love's Labours Lost!—অর্থাৎ প্রেমের প্রসব বেদনার একেবারে অন্তিম কাল উপস্থিত! বন্ধু, আমায় বাঁচাও!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এতো আবোল তাবোল বক্‌ছ কেন? কাল রাত্রে ঘুমোওনি নাকি?"

বন্ধু হতাশ চক্ষে চাহিয়া বলিল,—

"ঘুম!—
Macbeth doth murther sleep,
Macbeth shall sleep no more!
Macbeth মানে কি বোঝো?"

আমি বলিলাম,—

"Macbeth Shakespeareএর একখানা নাটক আর কি।—এই বুঝি।"

বন্ধু বলিল,—

"ছাই বোঝো!—এখানে Macbeth অর্থে প্রেম!"

আমি বলিলাম,—

"তা তো হলো। এখন কথাটা কি, বল দেখি?"

বন্ধু বলিল,—

"কথা?—To be or not to be, that's the কথা। ওঃ—ওঃ—So sweet was ne'er so fatal!—প্রেমের সন্দেশ যে এত কটু তা আগে কে জান্‌তো বল?"

আমি বলিলাম,—

"যাক্, এখন বাজে কথা ছাড়।"

"বাজে কথা! Oh, hard-hearted!—আরে শক্ত হৃদয়!"

সত্যই আমার রাগ হইল। বলিলাম,—

"তবে আমি চল্‌লুম।"

সে এমন হতাশ কাতর নয়নে আমার মুখের পানে চাহিল যে, আমি আবার বসিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

কথাটা কি ভেঙ্গেই বল না? যদি কোনো উপায় থাকে তো করবো। শুধু Shakespeare ঝাড়্‌লে কি হবে?"

বন্ধু চটিয়া উঠিয়া বলিল,—"Shakespeare ঝাড়্‌বো না ত কি ঝাড়বো? ব্যারিষ্টার গ্যাঙ্গুলীর নাম শুনেছ তো?"

আমি বলিলাম,—

"অবশ্য। কে না শুনেছে?"

"আচ্ছা, গ্যাঙ্গুলীর একটি কন্যা আছে, তা শুনেছ?"

"হঁা, তা-ও শুনেছি। তেমন অপরূপ রূপ শুনেছি পাঞ্জাবে নাই।"

"তাকে কখনো চোখে দেখেছ?"

"না।"

"তাহ'লে আমার কথা সব বুঝ্‌তেও পার্‌বে না।"

আমি বলিলাম,—

"বলনা গুছিয়ে।—পারব না কেন? অমন অধীর হ'লে চল্‌বে কেন? যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুলও তো আছে।"

ব্যারিষ্টার সবলে আমার হাত দুটা চাপিয়া ধরিয়া কাতর-নয়নে আবার আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি বলিলাম,—

"বন্ধু, তুমি আশ্বস্ত হও। যদি তোমার এ বিকারের কোনরূপ প্রতিকার থাকে"—

সে উঠিয়াই আমাকে জোর করিয়া টানিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। ঘন ঘন সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বলিল,—

"Canst thou not minister to a mind diseased?"

আমি চটিয়া বলিলাম,—

"দেখ, তুমি ওরকম কর্‌লে আমি কিছুই করতে পারব না।"

সে বলিল,—

"কর্‌বে?"

আমি বলিলাম,—

"তুমি কি তার সন্দেহ কর? তুমি যদি জলে ডুব্‌তে চাও, আমি দড়ি কল্‌সী যোগাড় ক'রে দেব না? এ কি কথা? এখন বল, কোথায় সে রূপসীকে দেখ্‌লে।"

"পার্কে। একদিন সন্ধ্যার পর খুব চাঁদ উঠিয়াছে, আর মিঠে মিঠে বাতাস বইছে। সুন্দরী বাপের হাত ধ'রে পায়-চারি ক'রে বেড়াচ্ছিল। তার পরদিন সকাল বেলা আমি অম্‌নি মিঃ গ্যাঙ্গুলীকে সম্মান প্রদান করতে গেলুম।

"কেন? গ্যাঙ্গুলীকে কি এতদিন কোর্টে সম্মান প্রদান করা হয় নি?"

"আরে, তুমি ত ভারি বোকা! তিনি practice করেন—High Courtএ, আমি করি, Lower Courtএ—দেখা-শুনা হয়নিতো! আর হবেও না। যা হোক্, গ্যাঙ্গুলী

তখন বাড়ী ছিলেন না। এই সুন্দরী—এই অপ্সরী—এই কিন্নরী —এই হুরী—এই পরী—যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়ালেন! বন্ধু, তুমি স্বর্গের বাজ্‌না কখনো শুনেছ?"

আমি বলিলাম,—

"না।—শপথ করিয়া বলিতে পারি—না। সে কি রকম?"

"সে ঐ সুন্দরীর স্বর যে রকম। সুন্দরী আমার দিকে চেয়ে কপাল কুঁচ্‌কে একটু বিরক্তভাবে বলিল,—

'আপনি কা'কে খোঁজেন?'

বাস্, এই হ'য়ে গেল আর কি! আমি বলিলাম,—

"আমি মিঃ গ্যাঙ্গুলীকে সম্মান দেখাতে এসেছি।'

তিনি বলিলেন,—

আজ তাঁর দেখা পাবেন না, কাল আসবেন।'

"কি করি, আর অপেক্ষা করতে পারলুম না, চলে এলুম।"

কিন্তু চ'লে আস্‌তে আস্‌তে একবার ফিরে দেখ্‌লুম যে, আমার অভিসার ব্যর্থ হয় নি, সুন্দরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ্য কর্‌ছেন। এমনি ক'রে, যাওয়া আসা সুরু হ'ল। কিন্তু গাঙ্গুলীর সঙ্গে আর দেখা করলুম না। শুন্‌লুম সে বড় খাম্‌-খেয়ালী লোক, হয় ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে দেবে না। ক্রমে, লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে আস্‌তে, বুঝ্‌লুম, মিস্ গ্যাঙ্গুলী

কবিতা ভালবাসেন, ফুল ভালবাসেন, আর তার আনুসঙ্গিক যত কিছু আছে—অর্থাৎ আকাশ, বাতাস, জ্যোৎস্না, চাঁদের আলো, সবই ভালবাসেন। ভায়া এতকাল ধ'রে আইন পড়লুম, লাহোরের অলিগলি মক্কেল খুঁজে খুঁজে মরলুম, কিন্তু মিস্ গ্যাঙ্গুলীর হৃদয়ের ভেতর ঢোক্‌বার পথ যে কোন্ দিক দিয়ে, তা টের পেলুম না। একদিন হঠাৎ সে দরজা খুলে গেল!—"

এদের কোর্টশিপের গল্পটাও বেশ জমে আস্‌ছে, আমারও শুনিবার কৌতূহল ক্রমে বাড়িতে লাগিল। আমি খুব আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"তার পর, তার পর ?"

ব্যারিষ্টার বলিল,—

"আমি আনাগোনা করতুম ; বুড়ো গ্যাঙ্গুলী যখন বাড়ী থাকৃত না অর্থাৎ কোর্টে বেরুতো। অমনি রোজ যাই আর চপলার সঙ্গে প্রেমালাপ করি। মিস্ গ্যাঙ্গুলী থাকেন, আর তাঁকে মানুষ করেছিল এক বুড়ী দাই, সেই থাকে তাঁর পাহারা। একদিন গিয়ে দেখি, মিস্ গ্যাঙ্গুলী গান কচ্ছেন, আমি আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরের কোনে প্রকাণ্ড হারমোনিয়ম-টায় বসে গেলুম, আর, তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে লাগলুম। তিনি বিভোর হইয়া গাইছিলেন, আমার বাজনার

সঙ্গে তাঁর গাইবার উৎসাহ শতগুণে বেড়ে গেল। এইতেই বুঝতে তো পারছ, আরো কি বল্‌তে হবে?"

আমি বলিলাম,—

"হবে বৈকি? আমি ও সব ভাল বুঝিনে।"

"তবে কি ছাই বোঝো! শোনো, তিনি গান গান, আমি তাঁর মুখপানে চেয়ে বাজাই, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি! তার পর, একদিন হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

'আপনি কোর্টে যান না কেন?'

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করলুম,—

'কোর্ট বড় না কোর্ট্‌শিপ্‌ বড়?"

দেখ্‌লুম, মিস্‌ গ্যাঙ্গুলী যে অত গোলাপ ভালবাসে, তার মানে আছে। আমি তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা প্রত্যক্ষ করলুম। বুঝলুম যে, আমার ঔদ্ধত্য তাঁর অপ্রিয় হয়নি, কাঙ্গালকে একবার শাকের ক্ষেত দেখালে, তাকে সামলানো দায়!—জান তো? তোমরা জান্‌তে, আমি ভালমানুষটির মতো নিত্যি আদালতে যাচ্ছি; এখন বুঝছো, কোথায় যেতুম।

ক্রমে একদিন বিবাহের কথা তুললুম। চপলা চকিত হয়ে, ঘাড় হেঁট্‌ ক'রে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন—

"হায়রে বসন্তে যথা—

শ্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম কাননে !”

এখানে “কুসুম-কানন” মানে ডি, পি, চট্টরাজ— (D. P. Chattaraj)—হায়রে প্রবল ঝড়ে যেমন চালের মট্‌কা উড়ে যায়, সেই দীর্ঘশ্বাসে তেমনি ডি, পি, চট্টরাজের আশা বাড়ী একেবারে ভূমিসাৎ !”

বলিয়া সে একেবারে এমন ক’রে ঠোঁট্‌ দু’ট চেপে বস্‌লো যে আমার মনে হ’ল, আর জীবনে সে মুখ খুল্‌বে না !

আমি সহানুভূতিস্থচক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলুম,—

“তারপর ? আশা বাড়ী তো ভূমিসাৎ !—”

“তারপর আমিও কূপকাৎ ! বন্ধু, ডি, পি, চট্টরাজকে আর তোমরা দ্বিজপদ চট্টরাজ ব’লে ডেক না—ডি পি এখন দ্বিজপদ নয়—ডিসাপয়েণ্টেড্‌ (Disappointed) কিম্বা ডেস্পেয়ারিং (Despairing) । চট্টরাজ অর্থে লাভার (lover) অর্থাৎ Disappointed or Despairing lover—কি না ‘হতাশ-প্রেমিক’ ।”

আমি বলিলাম,—

“ভাল, হতাশ প্রেমিক ! তুমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে একেবারে হতাশ হয়ে পড়্‌ছ কেন ?”

সে বলিল,—

"ভাইরে, বন্ধুরে, প্রাণের তারিণী শঙ্কর রে, আমার প্রাণের প্রাণ "মুখ্‌রাজ্‌" রে, সরলা বালা যখন বিবাহের কথায় একেবারে বিরহের লক্ষণ প্রকাশ করে ফেলে, তখন জান্‌বে, ভিতরে একটা গোলযোগ আছেই আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কে সে সৌভাগ্যবান্, যার জন্য আমায় প্রত্যাখ্যান কর্‌ছ?"—এখানে সৌভাগ্যবান্ অর্থে হতভাগা। তার মুখ আবার লাল হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে—'আমি আর কাউকে ভালবাসিনি।'—'আর'—এই ছোট্ট 'আর' কথার যে এত মানে হ'তে পারে তা কোন অভিধানে পাবে না। এখানে 'আর' মানে ডি পি চট্টরাজ কিন্তু এবার Disappointed নয় দর্পিত চট্টরাজ অর্থাৎ চট্টরাজ ছাড়া আর কাউকে ভাল বাসিনি। ভাবলুম, আমাকে ভালবাসে অথচ বিবাহের বেলা চুপ্‌! অবশ্য তার মানে আছে, কিন্তু কুমারী চপলা তা বুঝিয়ে বল্‌তে অক্ষম। আমি সেই বুড়ী দাইএর স্মরণাপন্ন হলুম। তাকে বল্‌লুম—"দাই মা।"

মাতৃ সম্বোধনে সে গ'লে গেল, অমনি তৎক্ষণাৎ দশটাকা প্রণামী পায় নয় তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"চপলার বিবাহের কি হচ্ছে?"

সে বল্‌লে,—

"এই লাহোরে কে একজন দ্বারিক প্রসাদ চট্টরাজ আছে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক্ হচ্ছে।"

সেখানে যদি একখানা চেয়ার না থাক্‌ত, আমি মূর্চ্ছা যেতুম। দাই আমার অবস্থা ঠিক বুঝ্‌লে না, বলে যেতে লাগ্‌ল।

"সেই দ্বারিক প্রসাদের অনেক টাকা কি না? চপলার বাপ মিন্‌সে এত রোজগার করে, তবু টাকার খাঁই মেটে না। দু'হাতে খরচ করে কি না? এক দিক্ দে ঢোকে, একদিক দে বেরোয়। নিজে তো কিছু রেখে যেতে পারবে না, তাই ঠাউরেছে—ওই টাকার কাঁড়ির সঙ্গে চপলার বে দেবে। নাতি-নাত্‌নী হবে সিকি-দু-আনী! মেয়ের একটা হিল্লে ক'রে যাবে। সে ছোঁড়া আমার চপলাকে কোথায় দেখেছিল, জানিনি। সে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে। তাকে লোক পাঠিয়েছিল। চপলার বাপ বলেছে—"যদি সে আমার মেয়েকে তার সব টাকা—বিষয় সম্পত্তি লিখে পড়ে দেয়, আর আমার বাড়ীতে এসে ঘরজামাই হয়ে থাকে, তবে তাকে নিজেকে আমায় চিঠি লিখ্‌তে বোলো। তাকে দেখে তার সঙ্গে কথা ক'য়ে যদি আমার মেয়ের পছন্দ হয়, তো তাকে মেয়ে দেব। মিন্‌সের এমনি টাকার ঝোঁক। সে পাত্তোর কেমন, একবার চোখে দেখ্‌লে না! তার খুব টাকা আছে শুনেই নেচে উঠেছে।"

দ্বারিকাকে যে আমি চিনি, সে কথা বলিলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"তার চিঠি এসেছে? সে ঘরজামাই থাকতে রাজি?"

দাই বল্‌লে,—

"ঐ খানেই গোল বেধেছে। সে-ও মায়ের এক ছেলে, ঘর জামাই থাক্‌'বার জন্য মা'কে রাজি কর্‌তে পার্‌ছে না। তা বাবা, সে মা'র আদুরে ছেলে, মা কি তার আব্‌দার না শুনে পারে? হয় ত মাগী শুদ্ধ এসে ছেলের সঙ্গে বেই বাড়ীতে বাস কর্‌বে।"

ভায়া, সেদিন যে চপলাকে "গুড্‌ বাই" ক'রে চলে এসেছি, আর সেখানে যাইনি। এক একবার রাগ হয়, দ্বারিক ব্যাটার নামে criminal mis appropriation এর চার্জ্‌ আনি।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলি[illegible]'—

" Criminal misappropriation!"

বন্ধু বলিল,—"নয়? সেই কেলে কিষ্টে বাবুকে বেটা চপলাকে আত্মসাৎ করবে? আর বুড়ো ব্যাটা তাতে Aiding and abetting?" শুধু criminal mis appropriation!— টাকার লোভ দেখিয়ে চপলাকে 'co-ercion' কর্‌ছে। তার পর ধর, এতে আমি ক্ষেপে যেতে পারি, খুনোখুনি করতে পারি, ঝাঁ ক'রে একটা ব্রিচ্‌ অব্‌ দি পাবলিক্‌ পিস্‌ (Breach of the

public peace) হ'তে পারে ! and whoever commits an act likely to endanger public safety—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—

"আরে থাম, থাম !"

"থাম্‌ব ! আচ্ছা, তোমার কথায় থাম্‌লুম, কিন্তু A horse ! A horse ! my Kingdom for a horse !—এখানে horse অর্থে চপলা গ্যাঙ্গুলী। মিস্ চপলা গ্যাঙ্গুলী কবিতা ভাল বাসেন, তাই কবিতা লেখা অভ্যাস করেছি। তুমি যদি আমার 'পোড়া সল্‌তে,' 'চাম্‌চিকের বিলাপ,' 'কাকের অবৈধ জনতা,' 'ছিন্ন পুঁটুলি,' 'খোলামকুচির প্রেমালাপ.' 'ছেঁড়া চুল,' 'দড়ির হা হুতাশ'—এ সব কবিতা যদি শুন্‌তে, তাহ'লে বুঝতে, স্পর্শমণি সত্যই লোহাকে সোনা করে !"

আমি বলিলাম,—

"ভায়া, আমি না শুনেই বুঝ্‌ছি, বিশেষতঃ ঐ 'দড়ির হাহুতাশ'টা। সেটা নিশ্চয়ই খুব চমৎকার হ'য়েছিল, কেননা প্রেমে গলা বেষ্টন করতে না পেরে তার যে কি আক্ষেপ !—"

বন্ধু চটিয়া বলিলেন,—

"দেখ, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না !"

আমি বলিলাম,—

"না। সে কথা ঠিক্ !—এখন কি চাও, বল।"

ব্যারিষ্টার উত্তেজিত হইয়া বলিল,—

"চাই! চাই ধন্য হতে, চাই মানব জীবন সার্থক কর্‌তে, চাই সেই সিনিয়রের (Senior) মুণ্ডপাৎ কর্‌তে, আর তার কন্যাকে আমার ব্রাহ্মণী কর্‌তে।"

"চাও তো, কিন্তু কেমন ক'রে হবে ?"

"সে তুমি বোঝো। খুব লম্বা কথা কইলে, কি চাও ? আমি তোমায় বল্‌লুম, যা চাই।"

"আচ্ছা ভায়া, এ দ্বারিক্ চট্টরাজকে তুমি চেন ?"

"সে ব্যাটাকে চিনিনি ? সে আমাদের জ্ঞাতি। তার ঠাকুরদা এখানে এসে ব্যবসায় অনেক টাকা রোজকার করে। তাদের ধরেই আমার বাপ এখানে এসেছিলেন। ব্যাটা বদ্‌খৎ, বেয়াড়া বুনো বয়ার !—ধারে না লেখা পড়ার ধার ! ব্যাটা বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার ! আর আমার কপালে খার ! ভায়া, একে যদি করতে পার পগার পার, তাহলে আমাকেও বাঁচাও, চপলাকেও বাঁচাও। একেবারে এক ঢিলে দুই পক্ষী মরবে।"

সত্য ! মা বলেন, এমন রোগ নেই যার ওষুধ নেই। দেখা যাক্ না কত দূর কি হয় ! বন্ধুকে বলিলাম,—

"ভায়া ঘাব্‌ড়োনা।"

বন্ধু বলিল, "কেন ঘাব্‌ড়াবনা ! খুব কর্‌ব ঘাব্‌ড়াব। ঘাব্‌ড়ালে সে বুড়ো ব্যাটা কি কর্‌বে ?"

আমি বলিলাম,—

শোনো, আগে আমি একবার সহর জমিন তদন্ত ক'রে দেখি। যদি কিছু করতে পারি। না পারি তখন ঘাব্‌ড়ো।"

ব্যারিষ্টার দাঁড়াইয়া উঠিল। সোৎসুক নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল,—

"Arm! Arm! it is—it is—the cannon's opening roar!—অস্ত্রধর, অস্ত্রধর, প্রেমের গর্জ্জন! এখানে cannon মানে কামান নয়—প্রেম। যাও বীর, অক্ষয় যশ উপার্জ্জন ক'রে এস। বিজয় লক্ষ্মীর জয়মাল্য মাথায় জড়িয়ে এস, আর মাঝে মাঝে আমার মিস্ চপলার খবরটা দিয়ে যেয়ো।"

আমি বিদায় হইলাম।

৪

খবর নিলুম, গাঙ্গুলী একজন লোক চায়, তার ফায় ফরমাস্ খাটবে। কিন্তু বোকা সোকা লোক হবে। উনি যা বল্‌বেন, বাচ্ বিচার না ক'রে তাই কর্‌বে। তার ডান বাঁ জ্ঞান থাক্‌বে না। দেখ্‌বে, তাঁর চোখে, শুন্‌বে তাঁর কানে, আর ওগ্‌রাবে তাঁর কথা—হজম্ না করে। কোন চতুর লোক একবার কি তাঁর অনিষ্ট করেছিল, সেই থেকে হুঁসিয়ার হ'য়েছেন।

এই ত সুযোগ! শত্রুর কেল্লায় প্রবেশ কর্‌তে হবে—all is fair in love and war. "ব্যারিষ্টার বন্ধু হয়ত এর অনুবাদ কর্‌ত "প্রেমে কি আহবে হয় সকলই সুন্দর।" একটা মৎলব এঁটে মাকে বল্‌লুম,—

"মা!"

"কি?"

"আমাদের ব্যারিষ্টারের গতিক বড় ভাল নয়!"

মা আমার মূর্ত্তিমতী জগদ্ধাত্রী। এমন হতভাগ্য কেহ নাই, যার জন্য তাঁর চক্ষে করুণার অশ্রুর উদয় হয় না। মুখে দরদের 'আহা!" নির্গত হয় না। আমি এ ছোট্টখাট্ট মানুষটির হৃদয়ের অন্ত পেলুম না। এ হৃদয়ের করুণাধারা যে দুগ্ধরূপে পান করেছে, সে সত্যই ভাগ্যবান্। আমার মা আমার নরজন্মের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ব'লে মনে করি। ব্যারিষ্টারের কথা শুনিয়াই মা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"কেন রে, কেন রে!—কি হয়েছে!"

"সে পাগল হবার যোগাড় হয়েছে।"

"কেন! কেন?"

"বের জন্যে!"

"ওমা! তাই বল্, তা বে করুক না, বেশ তো।

তোর মতন সব্বাই নাগা সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকবে নাকি? আপনি বে করবি না, পাঁচজন বন্ধুবান্ধব—তাদেরও বে করতে দিবিনি!"

"দেব না কেন, মা? আমি যে তার ঘটকালি করতে যাচ্ছি।"

"হাঁরে খোকা! এত লোকের বের ঘটকালি করে বেড়াচ্ছিস, আমার একজনের বে দিয়ে দেনা?"

"কেন দেবনা, মা!"

"দিবি, বল্?"

"হাঁ দেব—নিশ্চয় দেব। যদি ভাল পাত্তোর হয়, বের ভাবনা কি?—কার মা?"

"এই তোর কথাই বল্‌ছিলুম। দেখিস্ বাছা, আমায় কথা দিয়েছিস!"

আমার পাঠক পাঠিকাকে আমি একটি কথা বলিয়া রাখি, মায়ের কথা মনে হ'লে আমার কথা ফুরোয় না। আমার এই দুর্ব্বলতাটুকু ক্ষমা করিতে হইবে। আমি মাকে বলিলাম,—

"মা, আমি তোমায় বলেছি, ভাল পাত্তোর হ'লে বে দিয়ে দেব! যাক্ সে কথা, এখন শোনো, ব্যারিষ্টার যে মেয়েটিকে বে করতে চায়, তার বাপকে কোন রকমে রাজি করতে হবে। লোকটা এক রকমের! আমায় তার সঙ্গে সঙ্গে

থাকতে হবে। রাজি করবার জন্যে সময় মত কথা পাড়তে হবে। কিছু দিন যদি সময়মত আমি আস্‌তে যেতে না পারি, তুমি ভেবো না। মনে করো না, তোমার খোকা কচি খোকা ; গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়েছে।"

মাকে সম্মত করিয়া আমি বাহির হইলাম, গরীব লোকের মত বেশ করিয়া। মার চরণ স্মরণ করিয়া মিঃ গ্যাঙ্গুলীর বাড়ী গিয়া উঠিলাম। গ্যাঙ্গুলীর বাংলোর সাম্‌নে ফুল বাগানে দুইখানি চৌকিতে পিতা ও দুহিতা বসিয়া আছেন। তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। আমি সেলাম করিয়া দাঁড়াইলাম। গ্যাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি ?"

"হুজুর ! আপনি একজন লোক খুঁজ্‌তে ছিলেন—"

"ওঃ—তুমি সেই কাজ চাও ? পূর্ব্বে কোথায় চাকরী করতে ?"

"হুজুর ! চাকরী কোথাও করিনি।"

"ওঃ—চাকরী কোথাও করনি ? তবে এখন কেন চাকরী করতে এসেছ ?"

"তাই তো হুজুর ! কেন এসেছি, তা তো বল্‌তে পারিনি। চাকরী করতে ইচ্ছা হয়েছে, সমস্ত দিন ব'সে ব'সে ভাল লাগে না।"

"হুঁ—বল, থাম্‌লে কেন?"

"আজ্ঞে, আর কি বল্‌ব?"

চপলা এতক্ষণ গোলাপ কলি এবং ফার্ণ লইয়া বাটন্ হোল্ (Button hole) তৈরি করিতেছিল। ব্লাক্ প্রিন্স্ (Black prince) গোলাপের কুঁড়ি মেইডেন্ হেয়ার্ (Maiden hair) ফার্ণ অতি নিপুন হস্তে সোনালি সিল্কের সুতোয় বাঁধিতেছিল। খানিকটা সুতা বড় হইল। নিজে টানাটানি করিয়া ছিন্ন করিতে পারিল না। হঠাৎ আমার হাতে সেই তাড়াটি দিয়া বলিল,—

"এইটে ছিঁড়ে দাও দিকি?"

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে লইয়া অম্লান বদনে ফুল ফার্ণ টুক্‌রো টুক্‌রো-করিয়া ছিড়িয়া তাঁহারই হাতে ফিরাইয়া দিতে যাইতেছি, তিনি একটা 'উঃ' বলিয়া হাত গুটাইয়া লইলেন এবং স্তম্ভিত বিস্মিত ভাবে বড় বড় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ গ্যাঙ্গুলী হো হো করিয়া হাসিয়া হাত তালি দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাভো! ব্রাভো!"

বুঝিলাম, আমার জয় হইয়াছে। গ্যাঙ্গুলী বলিলেন,—

"আজ থেকে—এই মুহূর্ত্ত থেকে, আমি তোমায় কাজে নিযুক্ত কর্‌লুম।"

মিস্ চপলা পিতার কথা শুনিয়া বিস্মিতনেত্রে তাঁহার মুখের পানে একবার চাহিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। গ্যাঙ্গুলী বলিলেন,—

"কেমন, তুমি পারবে তো?"

"আজ্ঞে এই ফুলের তোড়া ছিঁড়তে, হুজুর? তা পারবো বই কি।"

গ্যাঙ্গুলী এবারও উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

"না, শুধু তাই নয়। আরো দুই একটা কাজ আছে। যেমন যেমন ব'লে দেব তেমনি করতে পারবে তো?"

"আজ্ঞে, মনে হয় তো পারব।"

"কিন্তু এক সর্ত্ত। এখানকার কথা কারো কাছে কোথাও গল্প করতে পারবে না। এই জন্যেই আমি পাঞ্জাবী লোক রাখ্ছি, নইলে বাঙ্গালা থেকে বাঙ্গালী ঢের আনিয়ে নিতে পারতুম। বাঙ্গালীগুলো বড় ফাল্‌তো বকে।"

"আজ্ঞে, কোন্‌খানে কাজ করি, তাও কি বল্‌তে পারব না?"

"না।"

"তবে কি বল্‌ব?"

গ্যাঙ্গুলী বলিলেন,—

"আচ্ছা, সে আমি পরে ব'লে দেব, কি বল্‌বে।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর! কিন্তু আমারও এক সর্ত্ত আছে। আমি বাড়ীতে গিয়ে খাব আর রাত্রে আপনার এখানে থাক্‌ব না!"

মিঃ গ্যাঙ্গুলীর একটি স্বভাব ছিল, মনের মধ্যে যখন কোনো কথা লইয়া তোলাপাড়া করিতেন, তাহা বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে করিতেন। বোধ করি, কোর্টে বক্তৃতা করিয়া করিয়া তাহা এই স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। নিজেকে নিজে বক্তৃতা করিয়া কথা বলেন। আমি আমার সর্ত্তের প্রস্তাব করিলে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন অর্থাৎ বিড় বিড় করিতে লাগিলেন।

"তাই তো, লোকটা বোকার যাসু। হা—হা—কি মজা! সুতোটা ছিঁড়তে বল্‌লে, তোড়াটা অনায়াসে সে কুচি কুচি ক'রে ফেল্‌লে! এমন মনের মতন লোক শীগ্‌গীর পাবনা। এই তো এদ্দিন খুঁজ্‌ছি।—ওহে! তুমি রাত্তিরে থাকবে না বল্‌ছ, সন্ধ্যার পর যদি কোনো কাজ পড়ে?"

"আজ্ঞে, কাজ করে দিয়ে যাব কিন্তু থাক্‌তে পার্‌ব না।"

"বেশ তাই। কি হ'লে তোমার চলে?"

"আজ্ঞে, তা তো বল্‌তে পারিনে! সে আমার মা জানে।—তা কি দিতে পারেন? যা দেবেন তাই, আমার খালি এক মা।"

"আচ্ছা বেশ, তোমার কাজ দেখে যদি সন্তুষ্ট হই, বেশ ক'রে খুসী ক'রে দেব।"

চাকরী স্থির করিয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম।

৫

পরদিন মিঃ গ্যাঙ্গুলী আমাকে চাকরীতে রীতিমত বহাল করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া রহিলাম।

মিস্ চপলা সহসা তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমাকে দেখিয়াই আবার ঢুকিয়া পড়িলেন। তার পর আবার একবার দ্বারদেশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলেন। আমি বুঝিলাম, ইনি আমাকে এক অদ্ভুত জানোয়ার ঠাওরাইয়া বসিয়াছেন, তাই নিকটে আসিতে ভয় পাইতেছেন। এমনি দুই তিনবার কক্ষ মধ্য হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া অবশেষে সাহসে ভর করিয়া তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিতেই আমি একটি সসম্ভ্রম সেলাম দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি আর কোথাও চাকরী করনি?"

আমি বলিলাম,—

"হুজুর, চাকরী বাকরী আর কোথাও করি নি। তবে

একজন ব্যারিষ্টার বাবু আমায় বড় ভালবাসেন, তাঁর কখনো কখনো ফায়টা ফরমাসটা খাট্‌তুম।"

মিস্ চপলা গালে হাত দিয়া বলিলেন,—

"ও মা! এমন লোকও আছে, তোমায় দিয়ে ফায় ফরমাস খাটায়।"

"আজ্ঞে, সকল কুকুরেরই মুগুর আছে!" উত্তরটাতে মিস্ চপলা বোধ হয়, একটু খুসী হইলেন। বলিলেন,—

"বল তো, বল তো, সে ব্যারিষ্টার কে? তাঁর নাম জেনে রাখা দরকার। তোমার মতন লোককে দিয়ে যিনি কাজ আদায় ক'রে নিতে পারেন, তিনি হয় তোমারই মতন, নয় খুব বুদ্ধিমান।—কে ব্যারিষ্টার?"

"আজ্ঞে, তাঁর নাম চট্টরাজ সাহেব। কিন্তু লাহোরে তাঁকে অনেক লোকে নামটা সোজা ক'রে 'চটি' সাহেব ব'লে ডাকে।"

চট্টরাজ সাহেবের নাম করিতেই মিস্ চপলার মুখখানি লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল। তার পর 'চটি সাহেব' শুনিয়া তাঁর হাসি আর থামায় কে? অবশেষে সংযত হইয়া কিছু দূরে একখানা চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আচ্ছা, তুমি চটি সাহেবের কি কাজ করতে? তাঁর জিনিষ পত্র আসবাব বোধ হয় ভেঙ্গে চুরে তচ্‌নচ্‌ করতে?"

"আজ্ঞে, সব নয়। আর সব কথাও আমার মনে নেই।

তবে, এই গেল মাসে চার খানা চেয়ার, ছটা গ্লাস, চারটা ল্যাম্প—এই তচ্‌নচ্‌ করেছি।”

“তাঁকে আস্ত রেখে এসেছ তো?”

“আজ্ঞে হাঁ।—না—না—হুজুর, ঠিক আস্ত নয়, তিনি বড় অসুস্থ।”

“অসুস্থ! কেন, কেন, কি সে?—জ্বর হয়েছে না অন্য কিছু অসুখ?”

“আজ্ঞে তা বল্‌তে পারিনি, হুজুর! তবে দেখি, তিনি খালি কবিতা লিখ্‌ছেন।”

“তবে তো ভারি অসুখ! আচ্ছা, তুমি তাঁকে ছাড়্‌লে কেন?”

“আমি ছাড়ব কেন, হুজুর? তিনি আমাকে ছাড়্‌লেন।”

“কেন? তিনি তোমাকে ছাড়লেন কেন?”

“আজ্ঞে, তা তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। একদিন তিনি সন্ধ্যার পর বসে খাচ্ছেন, আমি সেই খানে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে ব’লে উঠ্‌লেন—মারো, মারো।—আমি আর দ্বিরুক্তি না ক’রে তাকে ঘা কতক দিয়ে দিলুম। তিনি রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন—ফুল! আমাকে মার্‌ছিস্ কেন? —মার্‌লি যে?—আমি তোকে, আমাকে মারতে বলেছি? রোজ ঐ বেরালটা দুধ খেয়ে যায় দেখিস্ নি?”

মিস্ চপলা মুখে রুমাল গুঁজিয়া হাসিয়া কুটিপাটি হইয়া একেবারে ফাটিয়া পড়িবার যোগাড়! আমি বলিলাম।—

"বলুন তো, হুজুর! আমি ফুল্ হলুম কিসে?"

"কেন? ফুল তো ভাল। তোমায় ফুল বলেছেন।"

"হুজুর! আমাকে ও ব'লে ঠাণ্ডা করলে চল্‌বে না। সাহেবদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে লিখতে পড়তে না জানি, ইংরেজি কথা দু'টো চারটে শিখেছি। ফুল মানে আহাম্মক হুজুর!"

"তারপর মার খেয়ে তোমার চটি সাহেব কি কর্‌লেন?"

"আজ্ঞে, এক পেয়ালা গরম দুধ খাচ্ছিলেন, সেইটে আমার গায় ঢেলে দিলেন।"

"তুমি কি কর্‌লে?"

"আমি বল্‌লুম,—হুজুর। দুধটা গায় ঢেলে দিলেন কেন? আমার গালে ঢেলে দিলেই তো পার্‌তেন।"

"ঠিক তো। এখন বোঝ, তুমি ফুল না তোমার চটি সাহেব ফুল। হাঁ—তারপর কি হ'লো?"

"চটি সাহেব বল্‌লেন, তুই আর এখানে থাকিস্‌নে।"

মিস্ চপলা বলিলেন,—

"তা হবেনা।—হাঁ—তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—এই—"

"মনে পড়্‌ছে না নাকি ?"

"আজ্ঞে হাঁ, মনে পড়্‌ছে, একটু একটু—"

"একটু একটু কি ? পূরো নামটা মনে নাই ?"

"আজ্ঞে, আছে বই কি হুজুর ! কিন্তু হুজুর যে তাড়া কচ্ছেন !"

"আচ্ছা, তোমার মনে করতে হবে না। আমি তোমায় 'দাদাভাই' ব'লে ডাক্‌ব। দেখ দাদাভাই, সেই চটি সাহেবের কাছে তোমায় যেতে হবে। তিনি তোমায় দেখে কি বলেন, কি করেন, এসে আমায় বল্‌তে হবে।"

"আমি তাঁকে গিয়ে বল্‌ব, আপনি পাঠিয়েছেন ?"

মিস্ চপলার মুখ আবার রাঙ্গা টুক্‌টুকে হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগে নয়। তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

"কখ্‌খনো না—খবরদার না—আমার নাম ক'রো না।"

"তবে তাঁকে কি বল্‌ব ?"

"বল্‌বে আবার কি ! এই যেন তাঁর অসুখ, আর তুমি তাঁকে দেখ্‌তে গেছ। কিন্তু আমাকে এসে বল্‌তে হবে, তিনি কেমন আছেন, কি কচ্ছেন, কি বল্‌লেন।"

আমি ইহাই চাহিতেছিলাম। আদরের 'দাদাভাই' সম্ভাষণ ইহারই জন্য। এ রমণী সত্যই আমার বন্ধুবরকে ভালবাসে। তাহার জন্য ইহার প্রাণ সমবেদনায় কাঁদিতেছে।

তাই সে কেমন আছে বা কেমন থাকে, খবর লইবার জন্য এত ছল—এত কৌশল করিতেছে।

শক্তি মূর্ত্তি স্থাপনা করিতে গেলে ভৈরব চাই, আর শিব স্থাপনা করিতে গৌরিপট্ট আবশ্যক। আমি এই ভৈরব ভৈরবীকে স্থাপনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিব। বেল্লা-মোহিতের ঘটকালিতে আমার পসার খুব বাড়িয়া গিয়াছে। অকর্ম্মন্য লোক, চাই কি এ ব্যবস্থায়টা করিয়াও দিন গুজরাণ হইতে পারে। সহৃদয় পাঠকপাঠিকার কাছে এই সুযোগে ঘটকালির আর্জিটা পেশ্ করিয়া রাখিলাম।

এখন দ্বারিক চট্টরাজকে স্বচক্ষে একবার দেখিতে হইবে। দক্ষ সেনাপতি যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশ কাল পাত্র স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কার্য্য করেন। আমি দ্বারিকের সহিত পরিচয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দ্বারিকের বাড়ী লাহোর সহরে নয়,—সহরতলীতে। এদিকে আমার আনা গোনা কালে ভ[illegible]। লাহোরে আমার পুরুষানুক্রমে বাস, কিন্তু আমি কিছুই চিনিনা। চিনি কেবল মাকে আর আমার ক্লাবের বন্ধুদের। আর সম্প্রতি কিছুদিন আগে একটি রত্ন চিনিয়াছি—আমার সেই ঠাকুরদাকে।

যাহা হউক খুঁজিয়া বাড়ী ঠিক করিলাম এবং সেই দিনই সন্ধ্যার পর কপাল ঠুকিয়া দ্বারিকের বৈঠকখানায় উপস্থিত

হইলাম। চট্টরাজ তখন 'সুধা পানে ঢল ঢল।' আমাকে দেখিয়াই সে বলিল,—

"কে বাবা! যমদূতের মতো এসে দাঁড়ালে? এখন স'রে পড়, আমরা একটু ফুর্ত্তি করছি। খোঁয়াড়ির সময় এসো।"

শৃগালের ঐক্যতান বাদনের ন্যায় চট্টরাজের পাঞ্জাবী ইয়ারবর্গ হুয়া হুয়া করিয়া রকম রকম সুরে হাসিল। আমি বলিলাম,—

"আমি ঘট্‌কালি ক'রে থাকি।"

বাবু বলিলেন,—

"বলছি এখানে কিছু হবে না। স'রে পড় না বাবা!"

"হুজুর। আমি ভিক্ষে করতে আসিনি, ঘট্‌কালি করতে এসেছি।"

"ও-ও-ও—ঘট্-ঘট্-ঘট্‌কালি! জয় মা, ঘট্‌কালি! জয় মা পট্‌কালী! জয় মা, রক্ষাকালী!"

বলিয়া মাতাল আমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"মা ঘট্‌কালি, আমার বে হ'য়ে গিয়েছে! কেবল মা বেটী বজ্জাতি ক'রে বৌ ঘরে আনছে না। তুমি যদি আমার বৌ এনে দিতে পার, আমি শনিবার অমাবস্যের ভৈরবী চক্কর ক'রে (হাতে সাপের ফণা দেখাইয়া) তোমায় পেট ভরে মদ পাঁটা দিয়ে পূজো দেব।"

আমি বলিলাম,—

"তথাস্তু! কাল দুপুর বেলা আমি আস্‌ব?"

মাতাল বলিল,—

"একেবারে বৌ সঙ্গে নিয়ে।"

"তথাস্তু!"

বাবু উঠিয়াই নাচিতে আরম্ভ করিলেন,—

"উর-র-র বৌ আস্‌বে ঘটকালী! উর্-র-র বৌ আস্‌বে পটকালী!

সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার বর্গও নাচিতে লাগিল। আমি সেই অবসরে প্রস্থান নয়—পলায়ন করিলাম। সর্ব্বনাশ! এই বেলেল্লা বেল্লিকের হাতে চপলা! ভৈরব ভৈরবীর চক্কর! মা ঘট্‌কালী, তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার কাছে জোড়া নর-নারী বলি দেব।

৬

পরদিন বাড়ীতে খাইতে আসিবার ছুটি পাইলে আমি দ্বারিকের নিকট গেলাম। তখন তাহার অবস্থা গতকল্যকার চেয়ে কিছু ভাল, কিন্তু মুখে গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে! আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—

"কে তুমি?"

আমি উত্তর দিলাম,—

"আমি কাল আসিয়াছিলাম, ঘট্‌কালি করিতে।"

বাবু বলিলেন,—

"ঘট্‌কালির মতো ঘট্‌কালি কর্‌তে পার তো বে করতেও রাজি, বখ্‌শিস্‌ দিতেও রাজি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কি রকম ঘট্‌কালি আপনি চান?"

"রকম সকম আমি বুঝি না। আমি চাই চপলা গাঙ্গুলীকে বে করতে।"

আমি মনে মনে বলিলাম—"আর সে চায় তোমার মুখে ঝাড়ু মারতে।"

আমার মনে হইল, এই ম'দো মাতালের মুখে চপলার নাম উচ্চারিত হইয়া কলঙ্কিত, অপবিত্র হইয়াছে।

বাবু বলিলেন,—

"কি, একেবারে চক্ষুস্থির! ব'লেছি তো তোমার কর্ম্ম নয়!"

"আমার কর্ম্ম নয় তো কার কর্ম্ম? মিঃ গ্যাঙ্গুলী তাঁর মেয়ের সম্বন্ধের সমস্ত ভার আমার উপর দিয়েছেন।—আমার কর্ম্ম নয়! কি, আমি না সম্বন্ধ কর্‌লে, সে মেয়ের কে বে দেয়. দেখ্‌বো!—হুঁঃ, আমার কর্ম্ম নয়!—বেশ, আমি চল্‌লুম!"

আমি চলিয়া আসিবার ভান করায় চট্টরাজ বলিল,—

"চটো কেন?—আ-হা-হা—শোনোই না। বলি—"

"আর বলাবলি কি মশায়? আমি কথা না পাড়্‌তেই, আপনি ব'লে বস্‌লেন—তোমার কর্ম্ম নয়। নয় তো নয়!"

"আচ্ছা, বাবা ঘাট্ হয়েছে। বল্‌ছি—তোমার কর্ম্ম—তোমার কর্ম্ম—তোমার কর্ম্ম—এই তিন সত্যি কর্‌লুম!"

মাতাল ক্রমেই পাকিয়া উঠিতেছে। আমি দেখিলাম, কাজ বাগাইবার এই সময়। বলিলাম,—

"আমাদের চটাচটি কি বাবু,—গরীব লোক, একটা সম্বন্ধ পাকাপাকি করতে পারলেই দু'পয়সা পাব।"

বাবু বলিলেন,—

"দু'পয়সা কি! আমি তোমাকে দু'শ মোহর দেব। কিন্তু বাবা, এক যায়গায় বাধ্‌ছে।"

"কি, গিন্নী মা ঘরজামাই হ'তে দিতে রাজি হচ্ছেন না?"

"ই-য়া, ই-য়া, ই-য়া! তুমি ঠিক বুঝেছ। সব জানো দেখ্‌ছি! বল তো, বাবা ঘটকালি! তোমার গিন্নীমাকে নিয়ে এখন কি কি করা যায়?"

"আজ্ঞে হুজুর, সে ভার আমার। গিন্নীমাকে বুঝিয়ে রাজি কর্‌বার ভার আমার।"

"কে বাবা তুমি সুবচনীর হাঁস! বাবা হংস, আমাকে

বর দাও, যেন ড্যাং ড্যাং ক'রে গিয়ে চপলা গাঙ্গুলীর বর হ'য়ে বাসরে ব'সতে পারি।"

এই সময় কাজ আদায় না করিলে বেটা ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিবে। বলিলাম,—

"বাবু, সন্ধ্যার পর চালাবেন এখন। এখন কাজটা পাকাপাকি হোক্।"

"একটু পেকে পাকাপাকি কর্‌লে হবে না?"

আমি হাত যোড় করিয়া বলিলাম,—

"মাপ কর্‌বেন! সে ব্যারিষ্টার, তাঁর কাছে কাঁচা চাল চল্‌বে না।"

মাতাল বলিল,—

"তাই তো বুদ্ধিতে পাক ধরাচ্ছিলুম! আচ্ছা, তুমি বল্‌লে,—এই গেলাস নাবিয়ে রাখ্‌লুম। কি করতে হবে, বল বাবা মঙ্গলচণ্ডী! এই গেলাসের চার পাশে গণ্ডী দিলুম। এখন আর ছোঁব না—খাব না। খাই যদি তো গোরক্ত, ব্রহ্ম-রক্ত!"

বলিয়াই ছোঁ মারিয়া গেলাস তুলিয়া লইয়া চোঁচা পান করিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম,—

"দোহাই বাবু, একটু থামুন।"

"থেমেছি তো। দিব্যি ক'রেছি, তোমায় কথা দিয়েছি, আর খাই? কি বল? মা বেটীকে রাজি কর্‌তে পার্‌বে?"

"হুজুর, গিন্নীমাকে পরে এক সময় রাজি কর্‌লেই হবে। আপনি আগে তো বিয়ে ক'রে ফেলুন।"

"ঠিক্‌ বলেছ! তোমার বড় জবর মৎলব! এক গেলাস খাও, আরো মাথা খুল্‌বে।

"হুজুর, আমার মাথার চারদিক খোলা। দরজা, জান্‌লা, খড়খড়ি সার্সি—সব একেবারে হাট! আর খুল্‌লে, যে টুকু বুদ্ধি আছে, সব উড়ে যাবে।"

"বন্ধ করে দাও—বন্ধ ক'রে দাও! খবরদার বলছি, বুদ্ধি যেন উড়তে দিয়ো না। কি বল, আগে বিয়েটা ক'রে ফেলা যাক্‌। তারপর সময় মত গায় হলুদ হবে।—কেমন?—তুমি আচ্ছা মৎলববাজ!

"হাঁ হুজুর! কিন্তু একটা যে বড় গোল বেধে আছে?"

"আবার কি গোল! আরে ছ্যাঃ,—কোথায় আকাশ-পিদ্দিম আর কোথায় গঙ্গা-ফড়িং—একেবারে ঘাসের ওপর চিৎপাৎ! তোমার কি একটু দয়ামায়া নেই? কি দাগাটা দিলে বল দিকি!"

"আজ্ঞে বাবু, দাগা কি? কিসে দাগা? আপনি তো আপনার বিষয় সম্পত্তি টাকা-কড়ি সব লিখে দিতে রাজি?"

"কাকে ? তোমাকে ? অস্তরা ভাঙ্গ না, বাবা !"

"আমায় কেন, হুজুর ?—চপলা গাঙ্গুলীকে।"

"আলবৎ ! শুধু বিষয় সম্পত্তি কি, চপলা গাঙ্গুলীকে আমি দাসখৎ লিখে দেব, তার বুড়ো বাপকেও দেব, তোমাকেও দেব। তুমি আমার বৌ এনে দাও। চপলাকে দিও আর কিছু মদের খরচ দিও, বেশী নয় বাবা, রোজ চার বোতলের দাম দিও।"

"সে সব ঠিক্ হবে। আপনি ঠিকানা লিখে দিন না!"

"বেশ কাগজ কলম নিয়ে এস ! দাওয়ানখানায় যাও।"

আমি তৎক্ষণাৎ গিয়া দোয়াতকলম, কাগজ, খাম আনিলাম। বাবু বলিলেন,—

"লেখো।"

আমি বলিলাম, —

"হুজুর, এ প্রণয়পত্র, আপনি নিজে হাতে লিখুন।"

হুজুর বলিলেন,—

"আমি কোনো কালে লিখিনি, খালি সই করি। জানো চাঁদ ঘটকালি,—বড মানুষী কেতা শেখ। সরকার লেখে, বড় লোক সই করে। সেই মক্‌সো কর্‌তে তিন রিম্ কাগজ গেছে ! লেখ বাবা লেখ, আমি সই ক'রে দেব। লেখ—'মেরি পিয়ারী, আমি তোমার নয়ন-কুঞ্জের দোয়ারী।—"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আহ্লাদে আটখানা। নাচিল না, কেননা এখনও তত নেশা হয় নাই। বলিতে লাগিল,—

"হায়, হায়! কেয়া কহে না!—দোহা বন্ গিয়া, ভেইয়া! মেরী পিয়ারী, আমি তোমার চরণ-কুঞ্জের দোয়ারী।—দোয়ারী —যেমন রাধার কুঞ্জে পাহারা—চুড়ো বাঁধা দোয়ারী—দরোয়ান। আবার এদিকে দোয়ারী কিনা—আমি দ্বারিকপ্রসাদ চট্টরাজ।—সাবাস্!—সাবাস!—কেয়া দেলখোস্! কি বল, বাবা ঘটকালী, কেমন? কবি কিনা, বল? ছুটো, বাহাবা দাও, বাবা—নইলে ছাতি হবে কেন?—ছাতি বাড়াও! বাবা ঘটকালী, দেখো বাবা, যেন শেষ বল্‌তে না হয়—বেটা ঘটকালি! বাহাবা! আজ কেয়া বখ্‌ত্! আমার নাচ্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে।"

আমি সভয়ে তাড়াতাড়ি বলিলাম,—

"বাবু চিঠিখানা শেষ ক'রে ফেলুন, তারপর নাচ্‌বেন।"

"আচ্ছা, বাবা ঘটকালী কুছ্ ডর্ নেহি—আমার নেশা— হয়নি—কি বল?—হাঁ—কতদূর হয়েছে?"

যতদূর হইয়াছে, আমি পড়িলাম। মাতাল বলিল,—

"হাঁ, মেরী পিয়ারী, আমি তোমার দশন-কুঞ্জের দোয়ারী! তুমি আমার খোঁয়ারী! ঘটকালী বাপ, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—আমার হার্ট ফেল্ হচ্ছে! ওঃ, আমি এমন বাহাদুর

তা জানতুম্ না! আমি আর বাঁচ্‌ব না!" বলিয়াই ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি বলিলাম,—

"খুব বাঁচ্‌বেন খুব বাঁচ্‌বেন! নিদেন চিঠিখানা লিখে মরুন!"

"আবার কি লিখ্‌ব? লেখার চূড়ান্ত করেছি! তোমার বাংলা দেশ, যেখানে কবির আড়ং—সেখানে কোন্ ব্যাটা কবি আছে, আমার মতন লিখ্‌তে পারে? আমি আর বাঁচ্‌ব না! বাবা ঘট্‌কালী, আমি আর বাঁচব না!"

আবার বিকট স্বরে ক্রন্দন। আমি বলিলাম,—

"বালাই, বালাই! ষাট্‌ ষাট্‌ আমার ষষ্ঠীর দাস, ষেটের বাছা!"

"বাঁচবো? ঠিক বাঁচবো? একটুও মর্‌ব না?"

বলিয়াই মাতাল ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল।

আমি বলিলাম,—

"ও চিঠি তো লিখ্‌লেন চপলা গাঙ্গুলীকে। এখন তার বাপকে তো একখানা লিখ্‌তে হবে!"

মাতাল বলিল,—

"আমার দায় পড়েছে! সে ব্যাটা আমার কে যে তাকে চিঠি লিখ্‌ব?"

"হুজুর, তাঁকে না লিখ্‌লে, তিনি বৌ পাঠাবেন কেন?"

"বটে, বটে! ব্যাটা এত বড় পাজি! না লিখ্‌লে বৌ

পাঠাবে না? ব্যাটার কি দারুণ জেদ রে বাপ! ব্যাটা কৌশুলি কি না। জেরায় জব্দ করবে? তা হচ্ছে না বাবা! আমিও ছাড়্‌ব না।"

"তাই তো বল্‌ছি হুজুর! মিষ্টার গাঙ্গুলিকে একখানা চিঠি লিখে দিন।"

"আমার ব'য়ে গেছে! দরকার হয়, তুমি লেখ।"

"আপনি সই ক'রে দেবেন, কেমন?"

"একটা সই কেন বাবা, আষ্টে পিষ্টে সই কর্‌ব। জান না, তিন রিম কাগজ মক্‌স ক'রে সই করা শিখেছি! লিখে ফেল না বাবা? যা লিখ্‌বে, ঝট পট্‌ লিখে চট্‌পট্‌ বৌ এনে দাও। আমি স্নান ক'রে, খেয়ে একটু ঘুমুই। নইলে বাসর জাগ্‌ব কেমন ক'রে?"

"তবে পিয়ারীর চিঠিখানা সই করুন।"

বলিয়া আমি দ্বারিক চট্টরাজের হাতে কলম দিলাম। আমার দেখার উদ্দেশ্য, সইটা ঠিক করিতে পারে কি না। দস্তখৎ ক'রে ক'রে এদের এমন অভ্যাস হইয়াছে যে, কোন অবস্থাতেই বেঠিক সই করে না। দস্তখৎ ঠিক ঠিকই করিল। সে চিঠিখানা লইয়া আমি বলিলাম,—

"তবে মিষ্টার গাঙ্গুলীর চিঠিখানি আমি লিখি, আপনি সই ক'রে দেবেন। তাতে কিন্তু ইংরেজি দস্তখৎ কর্‌তে হবে।"

হুজুর বলিলেন,—

"আলবৎ! ইংরিজি সই আমি পারি নি? আচ্ছা বাবা, তুমি লেখ। আমি এমন সই ক'রে দেব, কোন শালা বুঝ্‌তেও পার্‌বে না, পড়্‌তেও পার্‌বে না যে—ডি, পি, চট্টরাজ! কেবল ইকৃড়ি মিকৃড়ি চাম্‌চিকৃড়ি—চামে কাটা চট্টরাজ! বাংলা দেশে এমনি একটা খেলা আছে না? হ্যাঁ বাবা! মিছে কথা ব'লো না, নরকে যাবে। ইংরিজি সই কেবল ইকৃড়ি মিকৃড়ি। আমি কি জানিনি? বোকা পেলে? ব্যাটারা ইচ্ছে ক'রে সই করে, কেউ নাম না পড়তে পারে। হাঁ—হাঁ বাবা ঘটকালী। বোকা পেলে? দস্তখৎ করব ঠিক হাঁসের ডিম আর কাঁকৃড়া! লেখ বাবা। দেরী কর্‌ছ কেন? আমার মাথা খাও, লেখ। আমার দিব্যি লেখ, তোমার পায়ে পড়ি লেখ।"

'All is fair in love and war'—এই মহামন্ত্র জপিতে জপিতে আমি লিখিলাম—

"My dear Sir,

আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণপ্রার্থী। যদি আপনার মত হয়, আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার কন্যার নামে লিখিয়া দিব। আর আপনার বাটীতে পুত্রের ন্যায় যাবজ্জীবন বাস করিব।"

চিঠি সই হইল। আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। আসিবার সময় চট্টরাজ বলিতে লাগিল,—

"দেখ বাবা ঘটকালী, বৌ নিয়ে সট্‌কালি না হয়।"

আমি বলিলাম,—

"না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনি এসে, আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।"

"কেন, কেন?"

"বৌ আন্‌বার জন্য।"

বলিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিলাম। পাছে আবার নৃত্য আরম্ভ করে! কি পাপ!

৭

আমি আহারান্তে অপরাহ্নে মিষ্টার গাঙ্গুলীর বাংলায় গিয়া তাঁহার টেবিলের ওপর চিঠিখানি রাখিলাম। এমন সময় মিস্ চপলা ডাকিলেন,—

"দাদা ভাই!"

আমি কাছে যাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দাদা ভাই, তোমার বাড়ী এখান থেকে অনেক দূর!"

আমি উত্তর দিলাম,—

"হাঁ মিসি বাবা।"

"ওমা! মিসি বাবা কি! আমার ভাই নেই, তোমাকে তাই দাদা ভাই বলি। তুমি আমায় দিদি বল্‌বে।"

"তবে হুজুরকে কি হুজুরদিদি বল্‌ব?"

"হা—হা—হা, হা—হা—হা—হা!"

কি মধুর! আমার মনে হইল, সেই বড় টেবিল হারমনিয়মটা যেন সপ্ত স্বরে বাজিয়া উঠিল! কি মধুর! কি সুন্দর! এঁরা কে? সত্যই এঁরা কুহকিনী, মায়াবিনী! সত্যই এঁরা মানবের গ্রীষ্মের বীজন, শীতের আবরণ, বর্ষার আচ্ছাদন, বসন্তের বিলাস! সত্যই এঁরা অবসাদের উত্তেজনা, শ্রমের আরাম, ক্ষতের প্রলেপ, দেহের অর্দ্ধাঙ্গিনী, গৃহের লক্ষ্মী, জীবনের আশ্রয়, সংসারের সার! এঁরাই সৃষ্টির চরম গৌরব! ব্রহ্মার মানস ছবি! বিচিত্র কি, এঁদের তুষ্টির জন্য নর হৃষ্টচিত্তে শ্রম করে! এক তিল হাসি দেখিলে সকল শ্রম সফল হয়! এঁদের এক বিন্দু অশ্রু হরণ করিবার জন্য অকাতরে প্রাণ দেয়! এঁদের রক্ষণের জন্য দুষ্কর সমরে শত্রুর গোলার মুখে আত্মসমর্পণ করে। চপলার হাসির রেশ তখনও আমার কাণে বাজিতেছে। সে বলিল,—

"আমি তোমায় দাদা ভাই বলি, তুমি আমায় বল্‌বে চপলা দিদি, কেমন?"

"আচ্ছা।"

"দাদা ভাই, তোমার মা কেমন ?"

"মা ? মা-ই আমার সব।"

হঠাৎ দিদির মুখখানি মলিন হইল। চোখ দুটি ছল্‌ছল করিয়া উঠিল। কপোল বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

একটা রূপকথা শুনিয়াছিলাম, হাসিলে মাণিক, কাঁদিলে মুক্তা ঝরে। আজ আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। একটি মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিয়া চপলা বলিল,—

"আমার মা নাই!"

মা নাই! আরে অভাগিনী, তোমায় নিয়ে গিয়ে আমার মায়ের কোলে বসাতে পার্‌তুম! বুঝতে, মা কেমন! মা নাই! তুমি সত্যই হতভাগিনী! তোমার হৃদয়ের নীরব বেদনা বুঝিবে কে ? অন্তর্যামী ? তিনি কি বোঝেন ? কই, বুঝ্‌তে তো পারি না! তিনি যদি বোঝেন, তবে এ ধরায় এত হাহাকার কেন ? ঐ যে, তপ্তশ্বাস ঝঞ্ঝা বিতাড়িত ক্ষুব্ধ অশ্রু-সিন্ধুর স্তব্ধ কল্লোল! মা নাই! মা নাই! যখনই শুনি কেহ বলে—আমার মা নাই! আমার তখনই মনে হয়, এ হতভাগ্যের চক্ষে এই সোণার সংসার অন্ধকার! ইহার পক্ষে এই শ্যামলা, কুসুমকুণ্ডলা মেদিনী মরুভূমি! এ অভাগা স্নেহের কোন্ অকালে অনাবৃষ্টির দেশ হইতে আসিতেছে! ইহার অন্তরের

বুভুক্ষা অনিবার্য্য, তৃষ্ণা দুরপনেয় ; ইহার হৃদয় শুষ্ক, জীবন দুর্ব্বহ, সংসার বিষাদ !—ইহার মা নাই !

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া চপলা বলিল,—

"দাদা ভাই, তুমি চটিসাহেবকে দেখ্‌তে গিয়েছিলে ?

এ কক্ষে বিষাদের ভার গলিয়া আসিতেছে—ইহা দূর করিতে হইবে।

আমি বলিলাম,—

"হাঁ, হুজুর চপলা দিদি !"

তখন মুক্তার প্রস্রবণ বন্ধ হইয়া মানিক ঝরিল—হা—হা —হা !

"হা—হা—হা—আবার বলে হুজুর ! শুধু চপলা দিদি। —সাহেব কি কচ্ছিলেন ?"

"দীর্ঘনিঃশ্বেষ ফেল্‌ছিলেন, শুধু চপলা দিদি।"

আবার অজস্র মাণিকবর্ষণ ! সঙ্গে সঙ্গে সুধাস্বর—

"দেখ, তুমি ভারী বোকা ! আমার ভারী দুঃখ হয়। মনে হয় তোমার মা না থাক্‌লে, কি হতো ? তুমি কিছু জান না। শুধু চপলা দিদি কেন ?—চপলা দিদি। শুধু দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেল্‌ছিলেন, আর কিছু না ?"

'আর চোখ্ ছল ছল কচ্ছিলেন।"

"বটে, বটে ! ঝড়-বাদল দুই-ই !—লক্ষণ তো বড় মন্দ ! তারপর আর কি কর্‌লেন ?"

"আর বল্‌ছিলেন—

হৃদয় মাঝারে নিরাশ আঁধারে
চমকে চপলা ভাতি!"

কি ডাইনি গো! সে মিন্সে মরতে বসেছে আর এ পোড়ারমুখী কি না রসিকতা আরম্ভ করে দিলে! ওগো ঠাকুরুণ, আমায় যত বোকা ঠাওরিয়েছ, আমি তত বোকা নই, আমিও কিছু কিছু বুঝি। সন্ধ্যার মেঘ চিরে যেমন গোধূলির আলো বেরোয়, তোমার এ রসিকতাও তেমনি!—যেন দারিদ্র্যের দেঁতো হাসি। চপলা বলিল,—

"দূর! তুমি কি শুন্‌তে কি শুনেছ, দাদা ভাই! চমকে চপলা ভাতি—নয়, কখনই নয়। 'চপলা ভাতি' নয়, বোধ হয় চড়ুইভাতির কথা বল্‌ছিল।—Picnic party!"

আমি মনে মনে বলিলাম—ঠিকতো। যেখানে horse অর্থে চপলা গাঙ্গুলী হয়, সেখানে চপলাভাতির পরিবর্ত্তে চড়ুই ভাতি না হবে কেন? চড়ুই বলিল,—

"কেমন, নয়? তুমি ভুলে গিয়েছ!"

আমি বলিলাম,—

"আজ্ঞে হাঁ, ঠিক। তিনি, ঐ দুটোই বল্‌ছিলেন। বল্‌ছিলেন—'চপলা চড়ুই ভাতি।"

"ওমা! সে আবার কি! তারপর কি বল্‌লেন?"

"তারপর হঠাৎ চোখ চেয়ে আমায় দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লেন,—তুই ব্যাটা আবার আমায় ঠ্যাঙ্গাতে এয়েছিস্? পালা শালা।"

চপলার হাসিটি বড় মিষ্টি! আমি বিভোর হইয়া শুনিতেছিলেম। সেই সময় মিঃ গ্যাঙ্গুলী কোর্ট হইতে আসিয়া আমায় ডাকিলেন। আমি সেলাম দিয়া দাঁড়াইলে টেবিলের উপর দ্বারিক প্রসাদের চিঠি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এ চিঠি কখন এলো?"

আমি বলিলাম,—

"হুজুর, খানিক আগে।"

তারপর কি ভাবিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন, আমি তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অনতিদূরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তিনি লিখিতেছেন—

My Dear Chattaraj,

আগামী কল্য সন্ধ্যার পর তুমি আমার সহিত সান্ধ্য ভোজ করিবে।

চিঠিখানি খামে পুরিয়া উপরে ঠিকানা লিখিলেন,—

D. P. Chattaraj, Esquire.

আমায় বলিলেন,—

"তুমি ডি. পি. চট্টরাজকে জান?"

আমি বলিলাম,—

"জানি, হুজুর।"

"তুমি সন্ধ্যার পর এই চিঠি তাঁকে দিয়ে বাড়ী চলে যেও।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর।"

সন্ধ্যার পর মিষ্টার গাঙ্গুলী নিত্য নিয়মিতরূপে বাংলোর সামনের বাগানে বসিয়া চপলাকে বলিলেন,—

"ম্যামি! (Mammy. গাঙ্গুলী প্রায়ই এই নামে চপলাকে সম্ভাষণ করিতেন) কাল সন্ধ্যার পর একটি বিশিষ্ট ভদ্র যুবক (যুবক কথাটার উপর জোর দিয়া) এখানে খেতে আস্‌বেন; দেখো, যেন অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি না হয়।"

চপলা বলিলেন,—

"কাল বাবা? কাল কেমন করে হবে?"

"কেন? কি হয়েছে?"

"না, কিছু হয় নি।"

"তবে?"

"কাল আমার মাথা ধর্‌বে।"

গাঙ্গুলী হো—হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "পাগলী। পাগলামো করিস্‌ নি, তুই কি চিরকাল এই বুড়ো ছেলে নিয়ে আইবুড়ো দিন কাটাবি?"

"কেন বাবা, আমরা মায়ে ছেলেয় বেশ তো আছি!"

"চিরকাল কি এমনি থাক্‌বে, মা? আমি কি মর্‌ব না?"

"বালাই! ওসব কথা বল তো আমি উঠে যাব।"

বলিয়া চপলা উঠিয়া দাঁড়াইল। গাঙ্গুলী হাসিয়া বলিলেন,—

"না—না—বোস্। একজন যুবক খেতে এলেই তো আর তোকে বে ক'রে নে যাচ্ছে না। তোর মত না হ'লে আমি তোর বে দেব না। তবে কি না এঁরা খুব বড় বংশ, এঁদের অনেক বিষয়। সব তোর নামে লেখা পড়া ক'রে দেবে বলেছে। কথাটা ভাব্‌বার কথা। আমি তো মা, এ পর্য্যন্ত একটি পয়সা রাখ্‌তে পারিনি, হঠাৎ শিঙ্গে ফুঁক্‌লে তুই দাঁড়াবি কোথা? আচ্ছা, সে সব কথা পরে। কাল সে তো আসুক, তুই দেখ্। দু তিন দিন দেখাশোনা ক'রে তোর যদি মত হয়, তবেই কথা।"

চপলা ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, কেবল বাহিরে নয়, ব্যথার ব্যথী হীনা এই কিশোরীর অন্তরেও। ইহার মা নাই!—হৃদয়ের জমাট বাঁধা অন্ধকার চোখের জলে গলাইয়া বক্ষে ঢালিয়া দিবে? দুঃখ যাহার বলিবার কেহ নাই, তাহার দুঃখ বড় দুঃখ! শান্ত হও দিদি, শান্ত হও। তোমার দাদাভাই আছে। যদি তোর বেদনারঅশ্রু মুছাতে না পারি, তবে আমি তোর কিসের দাদাভাই?

মিষ্টার গ্যাঙ্গুলী 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্‌' বুঝিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আমায় চিঠিখানি দিয়া বলিলেন,—

"এই নাও—ডি. পি. চট্টারাজ,—চিঠি দিয়ে তুমি বাড়ী চলে যেও।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর!"

কিন্তু সে দিন যে নাচ দেখে এসেছি! সন্ধ্যার পর আর সে মাতালের কাছে কে যায়? গ্যাঙ্গুলীর নিমন্ত্রণ পত্র মাতাল ডি. পি. চট্টরাজকে না দিয়া আমার ব্যারিষ্টার বন্ধু ডি. পি. চট্টরাজকে দিবার জন্য বলিলাম। আমি বোকা সোকা মানুষ অত কি বুঝি! আর এতে ক্ষতিই বা কি? মাতালের বদলে আমার বন্ধু না হয় নিমন্ত্রণ খেয়ে যাবে।

৮

বন্ধু ব্যারিষ্টারের বাড়ী গিয়া বলিলাম,—

"Line clear (লাইন্ ক্লিয়ার)—তুমি Whistle (হুইসল্) দিয়ে বেরিয়ে পড়।"

সে আমার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম,—

"মিষ্টার গ্যাঙ্গুলী দ্বারিক চট্টরাজকে চেনে না—কখনো দেখেনি। কাল সন্ধ্যার পর খাওয়ার অছিলায় চপলার সঙ্গে দেখা শুনা করিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আমি অতি বোকা, তাই সে নিমন্ত্রণ পত্র তাকে না দিয়া

তোমাকে আনিয়া দিয়াছি। কাল মাতাল দ্বারিক প্রসাদ চট্টরাজের স্থলে হতাশ প্রেমিক দ্বিজপদ চট্টরাজ নিমন্ত্রণে যাইবে। গ্যাঙ্গুলী তো তোমাকেও চেনে না!"

বন্ধু বলিল,—

"এ যে False personification!"

"রাখ তোমার False personification! নিমন্ত্রণ পত্রে এমন কিছু নাই যে, বিশেষ ক'রে দ্বারিককে বোঝায়। My dear Chattaraj. কাল এসে এখানে ভোজ খেও।' তুমি এই চট্টরাজ নয় কেন? তারপর চপলা,—দায়মুদ্দর রাজি তো কি করবে কাজি? তাকে তোমায় এখন কিছু বল্‌তে হবে না, অবশ্য প্রেমের কথা বল্‌বে বই কি! কিন্তু দোহাই তোমার Shakespeare ঝেড়ো না।"

বন্ধুকে নীরব দেখিয়া আমি বলিলাম,—

"তা ভাই, তোমার যদি মনমত না হয়, তা দাও, আমি নিমন্ত্রণ পত্র সেই মাতাল ডি, পি, চট্টরাজকে দিয়ে আসি।"

ব্যারিষ্টার হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—

"Arise, black vengeance from the hollow hell!

এখানে black অর্থে সুন্দর, vengeance অর্থে চপলা,

আর hell হচ্ছে প্রেম।—হে সুন্দর চপলা আমার, এস এস প্রণয়ের অন্ধকূপ হ'তে!

বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া বিলাতী অনুকরণে এক পাক Polka নাচ নাচিয়া আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। আমি বাড়ী চলিয়া গেলাম।

৯

সারা রাত ভাল নিদ্রা হইল না। গোলমাল, জড়িবুটি যতদূর পাকাইতে হয়, পাকাইয়াছে। এক সুন্দরী কিশোরী, দুই প্রেমিক, অর্থগৃধ্নু পিতা, তার পর False personification fraud, Cheating, breach of trust পিনাল কোড (Penal Code) ওজড় হয়ে গেছে! এখন পরিণাম কি? পরিণাম মা-ই জানেন, আমি তাঁর চরণ স্মরণ ক'রে কাজে নেমেছি।

পরদিন আমার দর্শন মাত্রে মিঃ গ্যাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"চিঠি দিয়েছ?"

"আজ্ঞে হুজুর।"

"কোন গোল করনি তো?"

"আজ্ঞে ডি, পি, চট্টরাজকে দিয়েছি, হুজুর!"

তিনি "Right" (রাইট্) বলিয়া ব্রীফ পড়িতে লাগিলেন।

অদ্য সকাল হইতেই বাজারে ছুটোছুটি, তরকারী

কোটাকুটির ধূম পড়িয়া গিয়াছে। বাংলা, ইংরেজি, মোগলাই, ফরাসী, মগ্ প্রভৃতি সকল জাতীয় খানাই প্রস্তুত হইবে। তার উপর গ্যাঙ্গুলী চপলাকে বলিয়াছেন,—

"ম্যামি, তোমার হাতের পায়েস, সন্দেশ অনেক দিন খাইনি।"—

"উদ্দেশ্য ভাবী জামাতাকে দেখাইবেন, তাঁহার কন্যা কিরূপ রন্ধনপটু। চপলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করিয়াছে।

বৈকালে চপলা আমায় বলিল,—

"দাদাভাই, আজ তুমি এখানে খাবে না? এত খাবার তৈরি হচ্ছে। আমি পায়েস রেঁধেছি। বাবা মুখে ঐ রকম বল্‌লেন বটে, কিন্তু তাঁর মনের ইচ্ছা, আমার রান্নার গুণপনা যার তার কাছে দেখাবেন। ছিঃ, আমার লজ্জা করে! যে সে খাক না খাক্, আমার ব'য়ে গেল, কিন্তু তুমি খাবে ব'লে আমি উৎসাহ ক'রে রেঁধেছি। আমি কখনো ভাই-ফোঁটা দিতে পাইনি, ভাইকে আদর ক'রে খাওয়াতে পাইনি! আজ দাদা ভাই, তোমাকে এখানে খেতেই হবে।"

মূর্ত্তিমতী স্নেহরূপিণী করুণাধারা ভগ্নী আমার! আমারও যে সহোদরা নাই! ভগ্নীস্নেহ কেমন জানিনা! আমার চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌লো। বুঝি সে তা দেখ্‌তে পেয়েছিল। উৎসুক নেত্রে আমার মুখপানে চেয়ে

রইল। কি অযাচিত স্নেহের সহস্র ধারায় এ আমায় অভিষিক্ত করছে, শত বন্ধনে আমায় বাঁধ্‌ছে! আমাকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া সে একটু অভিমানজড়িত কাতর স্বরে বলিল,—

"খাবেনা, দাদাভাই ?"

আমিও অতি মৃদু কণ্ঠে বলিলাম,—

"আমার যে মা আছেন, দিদি! আমি তাঁর সঙ্গে না খেলে, তাঁর খাওয়া হবে না!"

"আমি ভুলে গিয়েছিলুম, দাদাভাই!"

আওয়াজটা ভারী ভারী!

"না দিদি, তুমি অমন ক'রে আমায় তাড়ালে হবে না। তুমি খাবার দিয়ো, আমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে মার কাছে ব'সে খাব।"

সে হাসিয়া বলিল,—

"আচ্ছা তাই হবে, দাদাভাই!"

সন্ধ্যার পর ব্যারিষ্টার উপস্থিত হইলেন। চপলা যেন আকাশ হইতে পড়িল। কিন্তু কিছুই বলিল না। অতি আদরে, অতি যত্নে অতিথি সৎকার করিতে লাগিল। বৃদ্ধ গ্যাঙ্গুলী যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

একদিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। ব্যারিষ্টার নিত্যই অপরাহ্ণে আসে এবং খাওয়া দাওয়া করিয়া বাড়ী যায়। গ্যাঙ্গুলী

যাহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, চপলা যে তাহাকেই মনোনীত করিয়াছে, ইহাতে বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

একদিন কোর্ট হইতে আসিয়া বৃদ্ধ দূর হইতে অলক্ষিতে দেখিলেন, কন্যা তাঁহার নির্ব্বাচিত জামাতার বক্ষে একটি গোলাপ পরাইয়া দিতেছে। দুহিতার মুখের ভাব দেখিয়াই বৃদ্ধ বিড় বিড় করিয়া ভাবিতে লাগিল,—একদিন আমারও এমনি দিন গিয়াছে! এর সঙ্গে বে হ'লে বোধ হয় ম্যামি সুখী হবে। অর্থ কষ্ট কখনো পাবে না—এঁর টাকা কড়ি বিষয় অনেক। কথা বার্ত্তা চুকাবার এই উপযুক্ত সময়। আজই রাত্রে।

তারপর চট্টরাজকে বলিলেন,—

"আজ আহারাদির পর তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ কথা আছে।"

এই কথায় আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। সূক্ষ্মসূত্রে যে খড়্গ ঝুলিতেছিল, তাহা পতনোন্মুখ হইয়াছে, আজ রাত্রে সে নিজে বলি গ্রহণ করিবে। আমি তৎক্ষণাৎ বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া ছুটি লইয়া ছুটিলাম—দ্বারিকায়।

সেখানে পৌছিয়াই দেখিলাম, দ্বারিক তখন সুরাসিন্ধুর মাঝখানে সাঁতার দিতেছে, কিন্তু একেবারে ডুবে নাই। আমি বলিলাম,—

"আপনি কর্‌ছেন কি? এখনি যেতে হবে!"

সে কয়েকবার হেলিয়া দুলিয়া সুরা ঢুলু ঢুলু চক্ষে আমায় নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—

"কে বাবা ঘট্কালী ? সট্কালি বাবা, সট্কালি !"

"সট্কালি কি ?—এঃ—আপনি সব মাটি কর্‌লেন দেখ্‌ছি। মিষ্টার গ্যাঙ্গুলীর এখন বেশ ফুর্ত্তির নেশা হয়েছে। আমায় বল্‌লেন,—লে আও চট্টরাজ, আজই আমি এস্‌পার কি ওস্‌পার কর্‌ব।"

মাতাল সহসা ভীত হইয়া বলিল, "এস্‌পার ওস্‌পার কি বাবা, খুন্ করবে না কি ?"

"ক্ষেপেছেন ! জামাই কর্‌বে ব'লে নিয়ে গিয়ে খুন ! তা আপনার যদি এত ভয় হয়ে থাকে, আমি চল্‌লুম।"

"দাঁড়াও না বাবা ! তোমরা সবাই অমন ক'রে তাড়াতাড়ি কর্‌লে বাঁচব কেন ? একটু ভাব্‌তে দাও বাবা !"

"বেশ, আপনি ভাবুন, আর ওদিকে আর একজন আপনার পিয়ারীকে বে ক'রে বৌ নিয়ে পালাক্ !"

"বল কি ! পালাবে ! তবে চল ! উঠাও পাল্‌কী ! কি বাবা, বাজনা বাদ্যিও সঙ্গে নেব না ?"

"অত দেরী সইবে না। চলুন আমরা রাস্তার মুখে বাজ্‌না বাজাতে বাজাতে যাব এখন।"

"আলোও নেব না ?"

"আজ্ঞে, আপনিই আলো ক'রে যাবেন, আবার আলো কি? তা থেকে বরং দু বোতল হুইস্কি নিন্।"

"সাবাস! সাবাস! এই—ওরে—বউ আন্‌তে যাচ্ছি, বাজা বাজা?"

বলিয়া আপনিই মুখে বোল ধরিল,—উর্-র্-র্ দাদাগো, উর্-র্-র্ দিদিগো, সোনার প্রিতিমেখানি কোথা ফেলে এলে গো।"

আমি মনে মনে বলিলাম,—তথাস্তু। এই বিসর্জ্জনের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমারও বিসর্জ্জন হয়।

সর্ব্বনাশ কর্‌লে! পথে আসিতে আসিতে মাতাল চীৎকার করিয়া উঠিল—পেয়েছি, পেয়েছি! আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি—কি? মাতাল বলিল,—

"টোপর! টোপর নইলে যে বে হয় না, বাবা ঘটকালী। বর কনে নইলে চলে, কিন্তু টোপর চাই—চাই-ই চাই!"

বলিয়া রাস্তায় একটা ছোট্ট কেলে হাঁড়ি পড়িয়া ছিল, মাতাল তাড়াতাড়ি সেটা কুড়াইয়া লইয়া মাথায় দিয়া বলিল,— বাজা বাজা রগ্‌ব্ বাজা—উর্-র্-র্ ভেট্‌কী মাছের তিনখানি কাঁটা;—এমনি করিতে করিতে চলিল। মাঝে মাঝে আমায় বলিতে লাগিল,—"থাম্‌লে কেন, বাবা ঘটকালী, বাজাও না! হাত ব্যথা কচ্ছে?"

১০

যখন মাতালকে লইয়া আমি গ্যাঙ্গুলীর বাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সবে মাত্র আহারাদি শেষ হইয়াছে। চপলা তাহার নিজ কক্ষে চলিয়া গিয়াছে। বোধ করি, পিতা পাত্রের সহিত গোপনীয় কথা কহিবেন বলিয়াছেন, সেই জন্য। সিনিয়ার ও জুনিয়ার ব্যারিষ্টার একখানি গোল টেবিলের দুই দিকে দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছেন। টেবিলের উপর চুরুটের সরঞ্জাম। সিনিয়ার চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন,—

"I say, Chattaraj—" ঠিক সেই সময়েই কেলে হাঁড়ি মাথায় মাতাল উপস্থিত হইয়া বলিল,—

"এই যে বাবা শ্বশুর মশায়! তোমার বর হাজির!—এই, বাজা—বাজা—উব্‌-ব্‌-ব্‌ ভেটকী মাছের তিনখানি কাঁটা—"

তারপর হঠাৎ থামিয়া বলিল,—

"শ্বশুর মশাই, প্রাতঃপেন্নাম!"

শ্বশুর মহাশয়ের হাত হইতে চুরুট অনেকক্ষণ পড়িয়া-গিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া অতি ধীর অথচ কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি ?"

মাতাল বলিল,—

"চোখ রাঙ্গাও কেন বাবা ? ভয় করে যে ! চোখ রাঙ্গিয়ো না বাবা, একটু সাম্‌লাতে দাও—সারা পথ বাজাতে বাজাতে আস্‌ছি। মাল সঙ্গে এনেছি বাবা ! দু পাত্তোর তুমি খাও, এক পাত্তোর আমায় দাও। মাল এনেছি, এই নাও।"

বলিয়া হুইস্কির বোতল টেবিলের উপর রাখিল।

শ্বশুর পুনরায় উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি ?"

"কেন বাবা ? তোমার বর—আমায় চেন না ? আমি বর ডি, পি, চট্টরাজ।"

গ্যাঙ্গুলী ব্যারিষ্টারের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি তবে কে ?"

"আজ্ঞে আমি ব্যারিষ্টার ডি, পি, চট্টরাজ।"

মাতাল অমনি চেঁচাইয়া উঠিল,—

"কই বাবা ঘট্‌কালী, সট্‌কালি কেন ? আমার পরিচয় দাও না ! আরে এ ব্যাটাও যে বলে, ডি. পি. চট্টরাজ ! আমি চামে কাঁটা চট্টরাজ, তুই ব্যাটা কি চট্টরাজরে ? তুই মদ খাস্ ? ব্যাটা বে করতে এসেছ ? শ্বশুর মশায় ! ও ব্যাটার

কথা শুনো না। আমায় বে কর, সুখে থাক্‌বে। হুইস্কি যত চাও, দেব। কথা কওনা যে? কই বাবা ঘট্‌কালী।"

আর ঘট্‌কালী! তখন কামরার পাশে চাঁপা গাছের উপর ব্রহ্মদৈত্যরূপে বিরাজমান। সেখান হইতে সব বেশ দেখা যায়, শোনা যায়!

মাতাল আবার চেঁচাইয়া বলিল,—

"বাবা ঘট্‌কালী, এস বাবা। আনিয়ে ভবসাগরে তরী ডুবালে! এই তোমার ধর্ম্ম, বাবা ঘট্‌কালী!—আমায় এনে শ্বশুর সাগরে ফেলে সট্‌কালি? শ্বশুর মশায় তুমি বোকা। এমন কবি জামাইকে বে না ক'রে, মালা দিচ্ছ কিনা ঐ—তুই ব্যাটা কে রে?—সরে পড়্‌না? হুইস্কি খাস্‌ তো আমার বাড়ী যাস্‌।—"

গ্যাঙ্গুলী ধমক দিলেন,—

"চোপ্‌, নিকালো—দূর হও।"

"কেন বাবা, দূর হব কেন? বে কর্‌তে এসেছি—নিকালো কেন বাবা? মালা দাও, বাপের সুপুত্তুর হয়ে সুড় সুড় করে চলে যাচ্ছি।"

গ্যাঙ্গুলী থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁক দিলেন,

"দরোয়ান!"

"কেন বাবা, আবার দরোয়ান কেন? দরোয়ান বে

আমি কর্‌ব না! ছিঃ খোট্টা দরোয়ান বে করব! এই বুঝি তোমার মৎলব? বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান!—বৌ দেবেনা বাবা? আচ্ছা বাবা, চল্‌লুম। দেখে নেব—আমি হেঁজি পেজি নই—পয়সা আছে! দাও বাবা, আমার হুইস্কির বোতল ফিরে দাও। মনে করেছিলুম, শ্বশুর জামাই বসে একটু ফুর্ত্তি কর্‌ব! ফুর্ত্তি করা কি যার তার কাজ! তোমার মতন শ্বশুরকে আমি বে করতে চাইনি। তুই ঐ খোট্টা দরোয়ানকে বে ক'রে ডাল রুটি খা—হুইস্কি খাওয়া কি যার তার কর্ম্ম! আচ্ছা বাবা. চল্‌লুম—প্রাতঃ পেন্নাম।"

বলিয়া, উর্‌-র্‌-র্‌ দাদাগো, দিদিগো—করিতে করিতে মাতাল নিষ্ক্রান্ত হইল।

অনেকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গ্যাঙ্গুলী ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কে?"

"আমি ব্যারিষ্টার—ডি, পি, চট্টরাজ।"

"তুমি ব্যারিষ্টার, আইন জানো। False personification করেছ, জানো?"

"মশাই, মাপ করবেন। আমি ভদ্রলোক, আপনার নিমন্ত্রিত অতিথি।"

"তুমি আতিথ্যের অবমাননা করেছ।"

গ্যাঙ্গুলীর স্বর অতি ধীর, কিন্তু ঈষৎ কম্পমান। শুনিলে মনে হয়, যেন অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার বলিল,—

"আমায় মাপ্ করবেন! এই পত্র আপনার লোক গিয়ে আমায় দিয়েছিল। আমার নাম ডি, পি, চট্টরাজ। আপনি সিনিয়ার ব্যারিষ্টার আমি জুনিয়ার—এক ব্যবসায়ী। আমি আপনার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছি।"

গ্যাঙ্গুলী অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

"আমি বুঝেছি—সেই Stupid Fool এই কাণ্ড করেছে! আমিও Fool, নইলে তাকে জেনে শুনে বিশ্বাস করেছিলুম!"

সেই সময় চপলা কক্ষ মধ্যে আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,

"বাবা!"

কি তেজস্বিনী মহিমাময়ী প্রতিমা! দেখিয়া মনে হইল, ইহারা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, কমলা রাজরাজেশ্বরী একাধারে!—"বাবা!"—গভীর চিন্তামগ্ন গ্যাঙ্গুলী চমকিত হইলেন, কিন্তু ঈষৎ বিরক্তিসূচক স্বরে বলিলেন,—

"ম্যামি তুমি এখানে কেন?"

"আমি, এখনি যাচ্ছি, বাবা! কেবল একটা কথা

তোমায় বল্‌তে এসেছি। ইনি অতিথি, এঁকে অপমান কোরো না, মনে মনে বিদায় দাও। এঁর তো কোনো অপরাধ নেই।"

"সত্য।"

"আর বাবা, আমার জন্ত তুমি আজ অপমানিত হয়েছ, তুমি আর আমার বিবাহের কথা মনেও আনিয়ো না।"

"সে কি ম্যামি? তার সাধ্য কি আমায় অপমান করে? আমি সেই অপদার্থের উপর যে রেগেছিলুম, তাই আমার অনুতাপ হচ্ছে! আমার পরম লাভ যে বিবাহের পূর্ব্বে ওকে জান্‌তে পেরেছি। একজন অপাত্র বলে কি আর সৎপাত্র নাই? তুই বে কর্‌বি নি কি দুঃখে?"

"দুঃখ, দুঃখ! বাবা, আমার দুঃখ তুমি বুঝ্‌বে না! আমার মা নেই, মা থাক্‌লে বুঝ্‌তো।"

আবার সেই মুক্তার প্রস্রবণ ছুটিল।

বৃদ্ধ সিক্ত চক্ষে দুহিতার পানে চাহিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। বলিলেন,—

"ম্যামি আমি তোর দুঃখ বুঝব না? তুই যে আমার সব! কার মুখ চেয়ে তোর মায়ের শোক ভুল্‌ছি? কার মুখ চেয়ে বেঁচে আছি? তোর দুঃখ আমি বুঝ্‌ব না!

ছমাসের কুঁড়ি থেকে এই নির্ম্মল ফুল আমি কত যত্নে ফুটিয়েছি! যখনই তোর সামান্য অসুখ করেছে, দিন রাত কোথা দিয়ে কেটে গেছে, জানি নি, পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছি! আমি যে তোর বাপ-মা দুই-ই! কেন আজ তুই আমায় এমন শক্ত কথা বল্‌লি?"

"ক্ষমা কর বাবা, ক্ষমা কর! বড় দুঃখে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি! তুমি আর বের কথা তুলো না, আর কখনো আমার মুখে এমন কথা শুনবে না। কেন বাবা, আমি তো বলেছিলুম,—মায়ে ছেলে বেশ আছি। এর ভেতর আবার আর একজন আসে কেন?"

"আর একজন আশা প্রয়োজন, তাই আস্‌বে। ম্যামি আমি তোর বাপ, এমন কোনো কথা নেই, যা তুই আমার কাছে লুকিয়েছিস্‌! আমায় তুই সত্য ক'রে বল, এঁর সঙ্গে বে হ'লে তুই সুখী হবি কি না।"

"বাবা, তেম্‌নি স্বপ্ন দেখেছিলুম! কিন্তু সে রাত্রের স্বপ্ন জাগ্‌লেই ভেঙ্গে যাবে! ক্রমে তার স্মৃতিও যাবে। একটা স্বপ্নের জন্য কর্ত্তব্য কেন ত্যাগ কর্‌ব? আমি না দেখ্‌লে, তোমায় দেখ্‌বে কে?"

"না ম্যামি, তা হবে না। কর্ত্তব্য কেবল তোরই? আমার কিছু নেই? আজ বাদে কাল তোর এই বুড়ো ছেলে

তোকে ফেলে কোথায় চলে যাবে! তাকে আর খুঁজেও পাবিনি! তোকে চিরজীবনের জন্য অকূলে ভাসিয়ে যাব? তোমায় সুখী করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়, ম্যামি?"

"আমি অসুখী কিসে বাবা?"

"অসুখী নও, কিন্তু অসুখী হবে।"

"কেন বাবা, বল্‌লুম তো রাত্রের স্বপ্ন ঘুম ভাঙ্গলেই ভেঙ্গে যাবে।"

"না মা, তা ভাঙ্গে না। তুমি যখন ছ মাসের, তখন একদিন হঠাৎ আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল! কিন্তু মা, কই, আজও তো তার ঘোর কাটেনি! না ম্যামি, তা হয় না। স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে, ভাঙ্গে না।"

তারপর যেন আপন মনে স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন,—

"আজ আমার চোখের উপর থেকে একটা পর্‌দা উঠে গেছে। অর্থ আর খুঁজ্‌ব না—গরীব, একান্ত গরীবকে মেয়ে দেব। তাকে আমি মানুষ কর্‌ব।"

একটু স্থির থাকিয়া ব্যারিষ্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"তোমার কি আছে?"

সর্ব্বনাশ! Shakespeare ঝাড়ে বুঝি! না—বিচ্ছেদ আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে ভায়ার কবিত্বও বোধ করি ছুটেছে।

বন্ধু বলিল,—

"আজ্ঞে, আমার বল্‌তে কেবল আমিই আছি, আর উন্নতির বাসনা আছে।"

"তার জন্য আমি দায়ী। যুবক, তোমায় অপমানের কথা বলেছি—ভুলে যাও। Forget and forgive. আমি তোমার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছি, তার দণ্ডস্বরূপ আমার এই কন্যাকে তোমায় দিলুম। আমার পুত্র নেই, বৃদ্ধ হয়েছি, তুমি যদি এসে আমার গৃহে পুত্রের স্থান অধিকার কর, আমি সুখী হব। সে Fool, জীবনে অন্ততঃ একবার ঠিক ভুল করেছে। তার উপর আর আমার রাগ নেই। ম্যামি, আজ তোর মা থাক্‌লে কি আনন্দ! বৃদ্ধ চক্ষু মুছিলেন।

এখানে আর আমাকে প্রয়োজন কি? আমার কার্য্য শেষ! আস্তে আস্তে চাঁপা গাছ হইতে নামিয়া চোরের ন্যায় চম্পট দিলাম।

তৃতীয় প্রস্তাব

"মধুরেণ সমাপয়েৎ"

১

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বাংলা দেশে জামাই ষষ্ঠী প্রভৃতি যত কিছু উৎসব অনুষ্ঠান আছে, এই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া—সহোদরের অর্চ্চনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পাঞ্জাব আমার এত প্রিয় হইলেও শুধু আজ এই একটি দিনের জন্য আমার মন সেই প্রেম-ভক্তি-করুণার ত্রিধারায় ধৌত ভূমির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে। মনে হয়, আমার ভাই ভগ্নী নাই, কিন্তু সেখানে সপ্তকোটি সহোদর সহোদরা আমার জন্য স্নেহের বাহু প্রসারণ করিয়া আছে। মনে হয়, সেই স্নেহ-পাশে আপনাকে ধরা দিবার জন্য ছুটিয়া যাই!

চপলার মুখে সেই দু'দিনের জন্য 'দাদাভাই' সম্ভাষণ শুনিয়া সহোদরা স্নেহ কি, উপভোগ করিয়াছি।

"দাদাভাই!"

পূর্ব্ব স্মৃতির প্রতিধ্বনির মত মধুর কণ্ঠে সেই মধুর সম্ভাষণ সহসা আমার কানে এবং প্রাণে আসিয়া বাজিল—"দাদাভাই!"

তাড়াতাড়ি কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখি, সত্যই চপলা উপস্থিত। বলিল,—

"দাদাভাই, আজ ভাই ফোঁটা। আমি ভাই ফোঁটা দিতে এসেছি।"

আমার চক্ষু দিয়া দুই চারিটা মোটা মোটা গোটা গোটা ফোঁটা ঝরিয়া গেল। আমি বলিলাম,—

"কই দাও!"

চপলা বলিল,—

"ওমা! ওকি!—আসনে বস্‌বে চল—তবে তো ফোঁটা দেব।"

আমি তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া বারান্দায় গিয়া দেখি, একখানি আসন পাতা, আর তার সম্মুখে ভাই ফোঁটার উপচার। আমি সেই আসনে গিয়া বসিলাম।

তারপর যখন সে পবিত্রভাবে সস্মিত মুখে ছল ছল নেত্রে ফোঁটা দিতে দিতে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল—

'ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা
যমের দোরে পড়্‌ল কাঁটা।'

আমার সত্যই মনে হইল, আমি মৃত্যুঞ্জয় হইলাম। সেই সময় কক্ষমধ্যে মঙ্গল-শঙ্খ ধ্বনিত হইল। আমি বলিলাম,—

"দিদি, এইবার খাই?"

চপলা বলিল,—

"ওমা! তুমি কোন্‌ আকালের দেশ থেকে আস্‌ছ, দাদাভাই?"

আকাল! স্নেহের এই পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের দেশে আকাল! বলিলাম,—

"তুমি যে বল্‌লে দিদি, ভাই ফোঁটা দিতে এসেছি?"

দিদি হো-হো-হো—সেই তেমনি হাসি—আরও মধুর, স্নেহমাখা হাসি হাসিয়া বলিল,—

"ফোঁটা দিতে এসেছি, বলেছি; খেতে তো বলিনি! আগে বসো, আর একজন ফোঁটা দিক। আমি যাই, শাঁকটা বাজাইগে।"

চপলা চলিয়া গেল। তারপর আর একটি কিশোরী ধীর পদবিক্ষেপে গজেন্দ্র গমনে আমার সম্মুখে আসিয়া—একে!—বেলা!—সেই চঞ্চলা বেলা!—সে এমন ধীর স্থির হইয়াছে!

চপলার মত বেলাও তেমনি ভাবে তেমনি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে আমায় ফোঁটা দিল। শাঁকটা বাজাইয়াই আমাদের কাছে আসিল। আসিয়া তার সেই হাসি হাসিয়া বেলার গালে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—

"দাদাভাই, ইয়া আস্‌লি রং কি নক্‌লি?"

হা-হা-হা-হা-হা—বেলা ও চপলা হাসিয়া উঠিল।

আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলাম। বলিলাম,—

"বেলা, তুমি এখানে?"

চপলা বলিল,—

"বেলা কি বিল্লী বল।"

বেলা বলিল,—

প্যারী শঙ্কর বাবুকে দেখ্‌তে এসেছি।"

এ পোড়ারমুখীদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করে কে? মা গেল কোথায়? মা আজ আমায় এই দুই রাক্ষুসীর হাতে সঁপে দিয়ে অন্তর্ধান হয়েছেন। এমন সময় বাহিরে ডাক পড়িল,—

"মুখ্‌রাজ!"

বাঁচা গেল। ঠাকুরদার গলা। আমি বাহিরে যাইবার জন্য উঠিতেছি, এমন সময় 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ঠাকুরদা ভিতরে আসিলেন। মা ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরদা আমাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—

"সব ফোঁটা দাদাভাইকে দিয়েছিস্? একটা বুঝি বুড়োর জন্যে রাখ্‌তে নাই!"

চপলা বলিল,—

"তোমায় ফোঁটা দেব কেন দাদামণি? দুই বোনে তোমার গলায় মালা দেব। তার পর দুই সতীনে তোমাকে নিয়ে খুব ঝগড়া করব।"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"দিদি, এমন দিন ছিল, যে তোদের মতন দশটা সতীনকে মুঠোর ভেতর রাখ্‌তে পারতুম!"

চপলা বলিল,—

"দাদা ভাই, এইবার খাও।"

বেলা বলিল,—

"দাদা ভাই ও সব কি খাবে!"

ওঁ খাবে (মৃদু মৃদু গাহিয়া)

"মোটি মোটি ডাল রোটি ছোটি ছোটি চানা।"

আমি বলিলাম,—

বেলা দিদি, মাকে তোমার গান শোনাতে হবে।"

দুষ্টা বেলা বলিল,—

"অংরেজি বোল্‌তা হৈঁ, নেঁই বাংলা বোল্‌তে হৈঁ? হাম্‌ ভি থোড়া থোড়া অংরেজি জান্‌তা। গান মানে—কামান্‌।"

আবার তেমনি হাসি। এ দুষ্টাদের আঁটিয়া উঠা আমার কর্ম্ম নয়। বলিলাম,—

"তোমরা দুজনে আজ পরামর্শ ক'রে আমায় জ্বালাতন করতে এসেছ।"

বেলা বলিল,—

"না। তোমার দুই বৌ আর তিন লেড়কী দেখ্‌তে এসেছি। কই দেখাও, নইলে ছাড়্‌ব না।"

দাদা মশাই বলিলেন,—

"ভায়া জান তো, ছেলেবেলা তোমার মার আবদার তোমায় বলেছি—ছাড়্‌ব না। বেলারও আবদার ছাড়্‌ব না। ও যখন ধরেছে, তোমার বৌ দেখবে, তখন না দেখে ছাড়্‌ব না।"

আমি বলিলাম,—

"তা হলে ঠাকুরদা বাংলা দেশের কুমোরের দোকান থেকে একটা আল্লাদী পুতুল কিনে আন্‌তে হয়।"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"কুমোরের দোকান কেন, দাদা? আর কিন্‌তেই বা যাব কেন? আমি একটি সন্ধান ব'লে দিচ্ছি, সেখানে গেলেই পুতুল পাবে। তবে আল্লাদী নয় ভাই—পুতুল—নয়নপুত্তলী। মা, শোনো, আমার ছেলের একটি বাল্যবন্ধু আছে, কলিকাতায় একজন বড় চাকুরে। তার একটি মেয়ে আছে,—পরমাসুন্দরী। মা আমার বেলাকে আর চপলাকে মনে মনে এক ক'রে দেখ, তাহলেই তাকে কতকটা বুঝতে পার্‌বে। মেয়েটি সেয়ানা হয়েছে।"

মা বলিলেন,—

"বেশ তো বাবা, তুমি সব ঠিক ঠাক ক'রে দাও।"

আমি বলিলাম,—

ঠিক ঠাক কি মা! যার বে তার মনে নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই!"

মা বলিলেন,—

"তুই আমায় কথা দিয়েছিস্, জানিস্!"

আমি বলিলাম,—

"সে সৎপাত্র হ'লে।"

বেলা বলিল,—

"তুমি সৎপাত্র নও কেমন করে? নিজের মুখেই তো বলেছ—তোমার তলাও আছে, গৌ আছে, বিদে আছে। নৌ টান্‌তা, গৌ পাল্‌তা হাঁয়—তুমি আবার সৎপাত্র নও!"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়াছি। ঠাকুরদা বলিলেন,—

"ঘটকালিতে তোমার হাত খুব পেকেছে দাদা। এবার কেমন ঘটকালি কর, দেখ্‌ব। শোনো, আমায় বড় ধরেছে। তোমার মেয়ে পছন্দ না হয়, তুমিও খালাস, আমিও খালাস।"

মা বলিলেন,—

"খালাস নয়, বাবা! খোকার বে দিয়ে তবে তোমার নিশ্চিন্তি।"

ঠাকুর দা হাসিয়া বলিলেন,—

"মা, ঘট্‌কালিতে তোমার খোকার যে রকম গুণপনা,

তাতে আর আমাদের বড় কিছু কর্‌তে হবে না। ভায়া, শোনো, আমি এখুনি কাশীতে টেলিগ্রাম করে দি আর কল্‌কাতায় একখানা টেলিগ্রাম করে দি মেয়ের বাপের কাছে। তুমি মেয়ে দেখে এস।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কাশীতে কেন, বাবা ;"

ঠাকুরদা বলিলেন,—

"মেয়েটি এখন কাশীতে আছে, তার দাদার কাছে। বিশ্বেশ্বরের মাথায় কেবল ফুল বিল্বপত্র চড়াচ্ছে, তোমার খোকাকে বর কামনা ক'রে।"

আমি বলিলাম,—

"ঠাকুর দা, আমার কথা সে জান্‌লে কেমন ক'রে ?"

"ভায়া, এ সব সন্ধান দেবার লোক আছে। সে কথা সে-ই এসে তোমায় বল্‌বে। যাই, আমি এখুনি টেলিগ্রাম ক'রে দি।"

বলিয়া বেলা ও চপলাকে লইয়া ঠাকুর দা চলিয়া গেলেন।

আমি মনে মনে বুঝিলাম, আমাকে জব্দ করিবার জন্যই বেলা ও চপলা মিলিত হইয়াছে। এদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করিতে হইবে। আমার মা আছে, দুই বোন পেয়েছি, ঠাকুর দা আছেন, বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই, আমার কি চাই ! আমাকে ভাবিতে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কবে কাশীতে যাবি, বল্ ?"

আমি বলিলাম,—

"আমি কাশী যাব না, কলিকাতায় যাব।"

মনে মনে ইচ্ছা—একটা গোলমাল হইয়া সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যায়। মা বলিলেন,—

"মেয়ে রইল কাশীতে, তুই যাবি কল্‌কাতায় ?"

"মা, বাঙ্গালীর মেয়ে বাঙ্গালায় বসে না দেখ্‌লে দেখাই হবে না।"

মা বলিলেন,—

"যা ভাল বুঝিস্, কর বাবু! কাশীতে রইল মেয়ে, তুই কল্‌কাতায় গিয়ে কাকে দেখ্‌বি ?"

"কেন মা, আমি কল্‌কাতায় যাচ্ছি ব'লে কাশীতে তার ভাইয়ের কাছে টেলিগ্রাম ক'রে দেব।"

"তবে তার বাপকেও একখানা টেলিগ্রাম করিস্।"

"তার দরকার কি ?"

"সে কি রে! তাদের কি একটা অভ্রমে ফেল্‌বি ?"

"আচ্ছা, সে যা ভাল হয়, কর্‌ব। মা আমি কালই যাব।"

"দিন নেই, ক্ষণ নেই, কালই যাবি কি !"

"আগে তো মেয়ে দেখে আসি মা। তার পর ফিরে এসে দিন ক্ষণ দেখা যাবে।

"যা ইচ্ছে কর বাপু! এবার কিন্তু বৌ ঘরে আন্‌তে হবে, নইলে কিছুতেই ছাড়্‌ব না।"

এই রে! মেয়েটা যেমন সেই ছেলেবেলায় ঠাকুরদার কাছে আবদার ক'রতো, আমার কাছেও তেমনি আরম্ভ ক'রেছে!

২

এই প্রকারে বাঙ্গালী মেয়েটাকে পছন্দ করিতে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। সঙ্গী—আমিই আমার সঙ্গী। এ সব কাযে সঙ্গী লওয়া সুবিধার নয়। আর সঙ্গীই বা কে আছে? সুতরাং একাই যাত্রা করিলাম। যাত্রা-কালে মা আশীর্ব্বাদ করিলেন। কি যেন বিড়বিড় করিয়া ঠোঁট নাড়িয়া বলিলেন। বোধ হয়, প্রজাপতি ঠাকুরের কাছে কচি পাঁঠা মানত করিলেন। পরে বলিলেন,—

"কালীঘাটে মাকে দর্শন করিস্‌। আস্‌বার সময় কিছু প্রসাদ নিয়ে আস্‌বি। গিয়েই টেলিগ্রাম করবি। দেখিস্‌, কোন গোলমাল করিস্‌ নি। এই পাঞ্জাবী পোষাক পরে' বুঝি তাদের বাড়ী যাবি! বল্লুম্‌ শুন্‌লি না, ধুতিচাদর পর। তা'না, ছাতুর পোষাক। যা' হয় কর্‌, বাপু। ট্রেণ হতে নাববার সময়ই পোষাক বদ্‌লাস্‌, বুঝ্‌লি?"

"বুঝেছি, এর মধ্যে না বোঝবার কিছুই নেই। আর সময় নেই।"

মার পদধূলি মাথায় লইয়া যাত্রা করিলাম। যতদূর দেখা যায়, মা জানালায় দাঁড়িয়ে আমায় দেখিতে লাগিলেন—ছেলে দিগ্বিজয়ে যাইতেছে! এ আনন্দের মধ্যেও যেন একটু বিষাদের কালিমা! নয়নমণি নয়নান্তরাল হইলে, মা বোধ হয় অশ্রু মুছিয়া জানালা বন্ধ করিলেন। কঠিন ডালরুটির প্রাণ, আমার চক্ষেও জল আসিল! প্রাণটা কেমন ওল্‌টি পাল্‌টি করিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, না, কার্য নেই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই—মায়ের কোলে ফিরিয়া যাই। কিন্তু তখন আর ফিরিবার সময় নাই। যা থাকে কপালে,—রণক্ষেত্রে ঝাঁপ দিলাম।

ঝাঁ করিয়া একখানা সেকেণ্ড-ক্লাসের টিকিট কিনিয়া একেবারে প্লাটফর্মে আসিয়া গোঁফে এক তা দিয়া দাঁড়াইলাম। এতগুলো টাকার মায়া গোঁফে তা'য় সারিবে কেন? অন্যায়, অন্যায়,—ইণ্টার-ক্লাসের একখানা কিনিলেই ত হইত! হঠকারিতায় কি আহাম্মকিই করিলাম। প্রাণটা দমিয়া গেল। কিন্তু কেন যেন দমা-প্রাণটায় আমার অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা সুখের কাঁপুনিও ফুকারিয়া উঠিতেছিল। হউক না ভাবী—তবু ত শ্বশুরবাড়ী বটে। এই যা ভরসা। ভাবীতেই এত সুখ!

আহা, বর্ত্তমানে না জানি সে কেমন! মধুর কল্পনায় প্রাণটা আবার তাজা হইয়া উঠিল। ব্যাগটা খুলিয়া একপোঁচ গোলাপী খোস্‌বাই-আতর গোঁফে মাখিয়া লইলাম। স্ফূর্ত্তির হিড়িকে একটু বেশী আতর গোঁফে লাগিয়া গেল। আর যায় কোথায়, —একেবারে ধূম্রহীন দাবানল! বিষম জলুনি আরম্ভ হইল। জিভ দিয়া খানিকক্ষণ ঠোঁটখানা চাটিলাম। জিভটা তেতো হইয়া গেল। এমনি সময় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। হাত-বিছানা ও ব্যাগটা বগলে ও হাতে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। উঠিতে গিয়া পাগড়ীটা জানালার মাথায় লাগিয়া পড়িয়া গেল। হায়, কি কুক্ষণেই যাত্রা করিয়াছি! কে জানে, ললাটে আরও কত কি আছে!

শূন্য কামরা; আমিই একমাত্র আরোহী। যাহা হউক, পয়সার সুখ হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আহা কি মধুর বাঁশরীর সুর।—"ইষ্টাশন কদম্বমূলে গাড়ী শুধু বাজায় বাঁশী।"

যৌবন কাল, তা'তে আবার কার্য্যকারণের যোগাযোগ। সে সুরে কত কথাই মনে হইতে লাগিল। পা ছড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কত কি দেখিলাম, কত কি ভাবিলাম! বার শত মাইল এখনও বাকী!—বাঙ্গালী মেয়েটা যদি কালো হয়—ঠোঁটদুটো যদি লাল না হয়!—এমনি রসের নাগরদোলায়

ডিগ্‌বাজি খাইতে খাইতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে অতি বেগে ছুটিয়া চলিলাম।

৩

তালগাছের আড়াই হাত। আর চারিশত মাইল মাত্র বাকী। কিন্তু এই চারিশত মাইল আমার কাছে একটা দীর্ঘ-জীবনের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে গাড়ী বিখ্যাত মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। আর একটু বাঁকিলেই ঈশ্বর কাশী দর্শন হয়, কিন্তু বেটার অদৃষ্টে তা নাই। দূর হইতেই কাশীনাথের উদ্দেশে নমস্কার করিলাম। তার পর কিছু জলযোগ করিয়া শরীর মন শীতল করিলাম।

গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব নাই, এমন সময় দুইটি বাঙ্গালী-মহিলা, একটী ছিপ্‌ছিপে, সোণার-চশমাপরিহিত যুবককে সঙ্গে করিয়া আমার শূন্য·গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। ছুটাছুটি, হৈচৈ, বাক্স-ব্যাগ দমাদম্‌—একটা বিরাট্‌ কাণ্ড করিয়া কোনরূপে গুছাইয়া বসিলেন। বসিতে না বসিতেই অল্পবয়স্কা মহিলাটি অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—

"সর্ব্বনাশ হয়েছে! বৌদি! খাবারের চাঙ্গারী! মেজদা, খাবারের চাঙ্গারীটা দেখ্‌ছি না যে, ওয়েটিং-রুমে পড়ে আছে বুঝি? যে তাড়াতাড়ি কল্লে!"

"তাই তো"

বলিয়া তাহার মেজদা নামিয়া পড়িলেন। মেয়েটি উদ্বিগ্না হইয়া মেজদাকে ডাকিলেন,—

"এস, কায নেই, গাড়ী এখনি ছেড়ে দেবে। যেয়ো না, খাবারে কায নেই—"

"নিয়ে আস্‌ছি।"

বলিয়াই সেই মেজদা দ্রুত গতিতে ওয়েটিং-রুমের অভি-মুখে ছুটিলেন।

"কি হবে, বৌদি? গাড়ী যদি ছেড়ে দেয়, কি হবে! কেন আমি ছাই খাবারের চাঙ্গারীর কথা বল্‌লুম! এস, আমরা নেমে পড়ি।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই আমার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। আমি গম্ভীর হইয়া পা-দু'টা তুলিয়া পাঞ্জাবী-ঢংএ বসিয়া টাইম-টেবেলখানার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম;—এমন উদাসীন ভাব, যেন আমি তাদের কথাবার্ত্তা, কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মেয়েটা আমায় তদবস্থ দেখিয়া একটু বোধ হয়, আশ্বস্তা হইল—বেটা হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী নয়, ওর কাছে আর ভদ্রতা অভদ্রতা লজ্জা-সঙ্কোচ কিসের?

বৌদি জানালায় মুখ বাড়াইয়া মেজদার আগমন-প্রতীক্ষায় সোৎকণ্ঠে প্লাটফর্ম্মের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দেখিতে

দেখিতে গাড়ী নড়িয়া উঠিল। নড়িয়াই গতি-বিশিষ্ট হইল। কিন্তু মেজদা কৈ? মেয়ে দু'টি আকুলি বিকুলি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন; গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে, নামিবার সাধ্য নাই। আমিও জানালায় মুখ বাড়াইয়া দিলাম।—ঐ যে, ঐ যে,—খাবারের চাঙ্গারী হাতে মেজদা ছুটিয়া আসিতেছেন। আর একটু, আর একটু—গাড়ী সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল। মেজদা প্লাট্ফর্ম্মে পড়িয়া রহিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, খাবারের চাঙ্গারী ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মাথায় হাত দিয়া, মেজদা বসিয়া পড়িয়াছেন। তারপর আর দেখা গেল না। একমেঘ কাল ধোঁয়া আসিয়া আমাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মেজদাকে আমাদের দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিল।

মহিলা-দুইটি হায় হায় করিয়া আকুলি-বিকুলি কাঁদিতে লাগিলেন। কি করিব, গম্ভীর হইয়া সব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মনে মনে ভারী ব্যথিত হইলাম। আমার মুখের দিকে তাঁহারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি করুণ, কি মর্ম্মস্পর্শী! জীবনে এমন আর দেখি নাই, দেখিতেও যেন না হয়। সে কাতর দৃষ্টির প্রশ্ন—আমি কোন সাহায্য করিতে পারি কি না। পারি, খুব পারি! বেদনার সঙ্গে আনন্দের একটা সূক্ষ্ম সুরে আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, হৃদয়টা কি ভয়ানক! কারো সুখ, কারো দুঃখ।

মনে মনে বলিলাম, আমি আছি, তোমাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু বলিলে কি হইবে, দুঃস্বপ্নে যে সুখ অনুভব করে, তাকেই তো ভয়! আমিই তাঁদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ হইলাম। আমাকে নির্ব্বিকার, নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা আরও ভড়কিয়া গেলেন। ভাবিলাম, আর নয়, আর একটু বিলম্ব হইলে তাঁহারা শিকল টানিবেন। তখন আমি যে ভালমানুষ, কিছুতেই প্রমাণ হইবে না। আমার এই ছদ্মবেশই অপরাধের প্রধান সাক্ষী হইবে—আমিই আমার বিভীষণ হইব। মনে মনে বলিলাম, "ওগো, আমি তোমাদের জন্য এ বিপদে জীবন-পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত।"

কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অন্তরের ভাষা মাতৃভাষায়ই বাহির হয়, সুতরাং কিছুই বলিতে পারিলাম না। এই পোষাকে এতক্ষণ পরে বাংলা বলিলে, হিতে বিপরীতই হইবে। কি করি, যা থাকে কপালে, হিন্দীতেই আরম্ভ করি। কি জানি, তাঁরা আমার মনের কথা বুঝিলেন কি না। বোধ হয় কিছু বুঝিয়াছিলেন, কেন না এ সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণই পটু।

ভগবান রক্ষা করিলেন! প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইলাম। তাঁরাই প্রথম মুখ খুলিলেন। কনিষ্ঠা মহিলাটি—কিশোরী, কি যুবতী, কি মাঝামাঝি;—না কিশোরীই, কেন না কুমারী—আমায় সম্বোধন করিয়া পরিষ্কার হিন্দীতে বলিলেন,—

"জী, আমরা বড় বিপদে পড়েছি। দয়া করে যদি একটু উপকার করেন! আমরা বড়ই অসহায়, বিপদগ্রস্ত।"

আমি চোখ খুলিয়া তাঁহার মুখে চাহিলাম। হিন্দীতেই উত্তর দিলাম,—

"আমি আপনাদের এই বিপদে বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন। আমি প্রাণপণে আপনাদের সাহায্য করব। আমি যতক্ষণ আপনাদের সঙ্গী থাক্‌ব, ততক্ষণ আপনাদের কোন ভয় নাই, জান্‌বেন।"

মহিলা দুইটির ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাঁরা যেন আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন—একটা শান্তি-সূচক খাটো নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

কিশোরী সাগ্রহে বলিলেন,—

"আপনি কোথায় নাববেন?

"আমি কলিকাতায় যাইতেছি।"

"আমরাও কলিকাতায় যাব। তবে ত আপনি বরাবরই আমাদের সঙ্গে থাক্‌বেন।"

"আজ্ঞে হাঁ, আমি আর কোথাও নাব্‌ব না।"

বালিকার মত সরল-ব্যাকুলভাবে গদ্‌গদ হইয়া তিনি আবার বলিলেন,—

"না, কোথাও নাববেন না। আমরা বড় অসহায়, বড় বিপদে পড়েছি, আমাদের আপনি ছেড়ে যাবেন না।"

"আপনারা কিছু ভাব্‌বেন না। আমি থাকৃতে কোন ভয় নাই। আপনারা বড় ভয় পেয়েছেন। একটু শান্ত হ'ন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনারা যাঁর সঙ্গে আস্‌ছেন, তাঁর নামটি কি?"

"তিনি আমার মেজদাদা, তাঁর নাম সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"পরের ষ্টেশনেই তাঁর নামে তার করব। বোধ হয় আমরাও তাঁর তার পাব।—হাঁ, আপনারা কোথেকে আস্‌ছেন?"

"কাশী থেকে।"

কাশীর নাম শুনে মনে যেন কেমন একটু স্ফূর্ত্তি বোধ হইল। সুতরাং কাশীর প্রসঙ্গটা আরও না চালাইয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম,—

"আপনারা তা হ'লে কাশীতে থাকেন?"

"কাশীতে আমাদের বাড়ী আছে। পূজোর সময় মা বাবা সকলেই কাশীতে বেড়াতে এসেছিলেন; সম্প্রতি তাঁরা কলিকাতায় ফিরে গেছেন। কলিকাতায় আমাদের আসল বাড়ী; কাশীতে আমি, আর ইনি—আমার বৌদিদি, বড়দাদা,

এবং মেজদাদা থাকি। বড়দাদা বাবার সঙ্গেই কলিকাতা গেছেন।”

“আপনারা কি এখন তবে কলিকাতায়ই থাক্‌বেন? আর কাশী আস্‌বেন না?”

“আস্‌ব বই কি, তবে কবে আস্‌ব, ঠিক নেই।”

আমার জেরায় অন্য সময় হয় তো ইঁহারা চটিয়া আগুন হইতেন। কিন্তু স্থানকালপাত্র তাহা হইতে দিল না। বরং দেখিলাম, আমার এই আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নে তাঁহারা যেন খুসীই হইয়াছেন! ইহাতে আমার স্বার্থ ছাড়া অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল, তাঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা করিয়া লওয়া, এবং কথায় কথায় তাঁদের অন্যমনস্ক রাখা।

“আপনারা যে কলিকাতায় যাচ্ছেন, আপনার বাবা কি তা জানেন?”

“জানেন বই কি, তিনিই তো আমাদের যেতে টেলিগ্রাম করেছেন।”

“আপনারা এই ট্রেণেই যাচ্ছেন, তা কি তিনি জানেন?”

কিশোরী যেন জিজ্ঞাসু হইয়া অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিতার দিকে চাহিলেন। বলিলেন,—“বৌদি, মেজদা নিশ্চয়ই বাবাকে টেলিগ্রাম করেছেন, না? তুমি জান কি?”

বৌদি একটু ভাবিয়া বলিলেন,—

"না ভাই, আমি তো তা' জানি নে।"

কিশোরী তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

"না জী, তা আমরা ঠিক জানি না। আপনি দয়া ক'রে বাবার কাছেও একটা তার করে দেবেন।"

"নিশ্চয়ই দেব, দেব ব'লেই ও কথা জান্‌তে চেয়েছিলুম।"

আপনার দয়া আমরা জীবনে ভুল্‌ব না।"

আমি একটু ন্যাকামি-ধরণে বলিলাম,—

"না, না, সে কি বল্‌ছেন? এ আর দয়া কি! আপনার বাবার নামটি কি, বলুন তো?"

পিতার নাম শুনিয়া আমি একেবারে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। এ কি শুনি! এ যে আমার ভাবী শ্বশুরমহাশয়ের নাম; কাশী, কলিকাতা, শ্বশুরের নামে নাম—তবে কি?— আমার বুকটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল; মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা বেরিয়ে গেল। জানি না, সে বাঙ্গালা না হিন্দী। আমি মরমে মরিয়া গেলাম।

হঠাৎ কিশোরী আমার মুখের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই বলিলেন,—

"আপনি কি বাবাকে চেনেন?"

ঢোক গিলিয়া কোনমতে বলিলাম, "না, তাঁকে দেখি নাই, তবে তাঁর নাম শুনেছি। জানি না, তিনি কি না।

আচ্ছা, তিনি কি কিছুদিন আগে একবার লাহোরে বেড়াতে গিয়েছিলেন ?”

“লাহোরে ? হাঁ, তিনি কিছুদিন হ’ল লাহোরে গিয়েছিলেন। আপনি কি করে জান্‌লেন ?”

মুস্কিলে পড়িলাম। চিনি না বলিলেই চুকিয়া যাইত। এখন যদি ধরা পড়ি ! আর পড়িলামই বা, ক্ষতি কি ?—না, তা হবে না। আনন্দে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, আমার আর সন্দেহ হইল না—ইনিই আমার ‘তিনি’ হইবেন ? তাই যদি হয়, তাহলে এমন সুন্দর, এমন সরল,—আমি বড় ভাগ্যবান। ঠাকুরদা ঠিকই বলিয়াছেন !

আমায় নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, “কেমন, চিনেছেন কি ?”

“হাঁ, চিনেছি।”

আমার কথায় তাঁর মুখে একটা আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। আমি সে সুন্দর মুখের সে সুন্দর ভাবটুকু উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনিমেষদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আর কিছুই মনে রহিল না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি, এমন করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইব—এমন সুন্দর নিঃসঙ্কোচ ভাবে !

সব ভুলিলাম, ইচ্ছা হইল তার সুন্দর শুভ্র, নিটোল

কোমল হাতখানি ধরে বলি,—'আমি তোমাকেই দেখ্‌তে যাচ্ছিলুম, তোমাকে দেখ্‌তে পেয়েছি।'

মনের কথা মনেই রইল, বলা হইল না। বলিলাম না যে, ভালই করিলাম। বলিলে হয় তো একটা বিষম কাণ্ড ঘটিয়া যাইত। হয় তো তাঁহারা আমায় জোচ্চোর ঠাওরাইয়াই বসিতেন। বৌদি শিকল টানিয়া আমার শিকল পরার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তবে এমন উচ্ছ্বাসটা একেবারে মাটি হইতে দিলাম না। অন্য আকারে তাহাকে রহিয়া সহিয়া প্রচার করিতে বসিয়া গেলাম। বলিলাম,—

"আপনারা তবে আমার আত্মীয়। আপনারাও আমায় আত্মীয় ভাব্‌বেন, পর ভাব্‌বেন না।"

এতক্ষণে বৌদির মুখে কথা ফুটিল। একটু করুণ অথচ স্মিতহাস্যে ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলেন,—

"আপনিও আমাদের পর ভাববেন না ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নইলে—ইত্যাদি।"

অতঃপর উভয়পক্ষ কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। গত বিপদ গত হইল, শুধু ভবিষ্যতের জন্য একটা স্মৃতি রাখিয়া সরিয়া পড়িল। এমনি সময়েই গাড়ী বক্‌সার ষ্টেশনে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। আমার নবীনা বন্ধুটি বলিলেন,—

"তবে আপনি এবার টেলিগ্রাম করে আসুন,—তুইখানা।

একখানা কলকাতায়, আর একখানা মেজদার কাছে, মোগল-সরাই। আহা, মেজদা কত না ভাব্‌ছেন, হায়, হায় কর্‌ছেন!”

বৌদিদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

“আমার কাছে তো টাকা নেই, তোমার কাছে আছে কি?”

টাকার প্রশ্ন উঠিতে না উঠিতেই আমি সটান্‌ নামিয়া ষ্টেশনঘরে ঢুকিলাম। মোগলসরাই ষ্টেশনে আমার ভাবী মধুর-কুটুম্বের নামে তার করিলাম।—‘তুমি পরের গাড়ীতে চলে এস, কোন ভয় নাই। গাড়ীতে আমাদের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি সব ঠিকঠাক করে দেবেন। আমরা তাঁর সঙ্গে কলিকাতা চলিলাম।”

কলিকাতায় তার করিলাম না। এখন আমিই কর্ত্তা। তাঁদের আর উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হইল না।

ঘণ্টা পড়িল আমি দৌড়িয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আমার বন্ধু গাড়ীর দরজার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কোন দিকে খেয়াল নাই। একটা আধা-সাহেব শিষ দিতে দিতে পায়চারি করিতেছিল; আমায় গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

একটু হাঁপ ছাড়িয়া বসিলাম। বন্ধু বলিলেন,—

“আপনাকে কত কষ্ট দিলাম! আপনি ঠিক বলেছিলেন,

এই দেখুন মেজদা তার করেছেন। আপনি যখন টেলিগ্রাম করতে যান, তখন ষ্টেশনের এক পিওন এসে দিয়ে গেল। আমার নাম ধরে ডাকৃছিল শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। তারপর দেখি টেলিগ্রাম, এই দেখুন।"

এই বলিয়া টেলিগ্রামখানা আমার হাতে দিতে আসিলেন। আমি বলিলাম,—

"আপনিই পড়ুন না।" বলিতেই বন্ধু একটু স্মিতহাস্যে সলজ্জকণ্ঠে পাঠ করিলেন। একে তো ইংরেজী, তাতে আবার টেলিগ্রাম। বুঝিলাম আমার বন্ধু কালে আমাকেও ইংরেজী-বিদ্যায় ছাড়াইয়া যাইবেন। একটা সম্ভ্রমে, আত্মগৌরবে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। আমাদের দাম্পত্যলীলায় বুদ্ধিরও একটা অঙ্ক থাকিবে। বন্ধুকে বলিলাম,—

"আপনি কি কলেজে পড়েন?"

"না, অতদূর যেতে পারি নি, স্কুলের পড়া শেষ করেছি মাত্র।"

"আর পড়্বেন না?"

"না, আর পড়া হবে না।"

"কেন?"

বন্ধু মুখ লাল করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। বৌ-দিদি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

কেন হবে না সে কথা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। দু'দিন পরেই বিবাহ—আর পুঁথি পড়ার অবসর ও সুবিধা কোথায়? এখন অন্য পড়া—বোঝাপড়া।

বন্ধু বলিলেন,—

"মেজদাকে পরের গাড়ীতে আস্‌তে বলেছেন তো?"

"হাঁ, তিনি পরের গাড়ীতেই আস্‌বেন। হাঁ, আপনার বাবাকে আর তার করি নি। আপনারা যাচ্ছেন—জানেন, কিন্তু এ বিপদের কথা শুন্‌লে, তিনি ভারী উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়্‌বেন।"

বন্ধু একটু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—

"না, তার না করলে আরও উদ্বিগ্ন হবেন।"

"কি করে? আপনাদের এই ঘটনার কথা কি ক'রে জান্‌বেন?

"মেজদা এতক্ষণে জানিয়েছেন।"

শেষে বোকা বনিয়া গেলাম একটি বালিকার কাছে! কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া কি আহাম্মকি করিলাম। মনে মনে নাকে-কাণে খত্‌ দিলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম,—ভবিষ্যতে আর কখন এমন কর্ত্তৃত্ব করিব না।

কুণ্ঠিতস্বরে বলিলাম,—

"তাই তো, ও কথা আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। এই

দেখুন, বাঙ্গালীতে আর পাঞ্জাবীতে কত প্রভেদ। আজ আপনার কাছে একটা কিছু শিক্ষা কর্‌লুম।"

বৌদি যেন স্বগতঃ বলিলেন,—

"পুরুষমাত্রেই এমন বোকা, সে বাঙ্গালীই কি, আর পাঞ্জাবীই কি। পাঞ্জাবীরা সেটা স্বীকার করে, কিন্তু বেহায়া বাঙ্গালী-পুরুষগুলো সেটা স্বীকার করা দূরে থাকুক, উল্টো নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধম্‌কে ঢাকতে চায়।"

বৌদির বাঙ্গালী-বিদ্বেষটা আমার মন্দ লাগিল না। অবশ্য এ ইতিহাসের মূলে একটা মধুর কলহ বর্ত্তমান। যা' হোক্‌, আমি আরও একটু ন্যাকা সাজিয়া বৌদিকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম,—

"আমাকে কিছু বলছেন না কি?"

বৌদি যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "না—না—আমি বলছিলুম টেলিগ্রাম নাই বা করলেন।"

স্ত্রী-চরিত্র বুঝা ভার। বলিলাম,—

"তা হয় না, আমি পরের ষ্টেশনেই টেলিগ্রাম করব।" বন্ধু একটু দুঃখিত হইয়াই যেন বলিলেন,—

"দেখুন, আমাদের কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই, আপনি—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম,—

"বেশ তো, না হয় আমার কাছে এর জন্য ঋণীই রইলেন। আমি আপনাদের আত্মীয়, আমার উপর এখন আপনাদের সম্পূর্ণ ভার, সুতরাং আপনাদের কোন ওজর আপত্তি আমি শুন্‌ছি না, কোনরূপ সঙ্কোচ আমি গ্রাহ্য কর্‌ব না।"

বন্ধু হাসিলেন। বলিলেন, "ক্ষমা করুন, আমি আর কিছু বল্‌ব না।"

বৌদিদি কিন্তু ছাড়িলেন না। বন্ধুর চেয়ে বয়সও বেশী, সংসারটা দেখাশুনাও কতকটা হইয়াছে। সুতরাং অমন এক কথায় তুষ্ট করিবার ও তুষ্ট হইবার মত মন এখন তাঁহার নাই। বলিলেন,—

"আপনি আঁমাদের অসময়ের বন্ধু, আপনার এ দয়া জীবনে ভুলব না।—আত্মীয়? আপনি আত্মীয়ের চেয়েও বেশী।"

বন্ধুর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। কি যেন বলিতে তাঁর হৃদয় চাহিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না। আমি তাঁকে দেখিতেছিলাম। আমারও চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল। বন্ধু আমার মুখে সরল, শান্তদৃষ্টি স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—

"আপনি পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলেন,

নইলে ভগবান এ বিপদে আপনাকে আমাদের কাছে পাঠাবেন কেন ?”

আমি নয়ন নত করিলাম, মনে মনে আনন্দের হাসি হাসিলাম। মনে মনেই বলিলাম—হাঁ ছিলাম বই কি, খুবই ছিলাম। পূর্ব্বজন্মে যা ছিলাম, এবারও তাই হ’তে এসেছি। প্রকাশ্যে বলিলাম,—

“আমারও তাই মনে হয়। আপনাদের দেখেই যেন মনে হ’ল, যেন কবে দেখেছি, কোথায় দেখেছি যেন আপনারা আমার কত কালের, কতদিনের আত্মীয় !”

বৌদি বলিলেন,—

“আমাদের তা হ’লে মনে রাখবেন, ভুলে যাবেন না।”

বন্ধু বলিলেন,—

“হাঁ, আমাদের ভুল্‌বেন না, মনে রাখ্‌বেন।”

“আশা করি, আপনারাও আমায় ভুলবেন না।”

বন্ধু একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—

“আপনি যে বাঙ্গালী নন, সে কথা আমাদের মোটেই মনে ছিল না। আপনি যেন আমাদেরই একজন। তাই ত, আপনি যদি বাঙ্গালী হতেন !”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—

“যদি হতেম তবে কি হ’ত ?”

বৌদি অন্যদিকে মুখ করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বন্ধুর আঁচলে একটি সূক্ষ্ম টান কসিয়া বাংলায় বলিলেন,—

"বাঙ্গালী হলে আমাদের এই আদরিণীকে দান কর্‌তেম।"

বন্ধু লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—

"যাও! উনি যদি বাঙ্গালা বোঝেন?"

"বুঝলেনই বা, বেশ তো! পাঞ্জাবী আর বাঙ্গালী—বেশ মানাবে।"

সর্ব্বনাশ! আবার সেই Intermarriage আসে যে!

"বৌদি, তুমি বড় অসভ্য। যাও, চুপ কর, ছিঃ!"

আমি যেন কিছুই বুঝিতে পারি নাই—এমনি ভাল মানুষটির মত গম্ভীর হইয়া রুমালে মুখ-দাড়ি মুছিতে লাগিলাম। অবশ্য, এই মোছার একটা উদ্দেশ্য ছিল। অধরের দুষ্ট-হাসি কি জানি যদি দাড়ি ভেদ করিয়া প্রকাশ পায়! সাবধানের মা'র নাই। মনে মনে দাড়িকে ধন্যবাদ করিলাম। বৌদি আমায় নিতান্ত উদাসীন দেখিয়া বন্ধুর অমূলক সন্দেহে মোটেই বিশ্বাস করিলেন না। চাপা হাসি আরও চাপিয়া বলিলেন,—

"কেন, দাড়িকে তোর এত ভয় কেন? পাঞ্জাবীরা তো এমনিই দাড়ি রাখে। তোর যদি ভাল না লাগে, বিয়ের পর নাপিত ডেকে ফেলে দিবি। কিন্তু যা বল ভাই, আমার

কিন্তু ওকে পাঞ্জাবী বলে মোটেই মনে হয় না। দেখছ না, কেমন ফুটফুটে রং, লম্বা ছিপছিপে চেহারা,—দাড়িটা যেন আটা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে। কে জানে, পাঞ্জাবী না আর কিছু!"

শুনিয়া আমার গা জ্বলিয়া গেল। আমি ভেতো বাঙ্গালী! অকৃতজ্ঞ,—এই তোমাদের ব্যবহার! আমাকে সন্দেহ! আচ্ছা দাঁড়াও, এর প্রতিশোধ লইতেছি। স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে, অচিরেই এক একটা গোলোকধাঁধা হইয়া দাঁড়ায়,·কোন বিষয়ই বিশ্বাস করিতে রাজি হয় না।

কিন্তু যাই বলি, মনটা একটু দমিয়া গেল। বন্ধু বলিলেন,—

"ওদের ওতেই সুন্দর দেখায়।"

"বটে, এইবার ঘট্‌কালিটা করি! যাক্, ওঁর পরিচয়টা আমাদের জানা দরকার, উনি আমাদের এত কর্‌লেন।"

"না, আমি পারব না, তুমি জিজ্ঞাসা কর।"

"কেন, লজ্জা কিসের, এ তো আমাদের কর্ত্তব্য। বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তখন ত কিছুই বল্‌তে পারব না। আর একটা কথা, উনি পাঞ্জাবী, অবশ্য লাহোরের সংবাদ রাখেন। কি বলিস্, হেম?"

"যাও।"

হেম কৃত্রিম কটাক্ষে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিল। বৌদি সুবিধা পাইলেন; বলিলেন,—

"হয় তো আমাদের লাহোরের বন্ধুটীর কোন খবরও জান্‌তে পারেন।"

হেম রাগিয়া বলিলেন,—

আর বন্ধুতে কায নেই!"

"কেন, একজন পেয়েছিস্ বুঝি?"

"দেখ বৌদি—"

"আমি তো তাই দেখ্‌ছি!"

"তুমি বড্ড বেহায়া মেয়ে—তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি পার্‌ব না।"

"তবে এত রাগ কেন?"

বলিয়া বৌদি আমার দিকে ফিরিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। হেমের পিতার নামে তার করিলাম,—"কাল ভোরে হাওড়ায় পৌছিব, আমরা গাড়ীতে বেশ নির্ব্বিঘ্নে আস্‌ছি।"

আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। আর অধিক আলাপ করিতে সাহস হইল না। বিশেষতঃ যে প্রসঙ্গটা ইতঃপূর্ব্বেই উত্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল, সেটা আমার নিতান্ত রুচিকর হইলেও, বাধ্য হইয়া তাহার হাত এড়াইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম,—ব্যাগ হইতে একখানা ইংরেজি বই বাহির করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলাম।

আমায় ঐরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহারা একটু দমিয়া গেলেন। আর সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ততটা সাহস করিলেন না। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গাড়ীতে আলো জ্বলিল। তখন বই বন্ধ করিয়া একবার বাহিরের সান্ধ্য-প্রকৃতির শোভা দর্শনে মনোনিবেশ করিলাম। অন্তরের পরিপূর্ণতায় সমস্ত প্রকৃতি পরিপূর্ণ দেখিলাম। ভিতরে বাহিরে আজ আমার আনন্দের উৎসব। আমার সঙ্গিনীদ্বয়ও আমারই মত চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া সান্ধ্য-প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতেছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল। দিনের সুরের সঙ্গে রাত্রির সুর—কেন যেন বেসুরা বাজিতে লাগিল। মনটা কেন যেন অজ্ঞাত একটা বেদনায় ছট্‌ফট করিয়া উঠিল! হেমের মুখের দিকে চাহিলাম। এতক্ষণ চাহি নাই, চাহিয়া দেখি নাই, তাই বুঝি এত ছট্‌ফটানি। দুঃখের ঔষধ চিনিয়া লইলাম। আমি চাহিতেই হেমও আমার দিকে চাহিলেন। সঙ্কোচটা প্রকাশ না হয়ে পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি বলিলাম,—

"এইবার কিছু খাবারের যোগাড় দেখি, কি বলেন?"

"তাই তো, আপনার বড় ক্ষিদে পেয়েছে!"

"শুধু আমার কেন, আপনাদেরও কি পেতে নাই? তা' সত্যি, আমার ক্ষিদে কিছু পেয়েছে বই কি।"

বৌদি ব্যথিতকণ্ঠে বলিলেন,—

"পরের ষ্টেশন হইতে কিছু খাবার লওয়া যাবে!"

বলিয়াই বৌদি বেতের একটা বাক্স খুলিয়া কয়েকখানা জার্ম্মাণ-সিলভারের বাসন ও দুই তিনটা গ্লাস বাহির করিলেন। হেম জলের কুঁজো হইতে জল ঢালিয়া বাসনগুলি ধুইয়া লইলেন। পরবর্ত্তী ষ্টেশনের অপেক্ষায় সোৎসুক হইয়া রহিলাম।

ষ্টেশন হইতে কিছু ফল রুটি ও মিষ্টি কিনিয়া আনিলাম। পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই কিনিলাম। আমার এই নূতন-জীবনে গৃহের আভাস-প্রাপ্ত হইলাম।

হেম আমার হাত হইতে সব গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন,—

"আপনি বসিয়া যান।"

হেম বৌদির সহযোগে প্লেট পূর্ণ করিয়া আমাকে রুটি দিলেন! আমি টপাটপ্ দু'খানি সাবাড় করিলাম। অতঃপর আর একখানা। ভাবিলাম, আর না, আর খাইলে আমাকে নিশ্চয়ই এরা অসভ্য ভাব্‌বে। সুতরাং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বলিতে হইল,—

"না, আর না, সব খেলে আপনারা কি খাবেন?"

হেম হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "না—না সে কি, এই মিষ্টিটা নিন।" বলিয়াই আমার হাতের উপর ধীরে ধীরে দিল। দিয়াই আবার বলিল,—

"আর একটা ?"

"আর খেলে মরে যাব।"

মনে মনে বলিলাম, মিষ্টি দেবার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন ? ভবিষ্যতে তো দীর্ঘ জীবন পড়িয়া রহিয়াছে। কত মিষ্টি দিতে পার, বুঝ্‌ব।

হেম বলিল, "মিষ্টি খাওয়া বুঝি আপনাদের পাঞ্জাবীদের অভ্যাস নেই ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—

"বাঙ্গালীরা খুব মিষ্টি খায়।" হঠাৎ বৌদি বলিলেন,— "আপনিও ত বাঙ্গালী।" বলিয়াই কথাটা সারিয়া লইলেন— "যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

আমরা সকলেই হাসিলাম।

জলযোগান্তে লম্বা হইয়া পড়িলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। মনে হইল, যেন আমি আজ বাসরে শুইয়া আছি। কিন্তু তখনই গাড়ী বংশীধ্বনি করিল। বুঝিলাম, এ বাসর নয়, চলন্ত ট্রেণেই শুইয়া আছি। হউক ট্রেণ, এ ট্রেণই আমার বাসর,— বাসরের চেয়েও বেশী। হেমকে এখন মা পছন্দ করিলে হয়—

আমি কি বোকা! মাকে মা বলিলেই তো তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার প্রশস্ত পথ।

৫

ভোর হইল, পথেরও শেষ হইল, আমার সাধের বাসর ভাঙিল!

দিনের আলো চোখে পড়িতেই চৈতন্য হইল। যে জাল পায়ে জড়াইয়াছি, এখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব কি করিয়া।

ভাব্ছি—ভাব্ছি—কত কি ছাইভস্ম! কখনও আকাশে উঠিতেছি, কখনও চিৎপাত হইয়া মাটিতে পড়িতেছি, কখনও ডিগ্‌বাজি কখনও হাবুডুবু।

না—যখন আসিয়াছি, ফেরা হইবে না। হেমের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই যাইব, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়ও দিব। একটা সঙ্কোচ আসিয়া আমার অন্তর চাপিয়া ধরিল। না, আজ আর যাব না। আজিকার দিনটা কোন হোটেলে থাকিব। আগামী কল্য গোঁফ নিদেন দাড়ীটা কামিয়ে বাঙ্গালী হইয়া গিয়া দেখা করিব। হাঁ, তাই ঠিক। নইলে আর বাঁচিবার অন্য পথ নাই। বেহুঁস্ হইয়া ভাবিতেছিলাম, তখন আমার কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ হেমের কথায় চমকিয়া উঠিয়া দেখি, গাড়ী হাওড়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার মুখের ভাব দেখিয়া হেম ভারী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বলিল,—

"আপনার তো কোনো অসুখ করে নি?"

আমি সে কথায় কোন উত্তর না দিয়াই দরজা খুলিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া পড়িলাম। হেম ও বৌদিকে বলিলাম,—

"আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি গাড়ী ঠিক্ করে নিচ্ছি।" গাড়ী ঠিক্ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি, একজন বাঙ্গালী বাবু গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বুঝিলাম, ইনিই আমার ভাবী সম্বন্ধীবাবু। আমি ফিরিয়া আসিতেই হেম বলিল,—

"ইনি—ওঁর জন্যেই আমরা এ বিপদে রক্ষা পেয়েছি।"

হেমের চক্ষু ছলছল্ করিয়া উঠিল। আমাকে বলিল,—

"ইনিই আমার বড়দাদা।"

আমি বড়দাকে নমস্কার করিলাম। তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন। এবার হিন্দি ও ইংরেজী মিশাইয়া আমাকে সম্বোধন এবং আপ্যায়িত করিলেন। অতঃপর বলিলেন,—

"আপনি আমার ভাই—ভাইয়ের চেয়েও বেশী।" বলিয়াই আমার করমর্দ্দন করিলেন।

আমি বলিলাম,—

আমায় যখন ভাই বলে গ্রহণ করেছেন, তখন আশা করি,

আমায় আর কোনরূপ ধন্যবাদাদি দিয়া লজ্জিত করিবেন না। যদি করেন,তবে বুঝ্‌ব, আপনি মুখেই কেবল ভাই বলিতেছেন, অন্তরে গ্রহণ করেন নাই।”

আমার কথায় শালাবাবু তার বুকের মধ্যে আমায় টানিয়া লইলেন।

জিনিষপত্র গাড়ীতে তোলা হইল। হেম ও বৌদি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আমি আমার হাতব্যাগ হাতে ও বিছানাটুকু বগলে করিতেই, বড়দা আমার হাত ধরিলেন,—

“দিন, আমাকে একটা দিন।”

আমি তাঁহাকে বাধা দিলাম। বলিলাম,—

“এইবার তবে বিদায় দিন।”

“সে কি! চলুন আমাদের বাড়ীতে।”

“যাব—যাব বই কি, নিশ্চয়ই যাব। তবে এখন মাপ কর্‌বেন। আমাকে এখনই গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে হবে। তাঁরা অপেক্ষায় আছেন, এই গাড়ীতেই আমি যাব।”

“না—না—না সে হবে না। আগে আমাদের বাড়ী, তার পর সেখানে।”

“যদি এখনই না যাই, তবে হয় তো তাঁরা একটা কাণ্ড করে বস্‌বেন। হয় তো লাহোরে টেলিগ্রাম করে বস্‌বেন।

মা সে টেলিগ্রাম্ পেলে ভারী চিন্তিত হয়ে পড়বেন। আমি বিকালে আপনাদের বাড়ী যাব।"

"আপনাকে না নিয়ে গেলে বাবা আমার উপর ভারী অসন্তুষ্ট হবেন।"

"আপনি তাঁকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বল্‌লে, তিনি কিছু বল্‌বেন না। আপনার বাবাকে আমার প্রণাম জানাবেন।"

"সত্যিই এখন আস্‌বেন না?"

"যদি সাধ্য থাকৃত তো এই মুহূর্ত্তেই যেতুম।"

"ঠিক বলুন, কখন যাবেন?"

"বিকালে।"

"আপনার ঠিকানা বলুন, আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব।"

মহা বিপদে প'ড়িলাম। ভাবিলাম একটা যা' তা' ঠিকানা বলিয়া দিই। কিন্তু মিথ্যা ঢের বলিয়াছি, আর বলিতে সাহস করিলাম না। বলিলাম—

"আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি বিকালেই যাব।"

"ঠিক? আমাদের বাড়ীর ঠিকানা হচ্ছে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—

"আমি তা জানি। আমি আপনার ভগ্নীর নিকট হ'তে

জেনেছি, আপনাদের টেলিগ্রাম কর্‌তে দরকার হয়েছিল।—তবে এখন আসি। হাঁ, আপনার পুরো-নামটি কি, বলুন তো?”

“শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।”

পকেট হইতে নোটবহি বাহির করিয়া লিখিয়া লইলাম। লিখিলাম, “শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আমার বড় শ্যালক)।”

বড়দা ক্ষুণ্ণমনে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আমায় তাঁহার সঙ্গে না দেখিয়া হেম গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল ও দাদার সঙ্গে কি যেন কথাবার্ত্তা হইল। আমি দেখিলাম, হেম মাথা নাড়িয়া যেন কোন কথার প্রতিবাদ করিল। করিয়াই দ্রুত আমার দিকে আসিতে লাগিল! আমি হেমকে যেন দেখিয়াও দেখিলাম না। ধীরে যাত্রা করিলাম। হেমও একেবারে আমার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। অভিমানভরা মুখে মুহূর্ত্তমাত্র চাহিল। সব বুঝিলাম। হেম আমাকে নিতে এসেছে। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “কোথায় যাচ্ছেন জী চলুন আমাদের বাড়ী। আপনি যদি না যান, তবে আমরাও যাব না।”

আমি ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি বলিব, কি করিতে হইবে, ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু কতক্ষণ এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা চলে! আমার নকলত্ব বিসর্জ্জন দিলাম। বলিলাম, “আমি বাঙ্গালী। আমায় যদি ক্ষমা করেন,

তবে যাব, নইলে যাব না।—আমি তোমাকেই দেখ্‌তে এসেছিলুম, ভগবান তোমায় আমাকে দেখায়েছেন। তবে আমি আসি? আর তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আস্‌তে বল, তবে আবার আস্‌ব।”

হেম থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; মুখ লাল হইয়া গেছে। মাথা নীচু করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

হেমের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “এসো,—তোমায় আস্‌তেই হবে।”

আনন্দে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। হেম তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া উঠিল। আমিও ভিড়ের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলাম।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালা-দেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে : সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লীসমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

যে আশা লইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, ভগবৎ-প্রসাদে ও সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আমাদের সে আশা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। "ক্লেশঃ ফলেন হি পুন র্নবতাং বিধত্তে।" শ্রম সার্থক হইলে হৃদয়ে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। আমরাও অনেক কার্য্যের কল্পনা করিতেছি। এই সিরিজের উত্তরোত্তর উন্নতির সহিত একে একে সেই সঙ্কল্প-গুলি কার্য্যে রিপণত করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজে-ষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানু-ভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমা-দিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

এই সিরিজের—

প্রকাশিত হইয়াছে—

১। অভাগী (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

২। ধর্ম্মপাল (২য় সং) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ

৩। পল্লী-সমাজ (তৃতীয় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। কাঞ্চনমালা (ছাপা নাই) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

৫। বিবাহবিপ্লব শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল

৬। চিত্রালি শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল্

৭। দূর্ব্বাদল শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

৮। শাশ্বত ভিখারী শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি, আর, এস

৯। বড়বাড়ী (দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীজলধর সেন

১০। অরক্ষণীয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১। ময়ূখ শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

১২। সত্য ও মিথ্যা শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

১৩। রূপের বালাই শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৪। সোনার পদ্ম শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ

১৫। লাইকা শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী

১৬। আলেয়া শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

১৭। বেগম সমরু শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮। নকল পাঞ্জাবী শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯। বিল্লদল শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিয়জনকে উপহার দিবার
কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ

বিন্দুর ছেলে	১॥০	পণ্ডিত মশাই	১।০
বিরাজ ব ু	১।০	শ্রীকান্ত	৩॥০
পরিণীতা	১	দেবদাস	১।০
মেজদিদি	১।০	কাশীনাথ (যন্ত্রস্থ)	
বড়দিদি	॥০	চন্দ্রনাথ	
বৈকুণ্ঠের উইল	১৲	নিষ্কৃতি	
মিলন মন্দির	১॥০	দিদি	
বিনিময়	১॥০	অন্নপূর্ণার মন্দির	১৲
বিদেশিনী	১।০	অষ্টক	
পোষ্যপুত্র	১।০	রূপের মূল্য	
মন্ত্রশক্তি	১॥০	রঙ্গমহাল	
মহানিশা	১	কঙ্কণচোর	
জ্যোতিঃহরা	১॥	মেজ বউ	
বাণী	১৲	দুর্গেশনন্দিনী	
কল্যাণী	১৲	বিষবৃক্ষ	
কুললক্ষ্মী	১৲	ক . . কুণ্ডলা	
সাবিত্রী	১॥০	কৃষ্ণকান্তের উইল	
শৈব্যা	১॥০	আশালতা	
শর্ম্মিষ্ঠা	১৲	ভ্রমর	
সীতাদেবী	১৲	বেদিনী	

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা